

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

গঙ্গাসাগরে নিরাপত্তা

(+208.52)

গঙ্গাসাগরমেলা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় জল, স্থল ও আকাশ পথে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

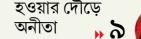
(+お3.66)

প্রণবের স্মৃতিসৌধ গড়বে কেন্দ্র রাজঘাটে যমুনার ধারে রাষ্ট্রীয় স্মৃতিস্থলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ

₽ শিলিগুড়ি



কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌডে অনীতা



শিলিগুড়ি ২৩ পৌষ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 8 January 2025 Wednesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 230

মঙ্গলবার ভোরে ভূমিকস্পের পর বিধ্বস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের টোংলাই গ্রাম।

বৈষ্ণবনগরে সীমান্ডে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে বিরোধের সূত্রপাত। বিএসএফ-কে কাজ করতে বাধা দিয়েছিল বিজিবি। স্লোগান-পালটা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সীমান্ত।

মালদাবাসীর চাপে পিছ

এম আনওয়ারউল হক

৭ জানুয়ারি সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই আরও এক বেনজির ছবি। মালদার বৈষ্ণবনগরে বিএসএফ-কে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা দেওয়ায় সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাধা দেওয়ায় উত্তেজনা ছড়ায়। সীমান্তের দু'দিকে জমায়েত হয় স্থানীয় বাসিন্দারা। স্লোগান, পালটা স্লোগান ওঠে সেখানে। মঙ্গলবার মালদার বৈষ্ণবনগরে সীমান্ডে এই ঘটনা সামনে এল। বৈষ্ণবনগরের শুকদেবপুর এলাকায় প্রায় ১০০ মিটারে এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সেখানে প্রায় উন্মক্ত।

এহেন পরিস্থিতিতে কাঁটাতারের বেড়া দিতে শুরু করে বিএসএফ। কিন্তু বেড়া দেওয়া নিয়ে আপত্তি জানানোয় কাঁটাতারের কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। সেই নিয়ে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাতেও উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থল থেকে যে ছবি সামনে এসেছে, তাতে ভারতের দিক থেকে 'ভারত মাতা কি জয়', 'বন্দেমাতরম', 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ওঠে। পালটা স্রোগান ভেমে আমে ওপার থেকেও। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যদিও বিএসএফ-এর তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে. আন্তজাতিক ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে শুকদেবপুর বিওপির কিছ অংশে জলাভূমি রয়েছে। সেখানেই কাঁটাতার দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করে বিএসএফ। কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষীদের আপত্তির বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে জমায়েত শুরু করে শুকদেবপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দারা। সময় গড়ানোর



- বৈষ্ণবনগরের শুকদেবপুর সীমান্তে প্রায় ১০০ মিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া
- সেখানে বিএসএফ বেড়া দিতে শুরু করায় আপত্তি
- 🔳 এখবর ছড়াতেই হাজির হয়ে যান শুকদেবপুরের
- উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে দ্রুত
- 🛮 চাপের মুখে সরে যায় বিজিবি

সাথে সাথে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পরে বিএসএফের আধিকারিকদের এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কাঁটাতার লাগানোর সময় বিজিবি বাধা দিয়েছিল। যাতে ওই এলাকায় সীমানা নির্ধারণ না করা যায়। কিন্তু ভারতের জমিতেই কাঁটাতার লাগানো হচ্ছিল। পরবর্তীতে দ'পক্ষের আলোচনা হয়েছে এই বিষয়ে। আবারও কাঁটাতার লাগানোর

এরপর দশের পাতায়

উত্তপ্ত সীমান্ত

- জানায় বিজিবি
- বাসিন্দারা
- পদক্ষেপ করে বিএসএফ

নমোকে দিশা নতুন বছর, নতুন আশা দেখাবেন উত্তরের চার কৃতী সপ্তর্ষি সরকার ধূপগুড়ি, ৭ জানুয়ারি বিশ্বে শিল্পোৎপাদনে ভারতবর্ষকে শক্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে



রিডর সেবকে ১৪০০ কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি :

ঘোষণা হয়েছিল '২৩-এর মে মাসে। অর্থ বরাদ্দ হয়ে গেল '২৫-এর শুরুতে। সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার রাস্তার জন্য নীতিন গড়করির মন্ত্রক বরাদ্দ করল ১,৪০০ কোটি টাকা। ফলে বালাসন সেতু থেকে এলিভেটেড হাইওয়ের যে কাজ চলছে, তা সম্প্রসারিত হচ্ছে সেবক বাজার পর্যন্ত। শুধু তাই নুয়, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের একাধিক রাস্তা সহ সিকিমের লাইফলাইন নিয়েও নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে সড়ক পরিবহণমন্ত্রক। বাগ্রাকোটের মতো ১০ নম্বর

জাতীয় সড়ককেও নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে মন্ত্রব খবর। যে কারণে রাস্তাটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফাস্টাকচাব ডেভেলপমেন্ট কপোরেশন লিমিটেডকে। এলিভেটেড হাইওয়ের নতুন অংশের অর্থ বরান্দের নথি প্রকাশ্যে এনে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলছেন, 'সডক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটছে। পরিকল্পনামাফিক বেশ কিছু রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। ফলে পাহাড়, সমতল দুই অংশের মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরালো হবে। প্রসার ঘটবে পর্যটনে।' শিলিগুড়ি শহরকে কেন্দ্র করে রিং রোড তৈরির আশ্বাসও নতুন করে দিয়েছেন সাংসদ।

সিকিমগামী বিকল্প পথ আশা জাগিয়েছে উত্তরে। বাগ্রাকোট থেকে চুইখিম হয়ে নতুন রাস্তা ও লুপ পুল দেখতে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদেরও।



এলিভেটেড

যেমন ভাবনা

- বালাসন সেতু থেকে শালুগাড়ার সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর হচ্ছে
- 🔳 রাস্তাটি সম্প্রসারিত হয়ে সেবক বাজার পর্যন্ত যাবে
- অদুর ভবিষ্যতে সেবক বাজার থেকে মাথা তলবে দ্বিতীয় করোনেশন সেতু
- পরবর্তীতে এলিভেটেড করিডরটি দ্বিতীয় সেতুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ভাবনা রয়েছে

পুরোদমে রাস্তাটি চালু হয়ে গেলে বাংলা-সিকিম যোগাযোগে নতুন দন্তান্ত স্থাপন হবে। সেইসঙ্গে সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর সম্প্রসারিত হলে খুব কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে কালিম্পং ও সিকিমে। বর্ষার সময় ধসে রাস্তা অবরুদ্ধ হলেও আর ভোগান্তি থাকবে না পর্যটক ও সাধারণের।

কেন্দ্রীয় সডক পরিবহণমন্ত্রক সূত্রে খবর, কিছুদিনের মধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।

এই কাজ শেষ হবে তিন বছরের মধ্যে। অথাৎ ২০২৮ সালেই সেবক বাজার পর্যন্ত এলিভেটেড হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটতে পারবে।

অদুরভবিষ্যতে সেবক বাজার থেকে দ্বিতীয় করোনেশন সেতু মাথা তুলবে। যে কারণেই রাস্তাটিকে সেবক বাজার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নতুন ১৪ কিলোমিটার রাস্তায় উড়ালপুল তৈরি হবে সেবক রেলগেট সহ আরও দুটি জায়গায়। পাশাপাশি, সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সডক নিয়েও নতন পরিকল্পনা নিচ্ছে গড়করির মন্ত্রক।

গত কয়েক বছরে বর্ষায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। একের পর এক ধসের জেরে চলতি বছরও বর্ষার সময় প্রায়দিন বন্ধ ছিল রাস্তাটি। ১০ নম্বর উড়ালপুল তৈরির পরামর্শ দিয়েছে জাপানের একটি সডক বিশেষজ্ঞ সংস্থা। ওই প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে এনএইচআইডিসিএল। এক বছরের মধ্যে ওই কাজ শুরু হয়ে যাবে বলেও প্রত্যাশী রাজু।

তাঁর বক্তব্য, 'বালাসন হয়ে শুগুড়ি ও দার্জিলিং এবং শিলিগুডি দাওয়াইপানি-তিস্তা-দার্জিলিংয়ের মধ্যে দুটি জাতীয় সড়ক তৈরির যে প্রস্তাব তিনি দিয়েছেন, তা নিয়েও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। লোধামা, বিজনবাড়ি সহ কয়েকটি এলাকায় রাস্তা তৈরির ব্যাপারেও সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে মন্ত্রক।'

এদিনই মালদা-রতুয়া-ফুলহর সেকশনে ৫০ কিলোমিটার দুই লেনের রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৮৫০ কোটি টাকা। ফলে ওই পথেও ভোগান্তি কমবে অচিরে। আপাতত সেই আশাতেই রয়েছে উত্তরবঙ্গ।

অপহরণ ঘিরে মধ্যরাতে ধুন্ধুমার

মিঠুন ভট্টাচার্য

শिनिগুড়ি, १ জानুয়ারি শহরের বুকে ফের অপহরণের চেষ্টা চালিয়েছিল একদল দৃষ্কৃতী। মুক্তিপণ চেয়ে এক লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার গভীর রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় ব্যাপক মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে দুই ব্যক্তি গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম পিন্টু মণ্ডল, রাহুল রায়, সুজন কুণ্ডু, হার্দিক কুমার ও রৌশন লামজাদে। রোশনের বাড়ি সিকিমে, হার্দিক গুজরাটের বাসিন্দা। বাকিরা শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট বাসিন্দা। এনজেপি এলাকার থানার এক আধিকারিক জানান. অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত

শহরণের নেশখে বেটিং, জুয়া এবং একটি নির্দিষ্ট দুষ্কৃতী দলের যোগ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনার খবর চাউর হতৈই শোরগোল পড়েছে শহর ও শহরতলিতে।

করা হচ্ছে।

ইস্টার্ন বাইপাসের ভিআইপি মোড় সংলগ্ন জায়গায় বাড়ি অভিনন্দন পণ্ডিতের। ওই এলাকায় বাবা বাচ্চু পণ্ডিত ও অভিনন্দন দুজনে মিলে পানের দোকান চালান। এরপর দশের পাতায়

কাপল বঙ্গও

লাসা, ৭ জানুয়ারি : তখনও ঘুম চোখ। তার মধ্যে বিপদ এসে হাজির। তিব্বত, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের বেশ কিছু এলাকা নড়ে উঠল ভূমিকম্পে[।] ভারত বা নেপালে তেমন ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। কিন্তু তিব্বতে নিয়ে এল মৃত্যুমিছিল। মঙ্গলবার সকালের ওই ঘটনায় রাত পর্যন্ত ১২৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে কমপক্ষে ১৮৮ জনকে। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে হাজারের বেশি ঘরবাড়ি।

চিনের ভূমিকম্প নেটওয়ার্ক কেন্দ্র কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৬.৮ বলে জানালেও মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা (ইউএসজিএস) ৭.১



বলে উল্লেখ করেছে। ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্প নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়েছেন অন্তত আট লক্ষ মানুষ। ভূমিকম্পের উৎসস্থল

তিব্বতের তিংরি প্রদেশে। ভারতে কম্পন অনুভূত হয় বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে। শিলিগুড়িতে সকাল ৬টা ৩৭ মিনিটে ভূমিকম্পটি প্রায় ১৫ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। জোরালো ধাকার পরপর কম্পন (আফটারশক) হতে থাকে তিব্বতে। ৪০টিরও বেশি কম্পন ধরা পড়েছে সেখানে। যার মধ্যে ১৬টির মাত্রা ছিল ৩-এর বেশি। চিনা সংবাদ সংস্থা শিনহুয়া জানিয়েছে, শিগাটসে'র বিভিন্ন এলাকায় ধ্বংসলীলা এবং হতাহত সবচেয়ে বেশি ঘটেছে।

তিব্বত ছাড়া আর কোথাও প্রাণহানি হয়নি। ভূমিকম্পের থেকে কিলোমিটার দুরে কাঠমান্ডতে প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা। প্রভাব পড়ে এভারেস্টের পাদদেশে নেপালের সোলুখুমু জেলাতেও। সেখানকার মুখ্য জেলা আধিকারিক মনোজ রাজ ঘিমিরে জানিয়েছেন, হতাহতের খবর নেই। নেপালের নামচে অঞ্চলের সরকারি আধিকারিক জগৎপ্রসাদ ভূজেলও জানিয়েছেন, 'জীবনহানি ঘটেনি।' এরপর দশের পাতায়



পাসপোর্ট বাতিল হাসিনার

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ৭ জানুয়ারি : গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পরদিনই আরও চাপে শেখ হাসিনা। তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করল বাংলাদেশ। দেশ ছাডার পরপরই তাঁর কটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল ঘোষণা করেছিল ঢাকা। এবার নাগরিক হিসেবেও তাঁর পাসপোর্ট আর রইল না। ফলে অনিশ্চয়তায় ঘেরা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ।

হাসিনা এখন আছেন ভারতের আশ্রয়ে। তাঁর পাসপোর্ট বাতিলের দিনই আপাতত বাংলাদেশ ছাড়লেন আরেক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। বিএনপি'র এই শীর্ষনেত্রী অবশ্য চিকিৎসা করাতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লন্ডন রওনা হলেন। হাসিনা আর দেশে ফিরতে পারবেন কি না. সেটা আপাতত অনিশ্চিত। কিন্তু তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী খালেদা এখন বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রভাবশালী।

খালেদার বিমানে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে মঙ্গলবার হাসিনার বিরুদ্ধে আরও কডা পদক্ষেপ করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সাংবাদিক বৈঠকে সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজমদার বলেন. 'গুম ও হত্যায় জড়িত ২২ জনের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া জুলাই-অগাস্টে গণহত্যায় জড়িত আরও ৭৫ জনের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। পাসপোর্ট বাতিলের তালিকায় শেখ হাসিনার নাম আছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, রেড কর্নার নোটিশ, প্রত্যর্পণ করতে ভারতকে মনুরোধ ঢাকা-নয়াদিল্লি টানাপোডেন বাডছিল। প্রত্যর্পণের অনুরোধে এতদিন সাডা দেয়নি ভারত। কিন্তু এবার তাঁর পাসপোর্ট বাতিল হওয়ায় হাসিনাকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হতে পারে ভারত।যদিও ভারতের বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর, এ দেশের ট্রাভেল ডকুমেন্টস নিয়ে হাসিনা বাংলাদেশ বাদে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে যেতেই পারেন।

এবপৰ দশেৰ পাতায

১৫৬ প্রজাতির মাছের মিউজিয়াম

মাছের মিউজিয়াম? শুনে খটকা লাগছে? দেশে কিন্তু এমন অনেক মিউজিয়াম আছে। কলকাতা জাদুঘরে জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জেডএসআই) এমন একটি ফিশ মিউজিয়াম আছে। লখনউতে জাতীয় মাছ জাদঘর রয়েছে। দেশে এমন আরও কয়েকটি নজির থাকলেও উত্তরবঙ্গে সম্ভবত নেই।

রাজেশ দাস

মাছ থাকলেও সেই সমস্ত প্রজাতির

বিষয়ে সাধারণ মানুষের জ্ঞান কিন্তু

মোটামুটিভাবে সীমিতই। এ নিয়ে

কারও মনে যদি কোনও আক্ষেপ থাকে

তবে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে গোপালপুর

গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাকোপা গ্রামে

লক্ষ্মীকান্ত বর্মনের বাড়ি যাওয়া যেতে

পারে। সেখানে গেলে রুই, কাতল,

মুগেল তো বটেই আরও ১৫৩

প্রজাতির মাছের দেখা মিলবে। নানা

আকারের কাচের জারে সংরক্ষিত

অবস্থায়। গোটা বাড়িটাকেই তিনি

মাছের মিউজিয়াম বানিয়ে ফেলেছেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় বলতে যে সমস্ত

মাছ নিয়ে তাঁর এই মিউজিয়াম, সবই

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে মেলে।

লক্ষ্মীকান্তর ইচ্ছে একটাই, নতুন



আগামীর ভাবনা কী হওয়া উচিত,

সে বিষয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে

নিজেদের পরিকল্পনার কথা শোনাবেন

উত্তরবঙ্গের তিন তরুণ ও এক তরুণী। আগামী ১২ জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিনে দিল্লির ভারত মণ্ডপম

প্রেক্ষাগৃহ'-এ অনুষ্ঠিত বিকশিত

ভারতের লক্ষ্যে তরুণ নেতাদের সঙ্গে



প্রীতম সরকার ও পঙ্কজকুমার রায়

সংলাপ অনুষ্ঠানে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সামনে নিজের প্রস্তাব দেবেন তাঁরা। রাজ্য থেকে দিল্লিগামী ৩৮ জনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদলে উত্তরবঙ্গের চারজনের মধ্যে রয়েছেন ধূপগুড়ির নেতাজিপাডার বাসিন্দা সুকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতক আকাশ ভট্টাচার্য, জলপাইগুডি শহরের কংগ্রেসপাডার বাসিন্দা কৃষিবিজ্ঞানের ছাত্র প্রীতম সরকার, শিলিগুডি দেশবন্ধপাড়ার বাসিন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন <u>উত্তববঞ্চ</u> এরপর দশের পাতায় বিভাগের

গোপালপুর, ৭ জানুয়ারি : রুই, কাতল, মৃগেল, ইলিশ, বোরোলি, মিউজিয়াম দেখতে আজকাল তাঁর পুঁটি। এই দুনিয়ায় হাজারো রকমের বাডিতে বেশ ভিড।

মাছের মিউজায়াম? শুনে অনেক মিউজিয়াম আছে। কলকাতা

এই ইচ্ছেয় অবশ্য অনেকেই সাড়া ইন্ডিয়ার (জেডএসআই) এমন দিচ্ছেন। লক্ষ্মীকান্তর সাধের মাছ একটি ফিশ মিউজিয়াম আছে। লখনউতে জাতীয় মাছ জাদঘর রয়েছে। দেশে এমন আরও কয়েকটি নজির থাকলেও উত্তরবঙ্গে সম্ভবত খটকা লাগছে? দেশে কিন্তু এমন নেই। একক উদ্যোগে তো বটেই। আর এখানেই লক্ষ্মীকান্ত কামাল



ভেলাকোপা গ্রামে নিজের মিউজিয়াম দেখাচ্ছেন লক্ষ্মীকান্ত বর্মন।

প্রজন্ম বেশি করে মাছ চিনুক। তাঁর জাদুঘরে জুলজিকাল সার্ভে অফ করেছেন। যেভাবে মাছই আজকাল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, এলাকায় 'মাছপাগল' হিসেবে পরিচিতি পেতে তাঁব দেবি হয়নি গোড়া থেকেই তাঁর অবশ্য এহেন

মৎস্যপ্রীতি ছিল না। একসময় ধান, পাট, তামাকের চাষ করতেন। বছর ৪০ আগে মাথাভাঙ্গার দুয়াইশুয়াই গ্রামে গিয়ে দৃটি পুকুর থেকে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে দেখে তাঁর 'মীনমুখী' হওয়া। মাছ বিক্রির স্বাদেও যে বেশ লাভ করা যায় সেটা উপলব্ধি করার পর নিজ এলাকায় ফিরে এসে মাছ চাষের সিদ্ধান্ত। বাড়ির পাশেই দুটো ফাঁকা জলাশয়ে মাছ চাষ শুরু। আজকাল প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে তাঁর সেই চাষের সুফল ছড়িয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই পুকুরে গিয়ে মাছ চাষের দিকে কড়া নজর দেওয়া। তাঁর চাষ করা রুই, কাতল, মৃগেল, মাগুর, শিঙি,

এরপর দশের পাতায়

নবান্নের নির্দেশে সিল 'অবৈধ' বিসর্ট

চোখ খুলে দেয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৭ জানুয়ারি : যে রিসর্টের খোঁজ ছিল না প্রশাসনের কাছে, তাতেই মঙ্গলবার তালা ঝুলল প্রশাসনিক ব্লক কতাদের উপস্থিতিতে। মহানন্দা অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোন এবং মহানন্দা নদীর ওপর রিসর্ট গড়ে তোলায় মালিক অবদেশ যাদবের বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় অভিযোগও দায়ের করেছে। ইতিমধ্যে রিসর্ট মালিকের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, নবান্নের কড়া নির্দেশেই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন।

মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলছেন, 'সরকারি জমিতে বেআইনিভাবে রিসর্ট করা হয়েছে। চম্পাসারির বাসিন্দা অবদেশ যাদবের নামে বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর নামেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

পদক্ষেপ। অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোন এবং মহানন্দা নদীর ওপর থাকা রিসর্টের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই হয়নি মাসের পর মাস। মঙ্গলবার এমন রিসর্টের হদিস উত্তরবঙ্গ সংবাদ দিতেই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পদক্ষেপ করল মাটিগাড়া ব্লক



মহানন্দার

প্রশাসন। সূত্রের খবর, এদিন নবান্নর তরফে জানতে চাওয়া হয় কীভাবে রিসর্টটি সেখানে তৈরি হল। কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনও সদূত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরপরই জেলা প্রশাসনের তরফে মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রধাননগর থানার পুলিশকে নিয়ে রিসর্টটিতে যান বিডিও বিশ্বজিৎ দাস, বিএলআরও ক্লেমেন্ট ভূটিয়া সহ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। তালা ঝুলিয়ে সিল করে দেওয়া হয় রিসর্টটি।

পাওয়ার পরই পুলিশ মালিকের খোঁজ শুরু করেছে। প্রধাননগর থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, খাসজমি দখল করে রিসর্ট করা, জমির চরিত্র বদল না করে অবৈধভাবে রিসর্ট করার অভিযোগ দায়ের করেছেন বিএলআরও। মামলাও করা হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। দ্রুত গ্রেপ্তার করা অভয়ারণ্যের

সেনসিটিভ জোনে কী ধরনের কাজ করা যাবে এবং কী করা যাবে না, তা বন ও পরিবেশমন্ত্রকের। কিন্তু মাটিগাড়া ব্লকের চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মিলন মোড়ের অদুরে মহানন্দা অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোনে গড়ে তোলা হয়েছে একটি রিসর্ট। শুধু তাই নয়, রিসর্টটি তৈরির ক্ষেত্রে মহানন্দা নদীর একটি অংশও দখল করা হয়েছে, যা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন ওঠে।

এমন বেআইনি নিমাণে শাসকদলের মদত রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। প্রভাবশালীর হাত না থাকলে যে এমনভাবে রিসর্ট করা যায় না, তা নিয়ে চর্চা রয়েছে এলাকায়। কিন্তু নবান্নের নির্দেশে শেষপর্যন্ত তালা ঝুলল রিসর্টটিতে।

ফুটবলের কাছে পাহাড়ও তুচ্ছ

ञानिপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি : এক সপ্তাহেরও কম সময়ে আবার সুখবর। উচ্ছ্বসিত আলিপুরদুয়ারের ফটবলপ্রেমীরা। গত সপ্তাহে সন্তোষ ট্রফি জিতেছে বাংলার দল। আর সেই দলে ছিল আলিপুরদুয়ার জেলার দুই ফটবলার শুভুম রায় ও আদিতা থাপা। আর এবার বক্সা পাহাড়ের চুনাভাটি গ্রামের শেরিং ডুকপা সুযোগ পেল ইস্টবেঙ্গলের অনুর্ধর্ব ১৭ দলে।

তবে শেরিংয়ের এই সাফল্য কিন্তু সহজে আসেনি। চুনাভাটি, লেপচাখার মতো গ্রামের নাম সংবাদমাধ্যমে আসে বটে, তবে সেসবই কিন্তু পর্যটনের জন্য। খেলাধুলোর পরিকাঠামো বলতে সেসব জায়গায় কিছুই নেই। শেরিং যেমন প্রায় ৪৫ মিনিট ট্রেক করে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যেত ফুটবল খেলতে। দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করে এসে বন্ধদের সঙ্গে বক্সাদুয়ারের

ইস্টবেঙ্গলে শেরিং

- ২০২০ সালে বক্সা পাহাড়ের শেরিং ডুকপার ফুটবল খেলা শুরু
- সান্তালাবাড়িতে খেলে নজরে
- 🔳 স্ট্রাইকার ও উইঙ্গার পজিশনে খেলতে স্বচ্ছন্দ
- 🔳 এখন ইস্টবেঙ্গলের অনুধর্ব ১৭ দলের সদস্য

প্রামের ফুটবল মাঠে খেলত।

২০২০ সাল থেকে ফুটবল খেলা শুরু করেছে সে। ফটবলের প্রতি তার ভালো লাগার কাছে এই ৪৫ মিনিট ধরে পাহাড়ি পথে চড়াই উতরাই ভাঙাটা কিছই নয়, বলছিল শেরিং। নিতে গুরু করে। রাজাভাতখাওয়া, প্রথমে ফুটবলৈ পা ছোঁয়ানো বন্ধুদের সান্তালাবাড়ি, ২৮ বস্তি সহ বিভিন্ন



সঙ্গে খেলাচ্ছলে। পরে আন্তে আন্তে এই খেলার প্রতি আলাদা টান অনুভব করে। সামনে আসে ফুটবল খেলায় তার দক্ষতাও। এরপর শেরিং স্থানীয় বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ

শেরিং ডুকপা জায়গায় খেলে বেড়াত সে। লক্ষ্য ছিল ভালো খেলা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই একসময় জয়গাঁ ইউনাইটেডে অনুশীলন করতে শুরু করে। তারপরেই গত বছরের জুলাই মাসে বীরপাড়া জবিলি ক্লাবের মাঠে ট্রায়ালে

অংশ নিয়েছিল শেরিং। সেখানে

হন। ইতিমধ্যেই পুজোর আয়োজনের

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-16, Memo

No- 04/PS, dated- 06.01.2025

of Block Development Officer & Executive Officer, Balurghat,

Dakshin Dinajpur is invited by the

indersigned. Last date of submission

is 15.01.2025. And incase of eNIT

No-17, Memo No-65/BDO, Dated

is 20.01.2025. The details of NIT

may be viewed & downloaded from

the website of Govt, of West Benga

http://wbtenders.gov.in & viewed

from office notice board of the

undersigned during office hours

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন

প্রকারের বভের ব্যবস্থা

টেভার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিমারভি-১২-২৪

২৫: তারিখ: ০১-০১-২০২৫: নিম্নলিখিত কাজে

দন নিয়ন্তাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহান ক

াণীনগর জলপাইওড়ি-নিউ কোচবিহার

৬০,৪০৬,৫৫/- টাকা; বায়না মৃদ্যঃ: ১৩,২০০

w.ireps.gov.in ওয়োকসাইট দেখুন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজপ্তি না: এপি-ইএল-টিআরডি

১৪-২৪-২৫। নিম্নবাক্তরকারীর ধারা নিমলিবিত

কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্ল. নং. ১. টেন্ডার নং.: এপি-ইএল-টিআরভি-১৪-২৪-২৫,

জলপাই ওডি-মিউ কোচবিহার-টিএসভার (পি)-

১২,১৩২ টিকেএম-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন

১,০০,৭৭৯.৫০/- টাকা, ৰায়নার ধনঃ ১২,০০০

টাকা।ই-টেন্ডার ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০

ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২৩-০১-২০২৫ তারিখের

৫.৩০ ঘন্টায় ভিআরএম/ ইলেক্ট (টিআরভি)/

আলিপরহয়ার জং, কার্যালয়ে **খোলা হবে**। উপরের

ই-টেভাবের টেভার নথি সহ সম্পর্ণ তথা

www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব

সিনি. ভিইই/টিআরভি, ওপি অ্যান্ড জিএস,

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রস্থাচিত্তে গ্রাহ্সের সেবায়

আলিপরদয়ার জং

নো বভ-এর কবস্থা করা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ

কাজের নামঃ আলিপুরসুয়ার ডিভিশনের রানিন

প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

পৌঁছানোর লক্ষ্যে

অনুশীলন শুরু করি।

গত বছরের জুলাই

মাসে বীরপাড়া

মাসে ডাক পেয়ে কলকাতা পৌঁছায়। ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবে সুযোগ পাওয়াটাই তার জীবনের প্রথম বড

সাফল্য বলে জানিয়েছে শেরিং। এর মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের অনুধর্ব ১৭ দলের খেলাও ছিল। সেই ম্যাচে অবশ্য শেরিং সুযোগ পায়নি। তবে পরের ম্যাচগুলোতে খেলার স্বপ্ন দেখছে। মাঠে স্ট্রাইকার ও উইঙ্গার পজিশনে খেলে সে।

দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখে সে। বাবা সঞ্জ ডুকপা ও মা রিনচেলাম ডুকপা জানালেন, ছেলে এত দুর্গম জায়গা থেকে এত বড় ক্লাবে খেলার সুযোগ পেয়েছে, এটাই বড় ব্যাপার। উচ্ছ্বসিত কোচ গোবিন্দ বিশ্বও। বললেন, 'ও আরও ভালো খেলুক, সেটাই চাইব।' আর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্চয় ঘোষও এই খবরে আনন্দিত। তিনি মনে করেন, শেরিংকে দেখে বাকিরাও ভালো খেলার অনুম্রেরণা পাবে।

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যতিক কাজ

ক্রে/১১১৯ তারিখঃ ৩৩-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত আজের জনো নিম্নস্থাক্ষরকারীর সংখ্যা, ০২ ২০২৫। কাজের নামঃ (ক) জলপাই গুডি-কিশনগঞ্জ এবং জলপাই গুডি-হলদিবাড়ী-ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা করা-কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদাতিক কাজ। (খ) "হাটওয়ার-হলদিবাড়ি এবং শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোড - নতুন আরজিএম সাইডিডের ব্যবস্থা করা-ক্রমে ৪ নং এবং ১ নং" এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ১,৩২,২৫,৯৪০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১৬,২০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেগুরের টেগুরে প্র-পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps. gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ভিইই (জিএওসিএইচজি), কাটিহার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

वेमामान সृচीत সঙ্গে तनिया मधन অধিক্ষেত्रत अधीरन है-निनारमत याला कानुसाति/২०২৫

সের জন্যে জ্যাপ লট বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্ন অনুসারে প্রদান করা হলঃ				
ক্ৰম সংখ্যা	মাস/বংসর	निलाभ সূচी नং.	বিদ্যমান নিলাম গ্রারন্ত হওয়ার তারিখ/সময়	
>	জানুয়ারি/২০২৫	এনএফআরআরএনওয়াই৩০এন ২০২৪০১২এ	>>-o>-২o২৫ />o,৩o	

ইচ্চত ডাককর্তাগণকে ই-নিলামে পঞ্জীয়ন, প্রশিক্ষণ এর আশ্বর্যালের জন্য আইআবইপিএস

eহোৰসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ টেডাৰ বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে আমাদের অনুসরণ করুন: 💹 @EasternRailway 😝 @easternrailwayheadquarter

ই- প্রকিউরমেন্ট টেগুার নোটিস নং, এস/৩২/২০২৪-২৫ তারিখঃ ০৬-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেগুার আহ্বান করছে:

সংক্রিপ্ত বিবরণঃ পরিশিষ্ট অনসারে ৪৫০ টি এলএইচবি কোচসমঙ্গের জন্যে এয়ার ত্রেক

নবীকরণ আইটেনের যোগান এবং ফিটম্যান্ট। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, সি/আইসি/জ্যাহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট, পিএল. সংখ্যা 822026280080

বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-০১-২০২৫

সংক্রিপ্ত বিবরণঃ বিজ্ঞাপন ছাড়া ইউটিএস টিকিট প্রিণ্টিডের জন্যে প্রি-প্রিণ্টেড টিকিট পেপার রোলস, সংলগ্ন পরিশিষ্ট "এ" অনুসারে অন্যান্য শর্তাবলি এবং বিস্তৃত প্রেসিফিকেশন অনুসারে ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ওয়াটার মার্ক সহিত উন্নত মানসম্পন্ন ভার্জিন পাল্প সাদা কাগভের ১৩০ জিএসএম (+.৫%) দ্বারা প্রস্তুত ১০৩ মিলিমিটার দৈর্ঘের এবং ৬৪ মিলিমিটার প্রস্থ আকারের টিকিট এবং উভয় দিশার উপরে স্লোকেট হোলস সহিত (প্রতিরোল ৫০০ টিকিট)। স্পেসিফিকেশন নং. আইএসঃ ১৮৪৮/১৯৯১ অথবা অনন্তিম। ভিআরজি নং স্পেসিফিকেশ্বন নং, আইএসঃ ১৮৪৮/১৯৯১ অথবা অনস্থিম অনুসারে (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) (১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশ্বপ/ডিপো/এনএফআর (অসম) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ১৯২৯,০০। (২) পরিমাণ: গুয়াহাটি/ফর্মস/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ১১২২৬,০০, (৩) পরিমাণ: কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে হাজার সংখ্যার ৪৫০২.০০, (৪) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ৪৮০২.০০, পিএল. সংখ্যা. ৮৩০৪০৪০৭।

নোটঃ টেগুর নোটিস এবং টেগুর প্র-পত্নের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেগুরকর্তাগণ (www. ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ভাককর্তাগণ যারা ারোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভূক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএনে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাস্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেনী থেকে ক্লাসনা। ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জনো এবং

> পিসিএমএম, মালিগাওঁ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রিন হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

জ্ব সংখ্যা	মাস/বংসর	নিলাম সূচী নং.	বিদ্যমান নিলাম গ্রারছ হওয়ার তারিখ/সময়
>	ञान्ग्राति/२०२৫	এনএফআরআরএনওয়াই৩০এন ২০২৪০১২এ	>>-o>-২o২@ />o,৩o

ংয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ডাক আহান করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হল। উপ মুখ্য সামগ্ৰী প্ৰবন্ধক/পাণ্ড

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

লবলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদ ভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন উজিটাল ও ডিজিটাল) পলিসির অধীনে বিজ্ঞাপন লটের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : এডিভিটি-মালদা-২৫-১। (১) আউট অফ তোম (ওওএইচ)-এর জন্য ই-অকশন। সিকোয়েল নং.. লট নং/শ্রেণী. স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : এএ/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৮০-২৩-১ ভাগলপুর। এএ/২, এভিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭১-২৩-১, ভাগলপুর এএ/৩. এভিভিটি-এমএলভিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৮-২৩-১, ভাগলপুর। এএ/৪, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৩-২৩-১, ভাগলপুর। **এএ/৫,** এডিভিটি ଶ୍ୟଣମ୍ଭିତି-বିଭିମ୍ନ-ଓଣ୍ଟିଚ-২১৪-২৪-১, ভାগମମୁর। **ଏଣ/ଓ,** ଏଭିভିটି-ଶ୍ୟଣମ୍ଭିତି-বিজিপি-ওএইচ-১৬৯-২৩-১, ভাগলপুর। এএ/৭, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ ১৭৭-২৩-১, ভাগলপুর।(২) রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন সকোয়েন্স নং., লট নং/ শ্ৰেণী, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : এবি/ ১, এডিভিটি-এমএলডিটি এমএলডিটি-ওএসভি-১৯০-২৩-১, মালদা টাউন। **এবি/২,** এভিভিটি-এমএলভিটি-বিজিপি ওএসভি-১৯১-২৩-১, ভাগলপুর।(৩) রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর জন্য **ই-অকশন। সিকোয়েন্স নং., লট নং/শ্রেণী, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : এসি/১.** এডিভিটি গ্রমগ্রলভিটি-বিজিপি-ওগ্রসঞ্জন-২০৭-২৪-১, ভাগলপুর। **এসি/২,** এভিভিটি-এমগ্রলভিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৯-২৪-১, ভাগলপুর। **এসি/৩,** এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি ওএসএন-১৬২-২৩-১, জামালপুর। **এসি**/৪, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১, ভাগলপুর। **এসি/৫**, এভিভিটি-এমএলভিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫০-২২-১ গলপুর। **এসি/৬,** এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৯-২২-১, ভাগলপুর এসি/৭, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৫-২৩-১, মালদা টাউন। এসি/৮, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৬-২৩-১, মালদা টাউন। এসি/৯, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫১-২৩-১, ভাগলপুর। **এসি/১০,** এডিভিটি-এমএলভিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৭-২২-১, ভাগলপুর। **এসি/১১**, এভিভিটি-এমএলভিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬৩-২৩-১, ভাগলপুর। এসি/১২, এডিভিটি-এমএলডিটি-এনএফকে-ওএসএন-২১৯-২৫-১, নিউ ফরাক্কা। **এসি/১৩,** এডিভিটি-এমএলভিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১, ভাগলপুর। **এসি/১৪**, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৩-২২ , ভাগলপুর। **এসি/১৫,** এভিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১, ভাগলপুর এসি/১৬, এভিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১, ভাগলপুর। এসি/১৭, ଏଡିଡିটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ଓএসএন-১৪৫-২২-১, ভাগলপুর। **এসি/১৮,** ଏଡିଡିটি গ্রমএলডিটি-বিজ্ঞিপি-ওএসএন-১৪৮-২২-১, ভাগলপুর। **অকশন শুক্ল**: ২০.০১.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল (MLD-185/2024-25) দেখতে অনবোধ করা হচ্চে।

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেগুর সংখ্যা. ৩০/২৪/৫০২৯এ/ওটি/২৬৮/২০২৪-২৫

বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫

পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুড়স, (১) পরিমাণ: এসএসই/

ক্রমিক সংখ্যা, ২। টেণ্ডার সংখ্যা, ৮৩/২৪/১০৪৯এ/ওটি/২৬৯/২০২৪-২৫

টপরোক্ত টেগুরে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

"প্ৰসন্নচিত্তে প্ৰাহক পৰিমেৰায়"

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : শীতের

রাতে বনে পুঁজো। স্থানীয়রা বলেন ঠুনঠুনিয়া মায়ের পুজো। এখন সেটি বুনদুগরি পুজো নামেই পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর বনে এই দেবীর আরাধনা হয়ে আসছে। সর্বজনীন শ্রীশ্রী মা বনদুগা পুজো কমিটির এই আয়োজন এবার ৪৪তম বর্ষে পড়ল। আগামী ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি পুজো হবে।

বিশেষ রীতি মেনে বনদুগা পূজিত হন। ১৩ তারিখ রাতভর বৈকুষ্ঠপুরের বনে স্থায়ী মন্দিরে দেবীর আরাধনা হবে। অবশ্য বরাবরের মতো ওইদিন সকাল থেকেই ভক্তরা মন্দির চত্বরে ভিড জমাবেন। আয়োজক কমিটির

সিনেম

জি বাংলা সিনেমা: বেলা ১১.৩০

ভালোবাসি তোমাকে, দুপুর ২.০০

আজকের সন্তান, বিকেল ৫.০০

কলঙ্কিনী বধু, রাত ৯.৩০ বাজি,

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল

১০.০০ দাদু নম্বর ওয়ান, দুপুর

ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে

৭.৩০ বন্ধন, রাত ১০.৩০ বিন্দাস

জলসা মৃভিজ : দুপুর ১.৩০ মন

মানে না, বিকেল ৪.১০ যোদ্ধা,

সন্ধে ৭.১৫ স্বামীর ঘর, রাত

कालार्भ वाःला : पूर्श्रुत २.००

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫

কালার্স সিনেপ্লেকা: বিকেল ৫.৫২

অ্যাঞ্জেল, সন্ধে ৭.৫৮ ফির হেরা

সোনি ম্যাক্স: দুপুর ১২.৪৫ চামর্স

বন্ড, বিকেল ৩.০০ ডর @ দ্য

মল. সন্ধে ৬.০০ এক কা দম এক.

রাত ৮.৩০ ফিরঙ্গি, ১১.৩০ গুন্ডা

সত্য প্রেম কি কথা, দুপুর ২.২০

কিসি কা ভাই কিসি কি জান,

৮.০০ খট্টা মিঠা, ১১.০৩ চেন্নাই

৫.২৮ মায়োঁ, রাত ৮.০০ দ্য রিয়াল

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

280807097

মেষ : সংসারে আপনার মতামত

সবাই মানতে নাও পারেন। শান্ত

থাকুন। পাওনা আদায় হবে। বৃষ:

পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে পেয়ে

খুশি হবেন। কাজের জন্য দৃশ্চিন্তা

কমবে। মিথুন : দাম্পত্যে সমস্যা

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দ্য হ্যাজ ফলেন

টেভর, ১০.৪৯ নবরত্ব

বিকেল ৫.১৮ মিশন রানিগঞ্জ, রাত জেড, রাত ৯.০০ দ্য কনজুরিং-দ্য

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০০ সোনি পিকা : দুপুর ২.২১

রুদ্রাঙ্গী, বিকেল ৩.২৬ চেজিং, র্যাম্পেজ, বিকেল ৪.১০ এরিন

আইস এজ-কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট বিকেল ৫.৪৫ মুভিজ নাও

ফেরি, রাত ১১.০০ ঠগস

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পাড়ি

বিকেল

১২.৩০ দুই পৃথিবী

১০.১৫ সকাল সন্ধ্যা

সজনী গো সজনী

মাওয়ালি

ভার্সেস চায়না



পুজোর পর প্রতিমা। -ফাইল চিত্র

তরফে রাজু সাহা বললেন, 'বহু বছর ধরে সাধারণ মানুষের আশা ও আস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বনদুর্গা। বহু ভক্তের সমাগমে মন্দির চত্ত্র গমগম করে। এবারের পুজোতেও সাধারণ মানুষকে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছ।' পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা

বন্ধন সন্ধে ৭ ৩০ কালার্স

বাংলা সিনেমা

সজনী গো সজনী

বিকেল ৩.০০

অ্যানিমাল প্ল্যানেট

ডন অফ জাস্টিস. ৫.৩০ এক্স-

মেন, সন্ধে ৭.১৫ ওয়ার্ল্ড ওয়ার

ডেভিলি মেড মি ডু ইট, ১০.৪৫

ব্রোকোভিচ, সন্ধে ৬.২১ দ্য ডার্ক

নাইট, রাত ১০.৪৪ অলিম্পাস

কোনও কাগজ হারিয়ে যেতে পারে।

সামান্যে সম্ভুষ্ট থাকন। জনকল্যাণে

অংশ নিয়ে তৃপ্তি। সিংহ : পরিকল্পনা

ব্যর্থ হতে পারে। অধিক ভোজন

অনশোচনা। কন্যা : বুকের ব্যথা

নিয়ে সমস্যা কমবে। বাবার পরামর্শে

সংসারে শান্তি। ঈশ্বরে বিশ্বাস

ফিরবে। তুলা : সামান্য লোভও

কিংসম্যান-দ্য সিক্রেট সার্ভিস

আজ টিভিতে

মিত্তিরবাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

বসে। দু'দিনের এই পুজোয় ভক্তদের সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। নেপালি বস্তির বাসিন্দা ধীমান রায়ের কথায়, 'আমি ছোট থেকেই এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত। পুজো নিয়ে আমাদের সবার আলাদা উৎসাহ

বনদুগাপুজোর

এই পুজোর ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে। বহু বছর আগে এখানে ঠুনঠুনিয়া মায়ের পুজো হত। প্রচুর মানুষ মায়ের কাছে মানসিক করে বৈকুষ্ঠপুরের বনে পুজো দিতে আসতেন। একটা সময় এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ ওই বনে ভিড়

করতেন। করোনার পর থেকে সেই ভিড় কমতে থাকে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এখন পুজোকে কেন্দ্র করে কয়েকহাজার মানুষ একত্রিত

বাজেয়াপ্ত গাঁজা, গ্রেপ্তার

লরিতে গোপন চেম্বার তৈরি করে কোচবিহার থেকে কল্যাণী মোড়ে গাঁজা পাচারের ছক কষা হয়েছিল। নেওয়ার সিদ্ধান্তই সব ভেন্তে দিল। করেছে

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার অভিযক্তরা ফলবাডি হয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ধামনাগছে পৌঁছায়। এরপর কিছুটা দূরে চলেও যায় তারা। পরে আবার ধামনাগছে ফিরে এসে একটি ধাবায় সেই সময় খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছে সন্দেহজনক লরিটিতে তল্লাশি চালান ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশকর্মীরা। সিটের নীচে গোপন চেম্বার খুলতেই পুলিশের চোখ ছানাবড়া। চেম্বারের ভিতরে থরে ১২টি প্যাকেট থেকে মোট ৭৭ কেজি ৮৩৬ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত

পুলিশ সূত্রের খবর, মারুগঞ্জ থেকে রওনা হয়েছিল অভিযুক্তরা। কোচবিহারের চিলাখানা থেকে গাঁজা নিয়ে কল্যাণী মোড়ে তা 'ডেলিভারি'র ছক কষা হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, রেজ্জাক এর আগেও গাঁজা পাচারে ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। তবে, আরেক ধৃত মফিজুলের দাবি, সে এবারই প্রথম এই কাজ করেছে। পাচারের জন্য রনি নামে কোচবিহারের এক বাসিন্দা তাদের এই গাঁজা সরবরাহ করেছিল। রনির খোঁজ শুরু হয়েছে। মাদকের কারবারে আর কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানানো হতে পারে।

মানসিক শান্তি। উচ্চ রক্তচাপের

শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করবেন।

অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিন।

রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কম্ভ : অতি

ভোগেচ্ছা সমস্যা তৈরি করবে। বাড়ি

সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। মীন : অযথা

বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

পরিকল্পনা গ্রহণ। কর্কট : গুরুত্বপূর্ণ বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে

কিন্তু আজ সমস্যা তৈরি করতে কন্যার শুভ সংবাদে স্বস্তি। প্রেমে

ফাঁসিদেওয়া, ৭ জানুয়ারি :

আদালতে তোলা হবে। বিকেল ৩.০৫ আকাশ আট ইভিয়াজ জাঙ্গল হিরোজ জাঙ্গল বুক, বিকেল ৩.১৫ আাভ পিকচার্স : বেলা ১১.২৬ ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যান :

করা হয়েছে।

দুই

দুই পাচারকারীর বিশ্রাম ফাঁসিদেওয়া

বাসিন্দা। লরি থেকে বাজেয়াপ্ত করা বেশি। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা রুজু

গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার থানা। ধৃতরা হল রেজ্জাক মণ্ডল

হয়েছে: টেডার নং.:এপি-ইএল-টিআরভি-১১ ১৪-২৫: **কাজের নাম**: আলিপুরনুয়ার ভিভিশনে বৈভিন্ন প্রকারের বন্ডের ব্যবস্থা। **টেডার মূল্য** াকা: টেভার **বছের** তারিখ ও সময় ১৫:৩ গায় এবং **খোলা ২৩-০১-২০২৫** তারিত ১৫:৩০ টায়। বিভারিত জানার জন্য অনুগ্রহ ক ডিআরএম/ইলেক্ট(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জ

(৩৪) এবং মফিজল হক (২৫)। তারা তৃফানগঞ্জের বলরামপুরের হয়েছে প্রায় ৭৮ কেজি গাঁজা, যার আন্মানিক বাজাব্যল্য ৩ লক্ষেবও ধামনাগছের ঘটনা। ধৃতদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। পাচারে ব্যবহৃত লরিটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা

খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নিচ্ছিল। থরে সাজানো ছিল গাঁজার প্যাকেট।

বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের ব্যবস্থা করা

ই-টেগুর নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি -১৫-২৪-২৫ তারিখঃ ৩১-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দারা ই.নেজার আবার করা হয়েছে। টেকার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৪-২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের শিলিগুড়ি জংশন-নিউ মাল জংশন (এসএল)-টিএসআর (পি)-১৭,০০০ টিকেএমের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বন্ধের ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ৭,৪৫,২১০.৫০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৪,৯০০/- টাকা। টেগুার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘটার এবং খোলা যাবেঃ ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেগুরের টেগুর প্র-পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps. gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে। জ্যেষ্ঠ ভিইহ/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস,

আলিপুরদুয়ার জংশন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

पनशिक्ष

রোগীরা সাবধানে থাকুন। ধনু : শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ১৮ পৌষ, জানুয়ারি, ২০২৫, ২৩ পুহ, ক্ষতি করবে। পুরোনো ঘটনার জন্য মকর : অকারণে দুশ্চিন্তা। বাবার সংবৎ ৯ পৌষ সুদি, ৭ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৪। বুধবার, নবমী দিবা ২।২ অশ্বিনীনক্ষত্র অপরাহু ৪।৩৬। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৮।৫২। কৌলবকরণ দিবা ২।২ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২। ৫৪ গতে গরকরণ। জন্মে-ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তবে

সভর্কীকরণ ঃ উত্তর্রস সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অস্টোত্তরী শুক্রের মধ্যে নববস্ত্রপরিধান শুঙ্খরত্নধারণ ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। অপরাহু ৪।৩৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ২।২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৯।৫ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১১।৪৪ অমৃত্যোগ- দিবা ৭।৪৯ মধ্যে ও গতে ১।৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৫ গতে ৪।৪৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ২।২ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে গতে৮।৫৭ মধ্যে ও ২।১ গতে ৬।২৫ নিষেধ অপরাহু ৪।৩৬ গতে পুনঃ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ১।৪৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।২ মধ্যে ৩।৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৭ গতে

দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ, দিবা ২।২ গতে নবশয্যাসনাদ্যপভোগ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিগুন এবং দশমীর সপিগুন। ১০৷১ গতে ১১৷২৮ মধ্যে ও ৩৷৭ গতে ৪।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১১

কর্মখালি

সারদা শিশুতীর্থ সর্য্যসেন কলোনির জন্য শিক্ষক চাই। যোগ্যতা ন্যন্তম উচ্চমাধ্যমিক পাশ ডিএল এড আবশ্যক। হাতের কাজ, নাচ অঙ্কন ও সংগীত ইত্যাদি শিক্ষ আনুষঙ্গিক বিষয়ে দক্ষ প্রার্থীর অগ্রাধিকার থাকবে। কার্যালয় সহযোগী কর্মী আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যতা - B.Com পাশ এবং হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে কম্পিউটারে দক্ষ সম্পাদকের উদ্দেশ্যে দশদিনের মধ্যে আবেদনপত্র কাম্য। যোগাযোগ ৭৩১৯০২৩০০৪। (C/114320)

আফিডেভিট

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্র নং 164 dt 12.01.05 আমার নাম ভুল আছে এবং আমার ছেলের আধার কার্ড নং 669925317430 তার নাম ভুল থাকায় গত 06.01.25 নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mominur Rahaman এবং Maminur Miah, ছেলে Nabiull Miah এবং Rabiul Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।দীগলহাটি, ময়নাগুড়ি. নয়ারহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/113149)

Government of West Bengal Department of Health & Family Welfare

Malda Medical College & Hospital, Malda NOTICE INVITING E-TENDER

MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tende Notice No- MSVP/E-NIT-13/ MLDMCH Dated-06/01/25, Varie Medicine & MSVP/E-NIT-14/ MLDMCH Dated=0.6/0.1/2.5 Baby Foods at Malda Medical College & Hospital, Malda. www.wbhealth gov.in/www.maldamedicalcollege com/ www.malda.gov.in Or office of the Under signed.

MSVP, Malda MCH

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA Pundibari, Cooch Behar Notice Inviting Tender (NIT) Date of submission of online NITs published on 24/12/2024 have been extended up to 10/01/2025 at 06.00 p.m. for supplying (a) Equipment (b) IT Materials (c) Farm Implements (d) Fire Extinguisher & (e) Furniture. For details please visit www.wbtenders.gov.in.

NOTICE INVITING e-TENDER e-Tenders are invited vide e-NIT No.- 22 (e) & 23 (e)/EO/K-I PS of 2024-25 Dated 03.01.2025 by the E.O Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P & RD Dept Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in

Registrar (Actg.)

20.01.2025 upto 15:00 hours. Sd/- Executive Officer Kaliachak-I Panchayat Samity Malda

www.malda.gov.in for details

Last date of Tender submissior

কর্মখালি

Marketing person required in Petlab diagnostic centre, Siliguri, Qualification: Graduate. Ph: 8158933766. (C/114422)

সিকিউরিটি ফালাকাটায় প্রচুর গার্ড চাই, বেতন ১১০০০/-। M: 9733083706. (C/114423)

শিশুতীর্থ, তুলসীপাড়া. সাবদা রূপাহার, উঃ দিঃ, উচ্চ প্রাথমিকে জীবনবিজ্ঞান ইংরেজি. বিষয়ে, শিক্ষক তদর্ধর্ব বাধ্যতামূলক। বায়োডাটা জমার তারিখ 30/03/2026 কার্যালয়ে। সংগীত, নৃত্য, তবলা দক্ষরা অগ্রাধিকার। সাক্ষাৎকার - ১২/০১/২০২৫ (দুপুর ১২টা) যোগাযোগ - ৯৩৩২০২১৩৫৬/ ৯৪৭৪৩২৪৮৩৬।

শুভেচ্ছা

কলাশ্রী. সংগীত ও তবলা বাদ্য শিক্ষাকেন্দ্ৰ সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি, Happy New Year 2025. অধ্যাপক - শ্রী প্রলয় সাহা, অধ্যাপিকা - শ্রীমতী ঝুমা সাহা (চক্রবর্তী)। Mobile 9749565089. (C/114409)

বিক্ৰয়

শীলিগুড়িতে মদ কারখানার বর্জ্য (কাগজ কার্টুন, বাটাব পেপাব প্লাস্টিক বোতল, কাচ অ্যালমিনিয়াম এবং প্লাস্টিক ক্যাপ ইত্যাদি) বিক্রয় হইবে। ক্রেতারা যোগাযোগ করুন ৯৮৭৪১৮৪২৯৮। (C/114321)

TENDER NOTICE

E-NIeT No-: 20(e)/ CHL-II/B/2024-25, Dtd-06/01/2025, Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site www.wbtender.gov.in Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in.

Sd/-Block Development Officer Chanchal-II Development Block, Malatipur, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট 99800 (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

পাকা খচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

রুপোর বাট (প্রতি কেজি) চ৯৮৫০

খচরো রুপো (প্রতি কেজি) ৮৯৯৫০ দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদ

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

e-TENDER

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDĂ, Alipurdua Division vide eNIT No-11/APD/WBSRDA/ EOI/2024-25. Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www. wbprd.nic.in & office notice board.

Executive Engineer/WBSRDA/Alipurduar Division



জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধু খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা পুনাপদের জনা প্রাথী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জনা উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবন্ধ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি। আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন

দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে

য়েতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬ এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

পারে। নতুন বন্ধুপ্রাপ্তি। বৃশ্চিক : মান-অভিমান চলবে। দীক্ষা, দিবা ২।২ গতে অপরাহু ৪।৩৬ ১০।৩২ মধ্যে। মিটে যাবে। নতুন কোনও ব্যবসার মেষবাশি

১০ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে লিটল

ম্যাগাজিন মেলা

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : এবার প্রথম শিলিগুড়িতে লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধন করতে আসছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনদিনের এই মেলা শুরু হচ্ছে ১০ জানুয়ারি। মেলায় উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার কবি, সাহিত্যিক, গল্পকাররা উপস্থিত থাকবেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মেলায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম ও শিলিগুড়ি কলেজ।

এবারই শিলিগুড়িতে প্রথম লিটল ম্যাগাজিন মেলা, 'উত্তরের হাওয়া'র উদ্বোধন হতে চলেছে।

আসছেন শিক্ষামন্ত্ৰী ব্ৰাত্য

তিনদিন ধরে এই লিটল ম্যাগাজিন মেলায় ৮ জেলার প্রায় ৪০০ জন কবি. সাহিত্যিক অংশ নেবেন। কলেজে এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্টল হবে। এখানে হবে সাহিত্য নিয়ে আলোচনাও। গত বছব কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজে এই লিটল ম্যাগাজিন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সোমবার মেলা শিলিগুড়ির সমস্ত স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মেয়র গৌতম দেব। মেলায় স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আলোচনায় অংশ নিতে পারবে। বৈঠক শেষে মেয়র বলেন, 'শিলিগুড়ি শহরের পরিকাঠামো উন্নয়ন শুধু নয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলোর প্রতিও আমরা প্রথম দিন থৈকে নজর দিয়ে আসছি। আমরা চাই, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই মেলায় বেশি করে আসুক। কারণ এখানে তিনদিন ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, গল্পকাররা থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে প্রশোত্তরেও অংশ নিতে পারবে পড়য়ারা।'

সপ্তদশ শতাব্দীতে কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ এবং তাঁর ছেলে মোদনারায়ণ বর্তমান মন্দিরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এক একর জমির উপর ১২৭ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মন্দিরটি ১২৪ ফুট লম্বা এবং ১২০ ফুট চওড়া। মন্দির সংলগ্ন জায়গায় দুই একর আয়তনের সুবর্ণ কুণ্ড নামে পুকুর রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে প্রায় ২০ ফুট নীচে নেমে পুজো দিতে হয়। গোটা দেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ময়নাগুড়ির জল্পেশ

ময়নাগুড়ি শহর থেকে ইন্দিরা মোড় হয়ে সার্ক



রোড ধরে গিয়ে বাঁ দিকের পাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই জরদা সেতু পেরিয়ে জল্পেশ মন্দির। শিবচতুর্দশীতে জল্পেশমেলা, বৈশাখ মাসে বৈশাখীমেলা এবং শ্রাবণ মাসে শ্রাবণীমেলা হয় এখানে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রাবণীমেলা। সেসময় প্রতি বছর আট থেকে দশ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয় সেখানে। প্রতিবেশী দেশ ভুটান,

সিকিম, বাংলাদেশ, অসম, বিহার

থেকেও অসংখ্য পুণ্যার্থী আসেন পুজো দিতে। মন্দির থেকে ১০ কিলোমিটার দুরে তিস্তা এবং জলঢাকা নদীর তীরে পুণ্যার্থীদের জন্য স্নানের ঘাট করা হয়।

এছাড়া এখানে নিত্যদিনের পজো ও ভোগ রান্না হয়। শিবচতুর্দশীর রাতে মন্দিরে পুজো হয়। মন্দির থেকে সামান্য দুর্ত্ব মাঠে মেলা বসে। জল্পেশমেলার মাঠে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের

স্থায়ী সাংস্কৃতিক মঞ্চ রয়েছে। জল্পেশমেলার ১০ দিন এই সাংস্কৃতিক মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। মন্দির এবং এখানকার বিভিন্ন মেলাকে ঘিরে এখানে ব্যবসাও বেশ জমজমাট হয়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় জমান এখানে। বিভিন্ন মেলায় বাইরের বহু স্টল আসে এখানে প্রতি বছর নিয়মিত। পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি

নীলবাতির গাড়িতে সৌরভ

আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি এখন তিনি কোনও জনপ্রতিনিধি নন। সরকারি কোনও বড় পদেও আর নেই। তা সত্ত্বেও নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চেপে বিতর্কে জড়ালেন আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তী।

মঙ্গলবার ফালাকাটার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক। তখনই তিনি একটি নীলবাতি লাগানো গাড়ি থেকে নামেন। কেবল এদিনই নয়, অভিযোগ, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চেপেই তাঁকে নাকি যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু কোন পদাধিকার বলে নীলবাতির গাড়িতে চাপছেন সৌরভ? প্রশ্ন উঠেছে। সরব হয়েছেন বিরোধীরাও।

এব্যাপারে সৌরভের কাছেও প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, 'ওটা আমার গাড়ি ছিল না। সরকারি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য একটি পুলকারে উঠেছিলাম। সেখানে কোনও বাতি লাগানো ছিল কি না, সেটা দেখা হয়নি। তবে আমার মনে হয়েছে গাড়িটি এনবিডিডি বা জেলা পরিষদের ছিল।

এই অজুহাত কিন্তু খুব একটা ধোপে টিকছে না। সৌরভ যতই অন্যের গাড়ি বলে চালাতে চান না কেন, সরকারি তথ্য অন্য কথা বলছে। এদিন তিনি যে গাড়িতে করে যাতায়াত করেছেন, তার নম্বর থেকে স্পষ্ট যে গাড়িটি জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের নামে রেজিস্ট্রেশন করা। খোদ ট্রাফিক পুলিশের থেকেই এই তথ্য মিলেছে। এই ব্যাংকেরই চেয়ারম্যান হলেন

রাজ্য সরকারের গাইডলাইন কী বলছে? ২০২১ সালের ২৩ জুলাই সংস্কার ট্রাইবিউনালের চেয়ারম্যান,



নতুন বিত্রক

- ফালাকাটায় একটি অনুষ্ঠানে এসে নীলবাতি লাগানো গাড়ি থেকে নামেন সৌরভ চক্রবর্তী
- সৌরভ এখন জনপ্রতিনিধি নন, শুধু একটি সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে
- 💶 গাড়িটি ওই সমবায় ব্যাংকের নামেই রেজিস্ট্রেশন করা রয়েছে
- সৌরভের যক্তি, তিনি একটি পুলকারে চেপেছিলেন
- 💶 সরকারি তথ্যেই স্পষ্ট, সৌরভ অজুহাত দিচ্ছেন

রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়। সেখানে কারা গাড়িতে লাল, নীল সহ কোন ধরনের বাতি লাগাতে পারবেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। ফ্ল্যাশারহীন নীলবাতির গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সহ অন্য সচিবরা, কমার্সিয়াল ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনালের চেয়ারম্যান, ভুমি

রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা, পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ও অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল সহ জেলায় জেলা শাসক ও এসপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা, ভিজিলেন্স কমিশনার, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ আরও বেশ কয়েকজন সরকারি পদাধিকারী। সৌরভ তো এর মধ্যে কোনওটাই নন।

এদিন তাঁর নীলবাতির গাড়ি কারও চোখ এড়ায়নি। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি জয়ন্ত রায় পুলিশের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন। তাঁর কথায়, 'আলিপুরদুয়ারের জনগণ ২০২১ সালেই সৌরভ চক্রবর্তীকে ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। তার পরেও ক্ষমতার লোভ ছাড়তে পারেননি। তাই নিজের ক্ষমতা বেআইনিভাবে গাড়িতে নীলবাতি লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

বিধায়কের নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহারের বিষয়ে অবশ্য তেমন কিছু বলতে আলিপুরদুয়ারের বর্তমান বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি আমার নজরে আসেনি। তাই আমি কিছু বলব না।' আর তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবডাইককে অবশ্য এদিন ফোনে

দেহ ফেরানোই দুঃসাধ্য

ভিনরাজ্যে মৃত হরিশ্চন্দ্রপুরের পরিযায়ী শ্রমিক

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ জানুয়ারি : সংসারে চরম অভাব। আবার অসুস্থ বাবার জন্যও চিকিৎসার টাকা প্রয়োজন। সেই টাকা জোগাড়ে এবং পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফোটাতে এক মাস আগে চণ্ডীগড়ে নিমাণশ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোহিলা গ্রামের আকালু রায় (৪৫)। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে বড়ই অঞ্চলে সোমবার দুপুরে সেখানেই মাটিচাপা পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। এখন আর্থিক কারণে বাড়িতে দেহ ফেরানো নিয়ে চিন্তায় পড়েছে ওই পরিযায়ীর পরিবার। অবশ্য প্রশাসনের তরফে পরিবারটি যাতে সমস্তরকম সহায়তা পায়, তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। বছরের শুরুতেই ফের ভিনরাজ্যে মৃত্যু হল আরেক শ্রমিকের। এক মাস আগে আকালু চণ্ডীগড়ে যান। সেখানে তিনি ফ্ল্যাটবাড়ি নিমাণ প্রকল্পে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। গত সোমবার দুপুরে মেশিন দিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময় ওই গর্তের নীচে নেমে কাজ করছিলেন আকালু। হঠাৎ গর্তের মাটি ধসে পড়ে। ধসের নীচে চাপা পড়ে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় আকালুর। প্রকল্পে নিযুক্ত সংস্থার তরফে আকালুর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

আকালুর বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ বাবা এবং স্ত্রী। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে

শোকে আকুল বাবা অজন আক্ষেপ, 'সংসারের মুখে হাসি ফোটাতে এবং আমার চিকিৎসার অর্থ জোগাড করতেই ছেলে ভিনরাজ্যে গিয়েছিল। এখন ছেলের নিথর দেহ ফিরবে বাড়িতে। এলাকায় কাজ না পেয়ে বাইরে গিয়েছিল। এরপর সংসার কীভাবে চলবে বুঝতে পারছি না। ছেলের দেহ যে ফিরিয়ে আনব, সেই টাকার সংস্থান এখনও করতে পারছি না।' জৈলা পরিষদ সদস্য তৃণমূলের

মর্জিনা খাতুনের আশ্বাস, 'খুবই মুমান্তিক ঘটনা। শুনতে পেলাম ভিনরাজ্যে নিমাণকাজে গিয়ে পড়ে মৃত্যু পরিবারটি মাটিচাপা হয়েছে আকালর। যাতে প্রশাসনের তরফে সমস্ত সহায়তা

পায়, আমি সেই ব্যবস্থা করব।'

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল জানান, 'প্রশাসনের ত্রাণ তহবিল থেকে ওই শ্রমিকের পরিবারকে সমস্তরকম সাহায্য করা হবে।' আকালুর মমান্তিক পরিণতিতে স্থানীয় শিক্ষক রফিকুল আলম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন 'এলাকায় কর্মসংস্থান নেই। তাই স্থানীয় তরুণ. এমনকি বৃদ্ধরাও কাজের সন্ধানে বাইরে চলে যাচ্ছেন। আর সাদা কাপড়ে কফিনবন্দি হয়ে এলাকায় তাঁদের দেহ ফিরছে। প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধি কারও কোনও জ্রাক্ষেপ নেই। কিছু সরকারি সাহায্য দিয়ে

এদিকে কবে, কীভাবে ছেলের দেহ ফেরাবে সেই চিন্তায় আকুল আকালুর হতভাগ্য পরিবার।

তাঁরা দায় ঝৈড়ে ফেলছেন।'

জালে ৬ বাংলাদেশি

বিএসএফের

মেখলিগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি : ভারতের বিভিন্ন জায়গায় একৈর পর এক বাংলাদেশি জঙ্গি ধরা পড়ছে। সেই কারণে দিল্লি, মুম্বই সহ বিভিন্ন ভারতেই জন্ম হয়েছে তার দুই জায়গায় বাংলাদেশিদের খোঁজে ছেলের। করণ আউটপোস্টে যে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। সে ভয়ে মম্বইয়ে থাকা বাংলাদেশিরা দেশে ফিরে যেতে সোমবার রাতে জড়ো হয়েছিল মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়িতে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভোটবাড়ির কৃষিফার্ম সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই শিশু সহ ৬ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ।

মঙ্গলবার মেখলিগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় তাদের। বিএসএফ জানিয়েছে, ধৃত চার বাংলাদেশি হল কাবিল শরিফ. তার স্ত্রী হাজেরা শরিফ। তাদের দুই সন্তান ইরফান শরিফ ও ইব্রাহিম শরিফ। ওই একই রাতে কৃষিফার্ম সংলগ্ন অন্য এলাকা থেকে আরেক বাংলাদেশি মহম্মদ নাদিল সদারিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেইসঙ্গে মিঠুন রায় নামে এক ভারতীয় পাচারকারীকেও গ্রেপ্তার করে বিএসএফের ৯৮ ব্যাটালিয়ন। আবার কুচলিবাড়ি সীমান্ডের করণ আউটপৌস্টে ওই রাতে এক বিএসএফ।

বিএসএফ সূত্রে খবর, কয়েক মনে করছেন গোয়েন্দারা।

অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। পরবর্তীতে কাবিল তার স্ত্রীকেও নিয়ে আসে। ভারতে রীতিমতো সংসার করেছিল কাবিল।

ধরপাকড়ের জের

- সহ ৬ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার
- তাঁদের সকলের বাড়ি
- মুম্বইয়ে ধরপাকড় শুরু হওয়ায় তারা সেখান থেকে
- বাংলাদেশিদের সঙ্গে গ্রেপ্তার এক ভারতীয় পাচারকারী

বাংলাদেশি মহিলা ধরা পডেছে সেও নাদিল ও কাবিলদের সঙ্গে থাকত মুম্বইয়ে। তাদের সকলের বাড়ি বাংলাদেশের নডাইল জেলায়। মম্বই থেকে একইসঙ্গে এসে মেখলিগঞ্জে ভাগ হয়ে দেশে ফেরার পরিকল্পনা বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করে করেছিল তারা। তাদের কাছে জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে বলে

 ভোটবাড়ির কৃষিফার্ম সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই শিশু

- বাংলাদেশের নড়াইল জেলায়
- বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করে

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির কলকাতা-এর এক বাাসন্দা



পশ্চিমবন্ধ, কলকাতা - এর একজন এরসততা প্রমাণিত। বাসিন্দা শেখ মুজিবর রহমান - কে

13.10.2024 তারিখের দ্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82K 98342 নম্বরের টিকিট এনে দের এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী छिकिछेछि জमा निरत्रष्ट्म। विजयी বললেন "ভিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে একটি নতুন জীবন উপহার দিয়েছে। এই বয়সে এটি আমার জন্য অকম্পনীয় একটি সাহায্য, কারণ নিজের আর্থিক ছিতিশীলতার সাথে বেঁচে থাকাই জীবনের আসল শক্তি। আমার সমস্ত ধন্যবাদ ডিয়ার লটারিকে জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই

* বিভারীর তথা সরকারি ব্যৱবাদায়ী থেকে সংগৃহীত।

হেরিটেজ স্বীকৃতিতে বঞ্চিতই জলপাইগুড়ি

ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দির, বটেশ্বর, জটিলেশ্বর মন্দির, সদরখৈ-এর মতো শৈবতীর্থ ছাড়াও চালসা পোলো ক্লাব, মালবাজার মহকুমার একাধিক প্রাচীন গির্জা, সামসিংয়ের গুম্ফা থেকে চা কর সাহেবদের কবরখানা ও কয়েকটি মসজিদ সহ জলপাইগুডির ৪২টি হেরিটেজ নিমাণের তালিকা রাজ্য হেরিটেজ কমিশনে জমা পডেছিল ২০১১ সালে।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলার শতাধিক ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও স্থাপত্যের 'হেরিটেজ' স্বীকৃতি এমনকি কোচবিহার হেরিটেজ শহর হলেও এখানকার প্রাচীন নির্মাণগুলি নিয়ে গত এক দশকে কোনও পদক্ষেপ করেনি হেরিটেজ কমিশন। যদিও রাজ্য ২০১১ সালে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরবঙ্গজুড়ে সম্ভাব্য হেরিটেজ তালিকা তথ্য ও ছবি সহকারে পাঠিয়েছিল। আজও জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে সেই স্বীকৃতি অথই জলে।

জলপাইগুড়ির

আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, '১০০ বছর বা তার বেশি পুরোনো সম্পত্তি বা স্থাপত্যকে হেরিটেজ স্বীকতি দেওয়া হয়। আমি কমিশনের সদস্য হওয়ার পর একটি বৈঠকে অংশ

জলপাইগুড়ি শহরে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা পূর্ত দপ্তরের বিপরীতে কোচবিহার মহারাজার তৈরি করা আয়রন হাউস আজ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। চা বাগানের সাহেবদের তৈরি ক্লাব রোডের ইউরোপিয়ান ক্লাবের অবস্থাও জরাজীর্ণ। তেলিপাডার তত্ত্বিদ্যা ভবনের বারান্দায় চায়ের বসে। সমাজপাডার আর্যনাট্য ভবনের প্রানো মঞ্চ খলে নতন করে করা হয়েছে।ভবনের মাঠ রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা আন্দোলনের ডঃ সভা সমিতির স্মৃতি নিয়ে অযত্নে



কোচবিহারের মহারাজার তৈরি আয়রন হাউস অবহেলায় পড়ে।

পড়ে রয়েছে। নয়াবস্তির প্রাচীন ব্যাপটিস্ট চার্চ নিজেদের অসুবিধার কবে হেরিটেজ স্বীকৃতি মিলবে। কথা ভেবে প্রাচীন কাঠামো ভেঙে নতন গিজা বানিয়েছে।

কালেক্টরেট রোডে সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল রাজবাড়ির হেরিটেজ সম্পত্তি নিয়ে

চাৰ্চটি এখনও অপেক্ষায় আছে বৈকৃষ্ঠপুর রাজপ্রাসাদের এক অংশ এখন খণ্ডহর। অন্য অংশ মেরামত বাড়িয়ে শতাধিক করা হয়েছিল। নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের করে পরিবারের লোকজন থাকেন।

কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা চলছে। শুধু জলপাইগুড়ি শহরের সম্ভাব্য হেরিটেজ নিমাণের ছবিটা এতটাই বিবর্ণ। ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দির.

জটিলেশ্বর সদরখৈ-এর মতো শৈবতীর্থ ছাডাওঁ চালসা পোলো ক্লাব, মালবাজার মহকুমার একাধিক প্রাচীন গিজা, সামসিংয়ের গুম্মা থেকে চা কর সাহেবদের কবরখানা ও কয়েকটি মসজিদ সহ জলপাইগুড়ির ৪২টি হেরিটেজ নির্মাণের তালিকা রাজ্য হেরিটেজ কমিশনে জমা পড়েছিল ঘোষকে সদস্য করা হয়। কিন্তু ২০১১ সালে। পরে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন থেকে সেই তালিকা তারপর থেকে আর কোনও আগ্রহই প্রস্তাবিত তালিকা সরেজমিনে দেখায়নি রাজ্য হেরিটেজ কমিশন।

আর্যনাট্য সমাজের কাঠের মঞ্চে শিশির ভাদুড়ি, হে্মন্ড মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, কেলুচরণ মহাপাত্রর মতো দিকপালরা অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হল. রাজ্য হেরিটেজ কমিশন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালকেই উত্তরবঙ্গের নোডাল এজেন্সি করে হেরিটেজ সম্পত্তির তালিকা পাঠাতে সেইসময় থেকে গত বছর অক্টোবর পর্যন্ত কমিশনে উত্তরবঙ্গ থেকে একজন প্রতিনিধিকেও রাখা হয়নি।

গত নভেম্বরে আনন্দগোপাল এতদিনেও একবারের প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে বা জলপাইগুড়ি খতিয়ে দেখেনি কমিশন।



পুলিশের জালে

প্রধাননগরের

'জমি মাফিয়া'

শমিদীপ দত্ত

অবশেষে জমি বেদখল কাণ্ডের পদ্ফাঁস হল। প্রধাননগর থানা

এলাকায় শিলংয়ের বাসিন্দা দ্রোশিলা

গুরুংয়ের জমি দখল হয়ে যাওয়ার

ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল

পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন উজ্জ্বল সিং। পুলিশের খাতায় 'জমি মাফিয়া' হিসেবে তার নাম আগেই

উঠেছে। আরেক ধৃত উজ্জ্বলের

ও সংলগ্ন এলাকায় জমি দখলের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল।

রাতে

দেবীডাঙ্গা এবং অজয়কে সমর্নগর

এলাকা থেকে পাকড়াও কর

হয়। ধৃতদের মঙ্গলবার শিলিগুড়ি

মহকুমা আদালতে তুলে নিজেদের

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব

সরকার জানিয়েছেন, ভিনজেলা

মালিকদের নিয়মিত না আসার

সুযোগ নিয়ে তাঁদের নামে ভূয়ো

মালিক দেখিয়ে জমি দখলের চক্র

সালে ওই জমি কিনেছিলেন। গত

বছর সেপ্টেম্বর মাসে দ্রোশিলা এসে

দেখেন, জমির চারপাশে সীমানা

প্রাচীর দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি

খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন,

সীমা সাহা নামে সমরনগরের এক

জেলা সাব-রেজিস্ট্রার (শিলিগুড়ি-২)

অফিসে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন,

তাঁর নামে এক মহিলা জমির মালিক

সেজে ওই জমি বিক্রি করেছেন।

তাতে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করে

উজ্জ্বল এবং তার দুই শাগরেদ অজয়

প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ

দায়ের করতেই তদন্তে নামে পুলিশ।

এরই মাঝে দ্রোশিলা মাটিগাডায়

বিএলএলআরও অফিসে গিয়ে

জানতে পারেন, সীমার নামে জমি

খতিয়ানও হয়ে গিয়েছে। জানা

যাচ্ছে, উজ্জ্বল ওই জমি ২০ লক্ষ

দ্রোশিলা গত ১৯ ডিসেম্বর

ও অশোক গুরুং।

এরপর বাগডোগরায় অতিরিক্ত

মহিলা ওই জমি কিনেছেন।

দ্রোশিলা কালকুটে

গড়ে তুলেছিল উজ্জ্বল।

ভিনরাজ্যেও

নিয়েছে

পুলিশ।

জমিব

পুলিশ সূত্রে খবর, উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে এর আগেও প্রধাননগর

শাগরেদ অজয় দত্ত।

সোমবার

হেপাজতে

এমনকি

শिनिश्रिष्, १ जानुगाति :

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর হাসপাতালের দুই ছবি

অন্তর্বিভাগে আজ থেকে চালু ই-প্রেসক্রিপশন



জেলা হাসপাতালে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক। মঙ্গলবার। - তপন দাস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চালু হতে চলেছে ই-প্রেসক্রিপশন। এর ফলে হাসপাতালে আসা সমস্ত রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি অনলাইনে নথিভুক্ত থাকবে। সময়মতো রোগীর পরিজনের মোবাইলে মেসেজ পাঠানো হবে। ধাপে ধাপে বহির্বিভাগেও চালু করা হবে ই-প্রেসক্রিপশন। মঙ্গলবার জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকের পরে চেয়ারম্যান গৌতম দেব এই কথা জানিয়েছেন।

রাজ্যের বেশ কয়েকটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ই-প্রেসক্রিপশন চাল হয়েছে মেডিকেলে উত্তববঙ্গ সাজারি মেডিসিন বিভাগে ওই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বাকি বিভাগগুলিতেও দ্রুত এই ব্যবস্থা চালু করার প্রক্রিয়া চলছে। জেলা হাসপাতালে আপাতত অন্তর্বিভাগে কোনও রোগী ভর্তি হলে তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অনলাইনে নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন. কোনও রোগীর এক্স-রে কিংবা রক্ত পরীক্ষা করা হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে রিপোর্ট তৈরির পর তা অনলাইনে আপলোড করে দেওয়া হবে। অন্তর্বিভাগে কম্পিউটারে চিকিৎসক সেই রিপোর্ট দেখে নিতে পারবেন। পাশাপাশি রোগীর পরিজনের মোবাইলেও সেই রিপোর্ট সংক্রান্ত মেসেজ চলে আসবে। সেখানে রিপোর্ট ডাউনলোডের জন্য লিংক দেওয়া থাকবে। এই ব্যবস্থা চালু হলে বারবার রিপোর্টের জন্য ল্যাবরেটরিতে ছুটতে হবে না। চিকিৎসায় গতি আসবে বলে মত

গৌতম বলেন, 'এই ব্যবস্থা চালু হলে রোগীর সমস্ত তথ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের

কেন্দ্র চাল

যুবকল্যাণু দপ্তর অনুমোদিত খড়িবাড়ি

যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের

উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। রায়পল্লিতে

এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রের উদ্বোধন

করেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির

সভাপতি রত্না রায় সিংহ। উপস্থিত

ছিলেন শিলিগুড়ি মহকমা পরিষদের

কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ,

ব্লক ইউথ অফিসার ললিতা লামা

প্রমুখ। খড়িবাড়ি ব্লকে ২৯ বছর পর

মারধর

মাটিগাড়ায় পরিবহণনগরে সোমবার

রাতে অরবিন্দকুমার চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির ফ্র্যাটে ঢুকে তাঁকে

মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার

অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন দৃষ্কতীর

বিরুদ্ধে। অরবিন্দ মঙ্গলবার মাটিগাড়া

থানায় এই মর্মে অভিযোগ দায়ের

করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাগডোগরা, ৭ জানুয়ারি

প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালু হল।

খডিবাডি, ৭ জানয়ারি : ক্রীডা ও

এই জন্য হাসপাতালের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) তৈরি করা, ইন্টারনেট এবং পর্যাপ্ত কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বুধবার থেকে অন্তর্বিভাগে পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। বহির্বিভাগেও

ই-প্রেসক্রিপশন চালু হবে।' গৌতম আরও বলেছেন, 'এই হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ২২০০ রোগী আসেন। আমরা এখানে মা

রিপোট আপলোড

- এক্স-রে, রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট অনলাইনে আপলোড করে দেওয়া হবে
- অন্তর্বিভাগে কম্পিউটারে চিকিৎসক সেই রিপোর্ট দেখে নেবেন
- রোগীর পরিজনের ফোনে সেই রিপোর্ট সংক্রান্ত মেসেজ চলে আসবে
- সেখানে রিপোর্ট ডাউনলোডের জন্য লিংক দেওয়া থাকবে

ও শিশুদের চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার হাব তৈরির পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই হাসপাতালের পিছনের দিকে জায়গা দেখা হয়েছে। চিফ আর্কিটেক্ট এসে জায়গা দেখে ওই ভবনের নকশা তৈরি করছেন। একটা ডিপিআর তৈরি হচ্ছে। এটা তৈরি হয়ে গেলে অনুমোদনের জন্য স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানো হবে।'

এদিনের বৈঠকে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করতে সিসিটিভিতে নজরদারি বাড়ানো নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক, হাসপাতাল সুপার ডাঃ পোর্টালে আপলোড করা থাকবে। চন্দন ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

ডায়ালিসিস পরিষেব

অপেক্ষার তালিকা দীর্ঘ

কর্মীর অভাবে পরিষেবায় ঘাটতি

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৭ জানুয়ারি : বেশ ঘটা করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ডায়ালিসিস ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছিল। বেশ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল এতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেকাংশে কমে যাবে। কিন্তু কোথায় কী! পরিষেবা চালু হওয়া সত্ত্বেও হয়রানি থেকে নেই। যাঁদের নিয়মিত ডায়ালিসিস করানোর প্রয়োজন, তাঁরা ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছেন না। আগের মতোই তাঁদের বাড়তি টাকা খরচ করে শিলিগুড়ি অথবা রায়গঞ্জে গিয়ে ডায়ালিসিস করাতে হচ্ছে। এর কারণ কী? যেখানে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়ার কথা, সেখানে কর্মীর অভাবে মাত্র ছয় ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'কর্মীর অভাবে সবাইকে পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না। যে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে এই ইউনিট চালানোর চুক্তি হয়েছে, তাদেরকে দ্রুত পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে।' তিনি আশাবাদী, 'দ্রুত ওয়েটিং লিস্টে থাকা রোগীদের পরিষেবা দিতে পারব।

গতবছর নভেম্বর মডেলে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চালু হয় ডায়ালিসিস ইউনিট। উদ্বোধনের দিন জেলা এবং মহকুমা শাসকের পাশাপাশি বিধায়ক এবং পুরসভার চেয়ারম্যানও উপস্থিত ছিলেন। ডায়ালিসিস নিয়ে এলাকার মানুষের আর সমস্যা থাকবে না বলে দাবি করেছিলেন সকলেই। কিন্তু আদৌ সমস্যা মিটল কি না সে ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার ফুরসত তাঁদের নেই। এদিকে, বহু রোগী ডায়ালিসিস না করিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।

পনছি বনুঁ উড়তি ফিক্লঁ...

মুহূর্তে ডায়ালিসিস ইউনিটে পাঁচ শয্যার সুবিধা রয়েছে। নিযুক্ত রয়েছে একজন চিকিৎসক এবং দুজন টেকনিসিয়ান। চুক্তি অনুযায়ী পিযপ্তি কর্মী দিয়ে এই ইউনিট ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার কথা। কিন্তু মাত্র তিনজনকে দিয়ে ছয় ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। যার ফল ভুগছেন বহু রোগী। জানা গিয়েছে, এখন ২০ জন রোগীর ডায়ালিসিস করানো হচ্ছে। অপেক্ষার তালিকায় রয়েছেন

কী রয়েছে

পাঁচটি শয্যা

- 💶 একজন চিকিৎসক
- দুজন টেকনিসিয়ান

যা কথা ছিল

- ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা মিলবে
- পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ হবে

সমস্যা যেখানে

- মাত্র তিনজনকে দিয়ে ছয় ঘণ্টা পরিষেবা
- 🔳 এখন ২০ জন রোগীর ডায়ালিসিস চলছে

 অপেক্ষার তালিকায় রয়েছেন ৩৫ জন

ইসলামপুর শহরের বাসিন্দা মুকেশ কুমার বলেন, 'হাসপাতালে ভায়ালিসিস ইউনিট চালু হওয়ার কথা শুনে খুব খুশি হয়েছিলাম। তারপর সম্প্রতি নাম লেখাই। দেখি ওয়েটিং লিস্টের ১৭ নম্বরে রয়েছে আমার নাম। দু'মাস আগে পরিষেবা চালু হওয়া সত্ত্বৈও আগের মতোই বাইরে গিয়ে ডায়ালিসিস করাতে হচ্ছে এখন!' তাঁর মতো সকলেই হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই চাইছেন এই সমস্যার সমাধান হোক

সমস্ত দায় উর্ধবতনের ঘাড়ে

শিলিগুড়ি শহরের গা ঘেঁষে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। যেন একটুকরো শহরই। কিন্তু সেখানে সমস্যা নানাবিধ। তৃণমূলের হাত থেকে গত পঞ্চায়েত ভোটে বোর্ড কেড়ে নিয়েছে বিজেপি। তারপর কি বদলেছে ছবিটা? কী বলছেন প্রধান? শুনলেন মিঠুন ভট্টাচার্য

পার্কিংয়ের জন্য অনুমতি দরকার,

তা দেওয়ার এক্তিয়ার আমাদের

নেই। প্রশাসনের অন্য স্তর থেকে

বিরোধীর মধ্যে কি বোঝাপড়া

রয়েছে? এতে কি সরকারি

জনতা : টেন্ডার নিয়ে শাসক-

প্রধান : অনলাইন টেন্ডারের

মাধ্যমে সব কাজ হয়। অনেকক্ষেত্রে

ঠিকাদাররা নিজেদের মধ্যে কাজ

ভাগাভাগি করে নেয়। এখানে

নেই। আমরা শুধুমাত্র সর্বনিন্ন দর

বাড়ানো হলেও কালেকশন কম কেন?

মৌখিক নির্দেশে প্রায় ছয় মাস কর

জনতা : গ্রাম পঞ্চায়েতে কর

: ব্লক প্রশাসনের

দেওয়া সংস্থাকে কাজ দিই।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও ভূমিকা

অনুমতি দেওয়া হয়।

জনতার 🕾 ठार्छाभिट

জনতা : বহু এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। কবে মিটবে? প্রধান : রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর অত্যন্ত ধীরগতিতে কাজ করছে। ব্লক প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছি।

জনতা : শুধমাত্র ছোট নালা তৈরি করে নিকাশি সমস্যা মিটবে? প্রধান : গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা

যেভাবে অ্যাকশন খ্ল্যান তৈরি করে দিচ্ছেন, সেভাবেই কাজ করার চেষ্টা করছি। তবে স্থায়ী সমাধানের জন্য মাস্টার প্ল্যান দরকার। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতা ছাড়া সেটা সম্ভব নয়।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ কেন চালু হয়নি?

[`]প্রধান : জমি সমস্যার কারণে বারবার প্রকল্পের কাজ আটকে যাচ্ছে। কয়েকবার সরকারি জমি চিহ্নিত করে কাজ শুরু করতে গিয়েও বাধা পেয়েছিলাম।

জনতা · ফটপাথ দখল হচ্ছে। কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন?

প্রধান : ফুটপাথ দখলমুক্ত করার জন্য বারবার ব্যবসায়ীদের বলা হয়। বলার পর কিছুদিন সব ঠিক থাকে। তারপর ফের দখল হয়ে যায়।

জনতা : ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় পার্কিং ব্যবস্থা ছাড়াই তৈরি হচ্ছে আবাসন, শপিং মল, বাজার। অনুমতি পাচ্ছে কীভাবে? প্রধান : যেসব ক্ষেত্রে আদায় বন্ধ ছিল। তাই কমেছে। সেটাও প্রশাসন আটকে দিয়েছে।

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত



জনসংখ্যা: ১.৫৬.৬৬৫ আয়তন : ৮১০ বর্গ কিলোমিটার মোট সংসদ : ৩০টি

কোযাগারের টাকা বেশি খরচ পরে লিখিত আদেশনামা দিতে

> করতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে? প্রধান : কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। বেশিরভাগ কাজ করতে হচ্ছে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে। পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, এসজেডিএ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, কেউ কথা শুনছে না। সাংসদ-বিধায়ক তহবিলের টাকায় কিছু কাজ করার কথা হয়েছিল।

একনজরে

বলা হয়েছিল। কোনও উত্তর না পেয়ে ফের কর আদায় শুরু হয়েছে। জনতা : প্রধান হিসেবে কাজ

এক নয়, একাধিক

- ভিনজেলা ও ভিনরাজ্যের একাধিক বাসিন্দার জমি এভাবে দখল হয়েছে
- মাটিগাড়া, ভক্তিনগর থানায় একইধরনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে আগে
- 🔳 ভুয়ো নথি দেখিয়ে জমি বিক্রির ঘটনা পুলিশ-

প্রশাসনের কাছেও উদ্বেগের

টাকায় বিক্রি করেছিল। ঘটনায় তৃতীয় সাক্ষী অশোক গুরুংয়ের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায়

ভিনরাজ্য ও জেলা থেকে এসে যাঁরা জমি কিনেছেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের জমি এভাবে দখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে আগেই। এই সংক্রান্ত বহু খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকবার। এদিকে অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্টার (শিলিগুডি-২) ইয়োগেন শেরিং এ ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে আগেই বলেছিলেন, 'আমাদের কাজ শুধু রেজিস্ট্রি করা। আমরা শুধুমাত্র পরিচয়পত্র, সাক্ষী দেখি। এবার সেটা কার জমি, সেটা ক্রেতার দেখেশুনে নেওয়া উচিত।'

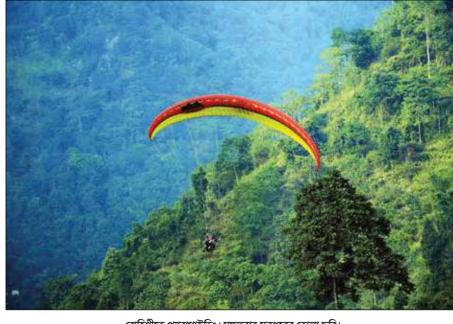
চোপড়ায় গ্রেপ্তার পাঁচ ছিনতাইকারী

চোপড়া থানা এলাকায় পৃথক দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গত রবিবার সন্ধ্যায় সোনাপুর শিলিগুড়ির এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে টাকার ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনায় তাঁরই দোকানের এক কর্মচারী সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে ওঠার সময় স্বর্ণ ব্যবসায়ী পরিমল মোদককে আগ্নেয়াস্ত্র দেখায় দুষ্কৃতীরা। এরপর পরিমলের থেকে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে বাইকে উঠে চম্পট দেয়। তদন্ত শুরুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সোমবার রাতে মহম্মদ রেজাবুল, দয়াল বসাক ও শুভম কর্মকার নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পালশ হেপাজত

অন্যদিকে, গত ২৬ ডিসেম্বর কালাগছে দিনেদুপুরে এক মহিলার টাকার ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনায় দীপেশ গোয়ালা ও সঞ্জ গোয়ালা নামে দুজনকে ফাটাপুকুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই ঘটনায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন। পুলিশ জানিয়েছে, দুটি ঘটনায় ধৃত পাঁচজনকে মঙ্গলবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।



রোহিণীতে প্যারাগ্লাইডিং। মঙ্গলবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

ঘরছাড়াদের কাজ দেওয়ার দাবি

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা দীর্ঘ কয়েক মাস থেকে ঘরছাডা। এলাকায় নেই পরিষ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা, অবিলম্বে শ্রমিকদের ১০০ দিনের বদলে ২০০ দিন কাজ দিতে হবে। মঙ্গলবার এমনই সব দাবি তুলে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাওয়ের সম্পাদক বুলেট সিংয়ের অভিয়োগ, 'তৃণমূল শাসিত এই গ্রাম পঞ্চায়েতে মানুষকে ন্যুনতম পরিষেবা দেওয়া र एष्ट्र ना। पूर्णि विश्व धलाकात मानुष কয়েক মাস থেকে আশ্রয় শিবিরে

রাত কাটাচ্ছেন। সংগঠনের সদস্য রিয়া ভদ্র অবিলম্পে সমুস্প সমস্যাব সমাধান করতে। সেটা না করা হলে আমরা সদস্যরা। অভিযানে সংগঠনের সভাপতি

গৌতম রায় সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের যদিও

এই সমস্ত দাবিকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আরতি রায়ের প্রতিক্রিয়া, 'আমরা দটি বস্তির মানুষের থাকার ব্যবস্থা করব নাং দু'মাস আগে থেকে প্রশাসন সেই নিয়েই কাজ করছে। ডাক দেয় ডিওয়াইএফআই ডাবগ্রাম ১০০ দিনের কাজ কেন্দ্রের প্রকল্প উত্তর লোকাল কমিটি। সংগঠনের আর মানুষ কতদিনের জন্য কাজ পাবে তা গ্রাম পঞ্চায়েত ঠিক করতে পারে না।' ডিওয়াইএফআইকে এরপর

থেকে হোমওয়ার্ক করে আসার পরামর্শ দিয়েছেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অঞ্জন দত্ত। এদিন সেবক রোড বলেন, 'আমরা প্রধানকে বলেছি থেকে মিছিল করে গ্রাম পঞ্চায়েত আসেন সংগঠনের কার্যালয়ে সেখানে আগে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' এদিনের থেকেই ভক্তিনগর থানার পুলিশ উপস্থিত ছিল।

স্কুলছুটদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসবেন শিক্ষক

৭ জানুয়ারি খোঁজে মঙ্গলবার চোপড়ার নর্থ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) ফারুক মতুল কামারগছ প্রাইমারি ও জুনিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষকদের সোনাখারি গ্রামে যান। সেখানে প্রাথমিক স্তরের ১০ জন স্কুলছুট পড়য়ার খোঁজ মিলতেই তাদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। শেষমেশ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকদিন একজন শিক্ষক স্কলে যাওয়ার আগে ওই পড়য়াদের বাডিতে যাবেন। তাদেরকে নিজের সঙ্গে স্কুলে নিয়ে যাবেন ওই শিক্ষক।

এ প্রসঙ্গে ফারুক বলেছেন, 'সোনাখারি গ্রামে ১০ জন পড়য়া স্কুলছুট। নতুন শিক্ষাবর্ষে তারা এখনও স্কুলে ভর্তি হয়নি। তাদের পরিবারের লোকজন ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। যেহেতু বাবা-মায়েরা সকালেই কাজে বেরিয়ে যান, সে কারণে কামারগছ স্কুলের একজন শিক্ষককে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী এক মাস স্কুলে আসার আগে প্রতিদিন ওই শিক্ষক গ্রামে গিয়ে ১০ জন পড়য়াকে স্কুলে নিয়ে যাবেন।'

চোপড়া সার্কেলের



চোপড়ার সোনাখারিতে স্কুলছুট পড়য়াদের বাড়িতে আধিকারিকরা।

যেহেতু বাবা-মায়েরা সকালেই কাজে বেরিয়ে যান, সে কারণে কামারগছ স্কুলের একজন শিক্ষককে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী এক মাস স্কুলে আসার আগে প্রতিদিন ওই শিক্ষক গ্রামে গিয়ে ১০ জন পড়য়াকে স্কুলে নিয়ে যাবেন।

> ফারুক মণ্ডল স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি), চোপড়া নর্থ সার্কেল

পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার বলেন, 'পালা করে শিক্ষকরা এদিন গ্রামে গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ভর্তির ব্যাপারে পড়য়াদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন সুযোগসুবিধার ব্যাপারে জানানো হয়েছে। পড়য়াদের মধ্যে গত শিক্ষাবর্ষে সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে কেউ বঞ্চিত রয়েছে কি না সে ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।'

স্কুলগুলিতে ২-৮ জানুয়ারি স্টুডেন্ট উইক চলছে। বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি পড়য়াদের ভৰ্তি হতে উৎসাহ দৈওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে সচেতনতামূলক প্রচারের জন্য ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা এলাকাভিত্তিক বাঁড়ি বাড়ি গিয়ে পড়য়াদের খোঁজখবর নিচ্ছেন।

জটিএ আইডল পাহাড় খুঁজবে প্রতিভা

শिनिগুড়ি, १ জानुगाति ইন্ডিয়ান আইডল, সারেগামাপা-এর মতো রিয়েলিটি শো-এর জনপ্রিয়তা বিস্তৃত আসমুদ্র হিমাচলে। এই প্রতিযোগিতাগুলি থেকে অনেক ভালো ভালো গায়ক উঠে এসেছেন। পাহাড়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংগীতচর্চার যে ঝোঁক রয়েছে, তা কারও অজানা নয়। পাহাড়ের ছেলে প্রশান্ত তামাং, অ্যালবার্ট কাবোর খ্যাতি আজ দেশজুড়ে। তাঁরাও এমনই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে নিজের প্রতিভা তুলে ধরেছিলেন। পাহাড়ের সংগীতচর্চাকে গুরুত্ব দিয়ে শিল্পীদের উৎসাহ দিয়ে তাঁদের প্রতিভা তুলে ধরার সযোগ করে দিতে এবার 'জিটিএ আইডল' প্রতিযোগিতা শুরু করতে চলেছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল পাহাডের ৪৫টি সমষ্টি এলাকার

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মোটা অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার সহ প্রচর উপহার দেওয়া হবে। এই প্রতিযোগিতা থেকে পাহাড়ে প্রতিভার খোঁজ মিলবে বলে আশাবাদী জিটিএ। সারেগামাপা-জয়ী (২০২৩) কালিম্পংয়ের অ্যালবার্ট জিটিএ'র এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, 'পাহাড়ে প্রচুর প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু সঠিক প্রুমিং এবং মঞ্চের অভাবে বহু ছেলেমেয়ে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পায় না। প্রতিবছর এই প্রতিযৌগিতা হলে ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে পারবে।

দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক সর্বত্র গানবাজনায় প্রবীণ-নবীন সব প্রজন্মের আগ্রহ রয়েছে। হাতে গিটার, ইউকুলেলে নিয়ে কোনও (জিটিএ)। পাহাড়ি রাস্তায় বসে কয়েকজন মিলে গানে গলা মেলাচ্ছেন, এমন দৃশ্য প্রত্যেকটিতে এই প্রতিযোগিতা হবে। অহরহ চোখে পড়ছে। পাহাড়ের

বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে পড়য়ারা প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পায়। এভাবেই উঠে বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এসেছিলেন দার্জিলিংয়ের প্রশান্ত, ভানুকান্ত ঘিসিং বলেছেন, 'এই অ্যালবার্ট। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পাহাড়ের প্রান্তে অনুষ্ঠানের জন্য ডাক পান ৪৫টি

ফলোয়ার। জিটিএ'র তথ্য ও সংস্কৃতি

সমষ্টিতে আলাদাভাবে অ্যালবার্ট। ইউটিউব, ফেসবুক, প্রতিভার খোঁজ করা হবে। ১৬-৪০



প্রশান্ত তামাংয়ের পর পাহাড় পেয়েছে অ্যালবার্ট কাবোকে। এবার আরও নতুন তারার খোঁজে জিটিএ।

নিতে পারবেন। ১৮ জানুয়ারি থেকে ৪৫ নম্বর সমষ্টির প্রতিযোগিতা শুরু হবে গরুবাথানে। এরপর একে একে প্রতিটি সমষ্টিতে এই প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতার নিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে ভানুকান্ত জানিয়েছেন, প্রথম দিন খালি গলায় গান গেয়ে শোনাতে হবে। সেখানে বিচারকরা নিবাঁচিত করলে পরবর্তীতে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রমেন্টের সঙ্গে গাইতে হবে। প্রতিটি সমষ্টি থেকে একজন নিবাচিত হবেন। এভাবে ৪৫টি সমষ্টি থেকে ৪৫ জনকে বাছাই করে মূল প্রতিযোগিতা হবে।'

তিনি আরও জানিয়েছেন, এই প্রতিযোগিতায় জয়ী আড়াই লক্ষ, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দেড় লক্ষ এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবেন। এছাড়াও প্রচুর আকর্ষণীয় উপহার থাকছে।

দ্বাদশের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার নকশালবাড়ির হাতিঘিসায় দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম মণিকা রাই (১৯)। সে ওই এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে শোওয়ার ঘরে ওঁই ছাত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের লোকজন। পরে তাকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পরিবার সূত্রের খবর, ছাত্রীর বাবা কর্মসূত্রে সিকিমে থাকেন। এখানে মা ও বড় দিদির সঙ্গে থাকত মণিকা। সে শিবমন্দিরের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ত। এদিন থেকে স্কুলে শুরু হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণির টেস্ট। তার মধ্যেই ওই ছাত্রী কেন এমন কাণ্ড ঘটাল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না পরিবারের লোকজন। পুলিশ তদন্ত

বন্ধ বাগানে বৈঠক কংগ্রেসের

চোপড়া, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত ডানকানসের বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের একাংশকে নিয়ে বৈঠক কবল বক কংগ্ৰেস মণ্ডলবস্তিতে এদিন বৈঠকে ছিলেন কংগ্রেস নেতা অশোক রায়, দলের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন প্রমুখ। অশোক রায় বলেন 'ডানকানসের পাঁচমৌজ ডিভিশনে বাগানটি আপাতত শ্রমিকরাই দেখাশোনা করেন। শাসকদলের মদতে একটি চক্র শ্রমিকদের কাছে টাকার বিনিময়ে জমি ভাগ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা সরব হয়েছেন। শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

দোকানে চুরি

ফাঁসিদেওয়া, ৭ জানুয়ারি প্রথমে দোকানের কংক্রিটের দেওয়াল ভাঙার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা, তাতে কাজ না হওয়ায় তালা ভেঙে চুরির অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিউসিপাকড়ি বাজারে মহম্মদ ইমরান আলির মুদির দোকানের ঘটনা। অভিযোগ, দোকানে থাকা নগদ টাকা এবং বেশকিছু সামগ্রী চুরি গিয়েছে।

ইমরান বললেন, 'দোকানের ভেতর জিনিসপত্র ওলটপালট দেখে আমি টের পাই বিষয়টি। চুরি যাওয়া টাকা নিয়ে শিলিগুডি থেকৈ সামগ্রী আনার কথা ছিল।' এই ঘটনায় অন্য ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত। খবব পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানাব পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এদিন রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জেলা সম্মেলন

ইসলামপুর, ৭ জানুয়ারি আরজি করের ঘটনায় প্রকত দোষীদের শাস্তির দাবি সহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ১১ এবং ১২ জানুয়ারি ডালখোলায় সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন হবে। সেই কর্মসূচির প্রচারে মঙ্গলবার ইসলামপুর ১ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে ইসলামপুর শহরে ২৪টি মশাল নিয়ে মিছিল বেরিয়েছিল। চৌরঙ্গি মোড়ের এরিয়া পার্টি অফিস থেকে শুরু হয়ে বাস টার্মিনাস হয়ে পার্ক মোড়ে পৌঁছে মিছিল শেষ হয়।

পড়তে হবে

মঙ্গলবার পাঁচের পাতায় 'ট্রাইবাল কাউন্সিলের সদস্য রোমা' শীর্ষক খবরে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি একা পড়তে হবে।



রাজকীয় বেশে।। ব্যাংডুবির ত্রিহানা জঙ্গলে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার সুমন ভৌমিক।



8597258697 picforubs@gmail.com

জংশনে গ্রেপ্তার বিহারের তরুণ

পরিপাটি সাজে মদ পাচার

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : গায়ে দামি পোশাক, হাতে চকচকে ট্রলিব্যাগ। আপাতদৃষ্টিতে কথা। কিন্তু সেই পরিপাটি সাজের আড়ালেই ছিল মদ পাচারের চেষ্টা। সেই চেষ্টা বানচাল করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। মদ পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে সোমবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি জংশন এলাকা থেকে বিক্রম কমার নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বাড়ি বিহারের মুজফফরপুরে। মঙ্গলবার তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সোমবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, এক তরুণ শিলিগুডি জংশন এলাকায় আসতে পারে। খবর বোঝার কোনও উপায় ছিল না।

কিন্তু চেহারা-পরিচয় না জানা থাকায় প্রথমে পুলিশকে বেগ পেতে হয়। এরপর ট্রলিব্যাগ নিয়ে এক তরুণকে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে দেখলে পর্যটক বলেই মনে হওয়ার দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই রহস্যের খোলসা হয়। দেখা যায়, টলিব্যাগের ভেতরে জামাকাপডের আড়ালে অনেকগুলি মদের বোতল রাখা। ব্যাগ থেকে ২০টি মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিক্রমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, শিলিগুড়ি থেকে মদ নিয়ে মুজফফরপুরে বিক্রির তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে ফন্দি এঁটেছিল সে। বিহারগামী বাস ধরতে জংশন এলাকায় এসেছিল অভিযুক্ত। পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, সাজপোশাক দেখে কোনওভাবেই মদ পাচারকারী থেকে বিহারে মদ পাচারের উদ্দেশ্যে মনে হয়নি। তল্লাশি না চালানো হলে

মারধরে অভিযুক্ত

পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে একইদিনে সুমনের স্ত্রী শ্যামলী গণ্ডগোল। সেই গণ্ডগোলে এক পরিবারকে মারধরের অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। অভিযোগের তির ফলবাডি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পৌড়াঝাড়ের পঞ্চায়েত সদস্য শরৎ মণ্ডল ও তাঁর

স্থানীয় বিশ্বনাথ মণ্ডলের অভিযোগ, 'গত রবিবার রাতে শরৎ দলবল নিয়ে এসে আমার বাড়িতে চড়াও হয়। বাড়ির মহিলা সহ একাধিক সদস্যকে মারধর ও নিগ্রহ করে।' এছাড়াও বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বিশ্বনাথের বাবা অর্জন করা হয়েছে। কথা বলতে পারছি না।' ঘটনায় বিশ্বনাথ নিজের দাদা সুমন মণ্ডল, শরৎ সহ কয়েকজনের

মণ্ডলও দেওরের পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে পুলিশের কাছে হাজির হন। দুই তরফেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। অভিযোগ খারিজ করে শরতের দাবি, 'ওদের পারিবারিক বিবাদ চলছিল। সেখানে আমাকে ডাকা হয়েছিল। বাডির লোককে মারধর করার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, পোড়াঝাড়ে পাশাপাশি বাস বিশ্বনাথ ও সুমনের। সেখানে এক জায়গায় রাস্তা অতিরিক্ত সংকীর্ণ। সেই রাস্তা চওড়া করার জন্য দুই পরিবারের মধ্যে জায়গা ছাড়া নিয়ে বিবাদের মণ্ডল বলেন, 'আমাকে মার্থর সৃষ্টি হয়। সেই বিবাদকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতে দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে মারামারি হয়। ঘটনায় শরৎ সুমনের পক্ষ নেয় নামে সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি বলে স্থানীয় একাংশের দাবি।

এবার থেকে ফুলবাড়িতে টাকা দিয়ে স্লুট বুকিং

সুবিধা পোর্টালে ভুটানের ট্রাক

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : জল্পনা সত্যি হল। এবার থেকে ফুলবাড়ি স্থলবন্দর হয়ে বাংলাদেশে যেতে হলে ভটানের বোল্ডারবোঝাই ট্রাককে সুবিধা পোর্টালে নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে স্লুট বুক করতে হবে। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এদিন কলকাতায় তিনি ফুলবাড়ির ট্রাক মালিকদের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে স্নেহাশিস বলেন, 'চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ডে আগে থেকেই সুবিধা পোর্টাল কার্যকর রয়েছে। দূরত্ব কম হওয়া সত্ত্বেও ভূটান থেকে আসা বোল্ডারবোঝাই ট্রাক চ্যাংরাবান্ধা হয়ে বাংলাদেশে না গিয়ে টাকা বাঁচাতে ফুলবাড়ি স্থলবন্দর দিয়ে ওপার বাংলায়

হয়ে বাংলাদেশে যেতে ভারতের পাশাপাশি ভূটানের ট্রাকগুলিকেও সুবিধা পোর্টালে স্লট বুক করতে ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এখবর জানাজানি হতেই ভারতীয় ট্রাক মালিকদের মধ্যে খুশির হাওয়া।

প্রতিবেশী দেশটির ট্রাকগুলিকে সুবিধা পোর্টালের আওতায় আনার পাশাপাশি সেগুলিতে ওভারলোডিং, মডিফিকেশন বন্ধের দাবিতে ফুলবাড়ি বডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ফুলবাড়ি এক্সপোর্টার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন હ ফুলবাড়ি ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন রিলে অনশন চালাচ্ছিল। এক সপ্তাহ ধরে সংগঠনের সদস্যরা রিলে অনশন চালানোর পর তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুডি জেলা সভানেত্রী মহুয়া



সুবিধা পোর্টালের স্লুট বুক করতে ছয় চাকার ট্রাককৈ ১২০০, ১০ ও ১২ চাকার ট্রাককে ২৫০০ এবং ১২ চাকার চেয়ে বড় ট্রাককে ৬ হাজার টাকা করে দিতে হয়।

গোপের আবেদনে অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ফুলবাড়ি বডরি লোকাল

ওনার্স ওয়েলফেয়ার

নির্দেশিকা

- ফুলবাড়ি স্থলবন্দর হয়ে বাংলাদেশে যেতে হলে ভূটানের বোল্ডারবোঝাই ট্রাককে সুবিধা পোর্টালে স্লট বুক করতে হবে
- এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী ম্বেহাশিস চক্রবর্তী
- তবে, এদিন পড়শি দেশ থেকে একটিও ট্রাক ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে আসেনি

অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মহম্মদ শাহজাহান বলেন, 'পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে আমরা খুশি। কীভাবে ভুটানের ট্রাক বাড়তি সুবিধা

পাচ্ছিল, সেই বিষয়টি আমরা মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেছি। সেদেশের ট্রাক সুবিধা পোর্টালের আওতায় আসায় ফুলবাড়ি স্থলবন্দর থেকে প্রতিদিন রাজ্য সরকারের ১০ লক্ষ টাকা আয়

এদিকে, নয়া নির্দেশিকা জারি হতেই ভূটান থেকে ট্রাক আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিন পড়শি দেশ থেকে একটিও ট্রাক ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে আসেনি। প্রতিদিন গড়ে যেখানে প্রায় ৩০০টি ভূটানের ট্রাক এই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছিল।

সুবিধা পোর্টালের স্লট বুক করতে ছয় চাকার ট্রাককে ১২০০, ১০ ও ১২ চাকার ট্রাককে ২৫০০ এবং ১২ চাকার চেয়ে বড় ট্রাককে ৬ হাজার টাকা করে দিতে হয়। সেই অঙ্কে কোনও পরিবর্তন আনা হবে কি না, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়।

জমি সমীক্ষা

ইসলামপুর, ৭ জানুয়ারি : ইসলামপুর শহরের আলিনগর রেলগেটে মঙ্গলবার জমি সমীক্ষা শুরু হয়েছে। এখানে রেলওয়ে ওভারব্রিজ অথবা আন্ডারপাস নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। তবে সেসব তৈরির জনাই এই সমীক্ষা কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।আলুয়াবাড়ি রোডের স্টেশনমাস্টার বরুণকুমার সিংহ বলছেন, 'রেলের কাটিহার ডিভিশন থেকে কাজ হচ্ছে। শুনেছি, জমি সমীক্ষা চলছে। তবে এ বিষয়ে আমার কাছে বিস্তারিত কোনও তথ্য নেই।' তবে আলিনগর-স্টেশন রোড ওভারব্রিজ ডিমান্ড কমিটির সম্পাদক আব্দুর রহমানের বক্তব্য, 'এদিন এলাকায় জমির সমীক্ষা হতে দেখে আমরা খুবই খুশি। এবার হয়তো আমরা দীর্ঘ আন্দোলনের ফল পেতে চলেছি।'

গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে পাচারের চেস্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানা। ধৃতের নাম বাবুসোনা সরকার। সে মাটিগাড়া থানার পোকাইজোতের বাসিন্দা। সঙ্গে একটি ট্র্যাক্টরও আটক

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সোমবার গভীর রাতে মহানন্দা নদী থেকে বালি তুলে ট্র্যাক্টরটি সমরনগর হয়ে পবিত্রনগরের দিকে যাচ্ছিল। প্রধাননগর থানার পুলিশকর্মীরা খবর পেয়ে পবিত্রনগরে অভিযান চালান ট্র্যাক্টরটি এলাকায় ঢুকলে সেটি আটক করেন তাঁরা। গ্রেপ্তার করা হয় চালক বাবুসোনাকে। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধ্তৈর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

মিছিল

শिनिञ्जिष, १ जानुशाति লেনিনের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ২১ জানুয়ারি কলকাতায় মিছি*লে*র দিয়েছে ডাক এসইউসিআই। সেই মিছিলকে সফল করার আহ্বান জানানো হল। সেই সঙ্গে আরজি করের ঘটনায় ন্যায়বিচার, মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার এসইউসিআই-এর তরফে মিছিল করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা কমিটির সদস্য তন্ময় দত্ত, জয় লোধ প্রমুখ।

শিলান্যাস

চোপড়া, ৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার চোপড়া ব্লকের মদনগছে প্রায় দই কিলোমিটার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন চোপডার বিধায়ক হামিদল রহমান। চোপডা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলল হক বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে এই কাজের জন্য দুই কোটির অধিক টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।



সিকিমের চালককে হেনস্তার প্রতিবাদ

তোলাবাজি বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি তে সিকিমের চালককে হেনস্তার তোলাবাজি বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হল। মঙ্গলবার সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিং ও কালিস্পংয়ের গাড়িচালকবা একজোট হয়ে এনজেপি থানা চত্বরে বিক্ষোভ দেখান। বিকেলে প্রতিবেশী রাজ্যের কয়েকজন চালক সেখানে রীতিমতো হুজ্জুতি শুরু করেন। আইসি সোনম লামা নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দিলে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তাঁরা ফিরে যান।

সম্প্রতি এনজেপিতে সিকিমের এক চালককে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। এর প্রতিবাদে এদিন সকালে ওই রাজ্যের শতাধিক গাড়িচালক এনজেপি থানায় চলে আসেন। বিক্ষোভে শামিল হন দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের চালকরাও। দীর্ঘক্ষণ থানা চত্বর ঘেরাও করে রাখেন তাঁরা। এনজেপির গাড়িচালক ও সিভিকেটের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। সিকিমের চালক নির্মল প্রসাদের অভিযোগ, 'এনজেপিতে সিন্ডিকেটের নামে জোরজুলুম করে টাকা নেওয়া হয়। এই তোলাবাজি বন্ধ করতে হবে।' দেওরালির রাজ তামাং বললেন, 'এনজেপি থেকে যাত্রী তুলতে গেলেই ২০০ টাকা

জলপাইগুড়ি (এনজেপি)- এনজেপিতে সিভিকেটের নামে জোরজুলুম করে টাকা নেওয়া হয়। এই তোলাবাজি বন্ধ করতে হবে

> -নিৰ্মল প্ৰসাদ সিকিমের চালক



পাহাড়ে বাইরের গাড়িকে ২০০ টাকা করে দিতে হয়। সিকিমে তো আমাদের এখানকার চালকদের থেকেও টাকা নেওয়া হয়। সিকিমের চালককে যে হেনস্তা করেছে, সে আমাদের সংগঠনের কেউ না। আমরা এসব সমর্থন করি না। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরাও পলিশকে বলেছি।

–উদয় সাহা সভাপতি, এনজেপি ট্যাক্সি ইউনিয়ন

করে কাটমানি নেওয়া হয়। সিকিমে সিন্ডিকেটের নামে এমন করে কেউ টাকা নেয় না।'

বিষ্ণু শর্মা নামে আরেক চালকের কথায়, 'আমাদের এক চালককে এনজেপিতে হেনস্তা করা

হয়েছে। মাঝেমধ্যেই এমনটা হচ্ছে এসব বন্ধ হওয়া দরকার।' পাহাডেও এমন সিন্ডিকেট চলে কি না, জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অবশ্য এড়িয়ে গিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সংযোজন, তখন কথা হবে।' যদিও পাহাড়েও সিন্ডিকেট থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন পড়শি রাজ্যেরই চালক দীপক প্রসাদ। দীপকের কথায়, 'পাহাড়ে খুবই সামান্য টাকা নেওয়া হয়। এনজৈপির সিন্ডিকেট তো কয়েক হাজার টাকা পর্যন্ত কমিশন খায়।'

এদিন কয়েক ঘণ্টা বিক্ষোভ চলে। এরপর এনজেপির চালকদের এক প্রতিনিধিদল থানায় পৌঁছায়। সেখানে পলিশের সামনে দই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, সমস্যা মেটাতে আগামী ২০ জানুয়ারি গ্যাংটকে উভয়পক্ষের গাড়িচালকরা আলোচনায় বসবেন।

বিষয়টি নিয়ে এনজেপির ট্যাক্সি ইউনিয়নের সভাপতি উদয় সাহা বলছেন, 'পাহাড়ে বাইরের গাড়িকে ২০০ টাকা করে দিতে হয়। সিকিমে তো আমাদের এখানকার চালকদের থেকেও টাকা নেওয়া হয়।' তাঁর সংযোজন, 'সিকিমের চালককে যে হেনস্তা করেছে, সে আমাদের সংগঠনের কেউ না। আমরা এসব সমর্থন করি না। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরাও পুলিশকে বলেছি।'

ভরসা ফেরাতে দিনহাটা পুরসভার ভার অপণাকে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৭ জানুয়ারি বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে ল্যাজেগোবরে অবস্থা দিনহাটা পুরসভার। জালিয়াতি কাণ্ডে একের পর এক পুরকর্মীর গ্রেপ্তারের ঘটনায় অস্বস্তি বেড়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। এই অস্থির অবস্থার মাঝেই পুরসভায় চেয়ারম্যান বদল করল তৃণমূল। পুরসভার প্রতি সাধারণ মানুষের ভরসা ফেরাতে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির অপর্ণা দে নন্দীর হাতেই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল। অপর্ণাকে দায়িত্ব দিয়ে দল এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছে। একদিকে পুরসভার স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা। অন্যদিকে জেলাজুড়ে নবীন-প্রবীণ তৃণমূলের দ্বন্দ্বের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া। শুধু তাই নয়, আগামীতে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে অপর্ণার স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে কাজে লাগাতে চাইছে দল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গুহ বলেন, '১৯৭৩ সালের পর প্রথমবার একজন মহিলা চেয়ারপার্সন পেল দিনহাটা পুরসভা। বর্তমান পুরসভার অস্থির পরিস্থিতিতে দল চেয়েছিল ঠান্ডা ধীরস্থির মাথার লোক এই দায়িত্ব পাক। সেদিক থেকে রাজ্য অপণরি নাম অনুমোদন করেছে। আশা করব উনি সকল কাউন্সিলারকে নিয়ে সুষ্ঠভাবে পুরসভা চালাবেন। কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আমি সবসময় ওঁর পাশে থাকব।

তৃণমূলের অঙ্ক

- 💶 ১৯৭৩ সালের পর প্রথম মহিলা চেয়ারপার্সন পেল দিনহাটা পুরসভা
- অপণার স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে আস্থা রাখছে শাসকদল
- 💶 জেলায় নবীন-প্রবীণ তৃণমূলের দদ্বেও প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা
- 🛮 পুর এলাকায় পিছিয়ে থাকা ওয়ার্ডগুলিতে লিড পাওয়া টার্গেট
- পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

দিনহাটায় দীর্ঘদিন ধরেই আদি তণমল কর্মীদের অনেকেই কার্যত ঘরবন্দি। অপর্ণার দাদা অসীম নন্দীও জেলার অন্যতম আদি তণ্মল নেতা। সেদিক থেকে অসীমের বৌন অপর্ণাকে চেয়ারপার্সন হিসেবে বসানোয় আদি তৃণমূল কর্মীদের অনেকেই ফের চাঙ্গা হবেন। আদি-নব্যের দ্বন্দের ক্ষতেও কিছুটা প্রলেপ পডবে সেক্ষেত্রে। পাশাপাশি প্রতিটি ভোটে দিনহাটা পুরসভার ওয়ার্ডগুলিতে তৃণমূলের পিছিয়ে পড়া কাটিয়ে উঠে নতুন করে দল যাতে লিড পায়, সেই অঙ্কও কাজ করছে দলের কাছে। উল্লেখ্য, পুরসভায় বিল্ডিং প্ল্যান

পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে একের পর এক পুরকর্মী গ্রেপ্তারের পরে গত ৩০ ডিসেম্বর পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। এরপরে পুরসভার চেয়ারম্যানের ফাঁকা জায়গায় কে বসবেন তা নিয়ে একাধিক নামের চর্চা শুরু হয় জেলা রাজনীতিতে। অবশেষে মঙ্গলবার সেই জল্পনার অবসান ঘটে। চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব নিয়ে অপণা বলেন, 'দল যে দায়িত্ব দিয়েছে তা সাদরে গ্রহণ করছি। মন্ত্রী আমার ওপর যে ভরসা রেখেছেন তা অটুট রাখতে চাই। সেইসঙ্গে আগামীদিনে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে পুরসভাকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে চাই।' তবে আগামীদিনের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, যা কিছু পরিকল্পনা বোর্ড মিটিংয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলে তবে ঠিক করা হবে।

বদলে যাচ্ছে মহকুমা পরিষদের হলঘর, বসছে লিফট

নতুন সাউভ সিস্টেম বসানো হচ্ছে। হলঘরটিতে কোনও অনুষ্ঠান হলে সেখানে ১০০ জন মানুষও ঠিক করে বসতে পারতেন না এতদিন। এই সমস্যা মেটাতে হলঘরটির আয়তন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মূলত আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহকুমা পরিষদের এই সিদ্ধান্ত

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : একে তো ছোট্ট হলঘর, তার্ত্তপর আবার পাঁচতলায়। কিন্তু নেই লিফট। বর্তমান সময়ে কতজনই বা সিঁড়ি ভাঙতে চান। তাই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের হলঘরটি এখন বছরের সিংহভাগ সময়ই তালাবন্ধ থাকে। কেউ ভাড়া নিতে না চাওয়ায় মহকুমা পরিষদের এই ক্ষেত্রে আয় তলানিতে ঠেকেছে। এমন পরিস্থিতিতে হলঘরের খোলনলচে বদলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। পাশাপাশি, পরিষদের অফিসে লিফট বসানো হচ্ছে। সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন. 'এমনভাবে হলঘরটি তৈরি করা হচ্ছে, যাতে মানুষ অনায়াসে বসতে পারেন। লিফট বসানোর জায়গা রয়েছে। পূর্ত দপ্তর লিফট বসাবে।



এমন লিফট বসানো হচ্ছে যেখানে সাতজন একসঙ্গে অনায়াসে ওঠানামা করতে পারবেন। লিফট তৈরিতে খুব কিন্তু তা নেই মহকুমা পরিষদে। ফলে লিফট না থাকায় পাঁচতলায় অনুষ্ঠান

বেশি সময় লাগবে না। এখন পুরনিগমেও লিফট রয়েছে। সিঁড়ি ভাঙতে হয় প্রচুর মানুষকে।



এমনভাবে হলঘরটি তৈরি করা হচ্ছে, যাতে তিনশো মানুষ অনায়াসে বসতে পারেন। লিফট বসানোর জায়গা রয়েছে। পূর্ত দপ্তর লিফট বসাবে। এমন লিফট বসানো হচ্ছে যেখানে সাতজন একসঙ্গে অনায়াসে ওঠানামা করতে পারবেন।

> –অরুণ ঘোষ সভাধিপতি, মহকুমা পরিষদ

করার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখান না তেমন গুনতে হয়। পরিষদের অফিসে একটি কেউ। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকরা পাঁচতলা পর্যন্ত উঠতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে প্রায় দেড কোটি টাকা খরচ করে হলঘরকে নতুন রূপ দেওয়ার পাশাপাশি লিফট বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেখানে নতুন সাউন্ড সিস্টেম বসানো হচ্ছে। হলঘরটিতে কোনও অনুষ্ঠান হলে সেখানে ১০০ জন মানুষও ঠিক করে বসতে পারতেন না এতদিন। এই সমস্যা মেটাতে হলঘরটির আয়তন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মূলত আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহকুমা পরিষদের এই সিদ্ধান্ত। সরকারি হলঘর হওয়ায় কম খরচে ভাড়া পাওয়া যাবে। ফলে অনেকেই নতুন করে ভাড়া নেওয়ার জন্য আগ্রহ দেখাবে বলে মনে করছেন সভাধিপতি। শহরে হোটেলের হলঘর তবে সেটি পরবর্তীতে হবে বলে

ভাড়া করতে গেলে অনেক টাকা

পরিষদের ছাদে সোলার প্যানেল বসানো হচ্ছে। যার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। অরুণের কথায়, 'নিজস্ব আয় বাড়ানোর ওপর আমরা জোর দিয়েছি। সোলার প্যানেল কাজ শুরু করলে মাসিক ৫০ হাজার টাকা বিদ্যতের বিল সাশ্রয় হবে। ব্যাংকের থেকেও বাড়তি আয় হবে। তাছাড়া অনেক ঘরকে নতুন করে সাজানো হবে। দফায় দফায় সেই কাজগুলি করা হবে।' জানা গিয়েছে, মহকুমা পরিষদে সাউন্ড সিস্টেম গান চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

সভাধিপতি জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ভাড়ায় রয়েছে। ওই

ব্যাংককে নীচতলার আরও কিছটা

অংশ ভাড়ায় দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি

বিদ্যৎ বিলের বোঝা

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩০ সংখ্যা, বুধবার, ২৩ পৌষ ১৪৩১

শিক্ষায় দুর্ভাগ্য

<u></u> ৮-ডে মিলে শিশু-কিশোরের পেট ভরে। পুষ্টি খানিকটা হয়। স্কুলমুখী রাখে। কিন্তু দুপুরে ওই খাবারের জোগানটা বন্ধ হলে? কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট ভয়াবহ ইঙ্গিত দিচ্ছে। সমীক্ষাটি মন্ত্রকের 'ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন ফর এডুকেশন প্লাস (ইউ-ডাইস)'-এর।

যাচ্ছে, বাংলায় প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে স্কুলছুট নেই বটে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে একলাফে বেড়ে ১৭.৮৫ শতাংশ। ভয়াবহ নিঃসন্দেহে। মিড-ডে মিল বন্ধ হলে নিশ্চিতভাবে নীচু ক্লাসে একই পরিস্থিতি তৈরি হবে।

পরীক্ষানিরীক্ষার তো শেষ নেই। শিক্ষার কাঠামো নিয়ে, পদ্ধতি নিয়ে। শিক্ষকদের নিয়ে। প্রশ্ন হল, লাভ কতটা? অর্থাৎ যাঁদের জন্য এত কাঠখড় পোড়ানো, সেই নবীন প্রজন্ম কী পাচ্ছে? জবাব কে দেবে? সরকারের, প্রশাসনের পরিকল্পনায় আদৌ ভাবনাচিন্তা থাকে বলে মনে হয় না। সদ্য বাংলার শিক্ষা দপ্তরের একটি সিদ্ধান্ত নাকচ হয়ে গেল খোদ মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তিতে। শিক্ষা দপ্তর প্রাথমিক স্তরে সিমেস্টার চালু করবে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, মজা করে টুইঙ্কল টুইঙ্কল আবৃত্তি করতে শেখা খুদে পড়য়াদের ওপর সিমেস্টার আসলে একটি ভারী বোঝা। তাঁর মতে, ছাত্রছাত্রীদের ঘাড় থেকে বোঝা কমানোর নীতির পরিপন্থী এই সিদ্ধান্ত। মূল্যায়নের প্রথা চালু থাকা সত্ত্বেও তাঁর সরকারের শিক্ষা দপ্তর এমন একটা সিদ্ধান্ত কেন নিতে গেল, সেটা কি আদৌ বোধগম্য? যদিও সমীক্ষা বা গবেষণার ভিত্তিতে এরকমটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষা দপ্তর তা মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আনল না কেন?

এরকম নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় নেই শিক্ষা কর্তৃপক্ষের, সরকারের। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক সদ্য কলমের এক খোঁচায় পঞ্চম থেকে অন্তম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়েছে। তাহলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রথার কী হবে? সেই প্রথার আদৌ প্রাসঙ্গিকতা থাকবে কিং ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহ নেই। যদিও সেই মূল্যায়ন বাস্তবে যে ধারাবাহিক ও আন্তরিক থাকে না সবসময়, তার প্রমাণ ইতিপর্বে মিলেছে।

পাশ-ফেল হোক বা মূল্যায়ন- বিষয়টি যাই হোক, সাফল্য নির্ভর করে আন্তরিকতা, দায়বদ্ধতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার ওপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই গোড়ায় গলদ। ফলে পড়য়ারা পরীক্ষানিরীক্ষার গিনিপিগ হয়। কিন্তু তাদের লেখাপড়া, মানসিক বিকাশ ইত্যাদি এগোয় না। প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক স্তরে মিড-ডে মিল নির্ভর হয়ে থাকে শিক্ষা। চারদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠছে- সরকারি স্কুলে পড়য়া সংখ্যা কমছে।

পড়য়ার অভাবে সদ্য একটি স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের মাদারিহাট ব্লকে। আরও কিছু স্কুলে একই পরিস্থিতি। কোথাও শিক্ষক সংখ্যার চেয়ে পড়য়া কম। কেন এই অবস্থা? সহজ, সাধারণ যুক্তি দেওয়া হয়, সন্তানদৈর শিক্ষায় অভিভাবকদের ঝোঁক এখন বেসরকারি স্কুলে। সেই যুক্তি যদি সত্যিও হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেসরকারি স্কুলের মতো ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় না কেন?

এত ধারাবাহিক মূল্যায়ন, হলিস্টিক রিপোর্টের কথা বলা হয়, তাহলে পড়য়াদের ধরে রাখতে না পারা তো সরকারি ব্যর্থতা। সেই খামতির প্রতিকার না করে সরকার কী করতে চলেছে? সদ্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, পড়য়া সংকটে ধুঁকতে থাকা স্কুলকে চালু স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে। তিনি সম্ভবত ভেবে দেখেননি, এতে অনেক পড়ুয়ার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব বাড়বে।

যে সমস্যা স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। স্কুলের প্রতি আকর্ষণ নম্ভ হতে পারে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকের চাকরি নিরাপদ হতে পারে। কিন্তু পড়য়াদের পড়াশোনা নিশ্চিত হবে কি না সন্দেহ। এখন প্রাথমিক স্কুলগুঁলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত জানার কাজ চলছে। যা শেষ হলে স্কুল সংযুক্তি আরও নিখুঁত হবে। এই মনোভাবে গুরুত্ব পাচ্ছেন শিক্ষকরা। পড়ুয়া কিংবা শিক্ষা নয়। দুর্ভাগ্য এটাই।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই প্রমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবৈন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সাম্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুৰ্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

আলোচিত

সামি কখন সুস্থ হবেন? উনি লম্বা সুময় ধরে এনসিএ-তে বসে আছেন। আমি জানি কতদিন ধরে। ওঁর কী অবস্থা, সেটা নিয়ে কেন কোনও সঠিক তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। আমি দায়িত্বে থাকলে ওঁকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যেতাম।



বারাণসীতে ছাদের ওপর বসে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে একটি বাঁদর। হাতে মাঞ্জা দেওয়া সুতো। তার হাতের টানে ঘুড়িটি কখনও লাট খাচ্ছে, কখনও ঠিকভাবে উড়ছে। শেষে দক্ষতার সঙ্গে নিজের কাছে ঘুড়ি টেনে আনে। বাঁদরের ঘডি ওড়ানোর ভিডিও ঝড় তুলছে।









মোজা–মাপটা

একবার বিবেকানন্দর গর্ভধারিণী ভবনেশ্বরী দেবী বেলুড় মঠে এসেছেন। এসেই একতলা থেকে উঁচু গলায় বিশ্ববিজয়ী ছেলেকে ডাক দিলেন, বিলু-উ-উ। মায়ের গলা শুনে বিবেকানন্দ তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন।



পরিবার ও বৈরাগ্যের সংকটে বিবেকানন্দের সমাধান

শংকর

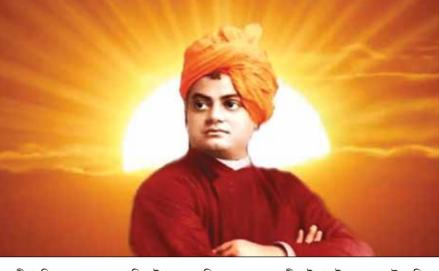
বিবেকানন্দ ২৪ বছর বয়সে সন্মাসী হয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য গৃহত্যাগী হয়েছিলেন ১৬ বছর বয়সে। ঘর ছেডে বেরিয়ে পড়ার আগে তাঁরা সংসারেই পরম আদরে লালিতপালিত হয়েছেন। আসলে, সন্ম্যাসী হয়ে তো কেউ এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন না।

নরেন্দ্রনাথের সংসারে আমরা একটু চোখ রাখি। বিলে ওরফে নরেন্দ্রনাথের জন্ম প্রকৃত অর্থে সোনার সংসারে। বিলে নামটি নিয়ে একটি ঘটনা বলি। একবার বিবেকানন্দর গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দেবী বেলুড় মঠে এসেছেন। এসেই একতলা থেকে উঁচু গলায় বিশ্ববিজয়ী ছেলেকে ডাক দিলেন, বিলু-উ-উ। মায়ের গলা শুনে বিবেকানন্দ তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। এবং নীচু গলায় মায়ের সঙ্গে কথাবার্তায় ডুবে গেলেন।

বিলের ছেলেবেলার কথায় ফিরি। ভুবনেশ্বরী দেবী ছেলের দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে বলেছিলেন, 'চেয়েছিলাম শিবকে, পৈলাম এক ভূতকে।' সত্যি বলতে, এমন কথা সব দেশের সব মায়েরাই বোধহয় তাঁদের দস্যি ছেলেদের বলে থাকেন। ছোটবেলায় বিলের মতো বোম্বেটে ছেলেকে সামলানোর জন্য একজন নয়, দুজন পরিচারিকা রাখা হয়েছিল। তাঁদের দুজনকেই হিমসিম খাইয়ে ছাড়তেন বিলে। মায়ের কাছে চিরকালের বিল হয়েই ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তবে কীভাবে বিলে অথবা বীরেশ্বর নরেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন, সেই রহস্য জানা নেই।

এখানে বলে রাখি, বিলু ভুবনেশ্বরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন না। যদিও পরবর্তী সময়ে বীরেশ্বরকেই বড়ছেলের সমস্ত দায়িত্ব মাথাপেতে নিতে হয়েছিল। সংসারত্যাগী হয়েও সেই বিরাট মানসিক দায়িত্বকে তিনি কোনও দিন স্বার্থপরের মতো দূরে সরিয়ে রেখে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেননি। বিশ্বজগতে অনেকেই সন্মাসী হয়েছেন, কিন্তু পরিবার ও বৈরাগ্যের উভয়সংকট এবং তার বিস্ময়কর সমাধানই বিবেকানন্দকে বিবেকানন্দ করে তুলেছিল।

বিলুর যে বীরেশ্বর নাম, তা ভগিনী নিবেদিতাই বোধকরি প্রথম সেই অর্থে সর্বসমক্ষে এনেছিলেন। বিলুর আরেকটি ডাকনাম ছিল। যে মানুষটি দীর্ঘদেহী, পৌনে ছ-ফুট লম্বা, তাকে তাঁর ন'ঠাকুরদা গোপাল দত্ত বেশ মিঠে একটা ডাকে ডাকতেন। ডাকতেন 'বেঁটে শালা' বলে। এই বিশেষণ ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়, দত্ত পরিবারের পূর্বসূরিরা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কতটা ছিলেন! সবমিলিয়ে বিবেকানন্দরা ছিলেন দশ ভাইবোন। ভূবনেশ্বরীর প্রথম সন্তানটি ছিল পুত্র। তার অকালে মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা যায়। এই সন্তানের অভাবনীয় সৌন্দর্যের প্রশংসা করতেন ভূবনেশ্বরী দেবী। সে ছেলে ছিল নাকি পিতামহের মতো দেখতে। একটি সূত্রে জানা যায়, ভুবনেশ্বরীর প্রথম সন্তানটি মাত্র আট মাস বয়সে মারা যায়। পরের সন্তানটি কন্যা। তারও মৃত্যু হয় শৈশবে। নাম পর্যন্ত জানা যায় না। এই কন্যাটি আড়াই বছর বেঁচেছিল। তৃতীয় সন্তান হারামণি মাত্র ২২ বছর বেঁচেছিলেন। এঁর সম্বন্ধেও তেমন কিছু তথ্য মেলে না। চতুর্থ সন্তান স্বর্ণময়ী। তিনি অবশ্য দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। স্বামীজির ভিটেতেই বসবাস করেছেন দীর্ঘদিন। এই দিদিটি ভাই নরেনের প্রতি বেশ আরেকটি খবর, ভুবনেশ্বরীর এই জামাই পুনরায় বিয়ে অন্যদিকে বিলেতে ভাইয়ের খরচ চালানোটা সহজ



স্নেহশীলা ছিলেন। নরেনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রতি বছর স্বর্ণময়ী বেলুড় মঠে দশ টাকা পাঠাতেন। এমন কথা উল্লেখ করেছেন বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ। রামকুষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যরা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দিদি এই টাকা পাঠিয়ে গিয়েছেন। টাকা পাঠানো বা চাঁদা দেওয়ার বিষয়টি শুরু করেছিলেন বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবী। হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, নচেৎ স্বামী প্রেমানন্দ বাড়ি থেকে এই টাকা নিয়ে যেতেন।

ভূবনেশ্বরীর পঞ্চম সন্তানটিও ছিল কন্যা। তার মৃত্যু ইয়েছিল মাত্র ছ-বছর বয়সে। নরেন্দ্রনাথ আসলে ভূবনেশ্বরীর ষষ্ঠ সন্তান। বেঁচেছিলেন মাত্র ৩৯ বছর। সপ্তম সন্তান কিরণবালা আনুমানিক ১৮-১৯ বছর বেঁচেছিলেন। গর্ভের অষ্টম সন্তান বেঁচেছিলেন আনুমানিক ২৫ বছর। নবম সন্তান মহেন্দ্রনাথ ও দশম ভূপেন্দ্রনাথ। বংশের এই দুই কনিষ্ঠ সন্তান বেঁচেছিলেন যথাক্রমে ৮৮ বছর ও ৮১ বছর। ভূবনেশ্বরীর কন্যাদের পরিবারের খবরও তেমন বিস্তারিত পাওয়া যায় না।

বিবেকানন্দের জন্মভিটে অধিগ্রহণের জন্য একসময় বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল মঠ-মিশনকে। মহারাজদের সে এক প্রাণান্তকর পরিশ্রম। পার্থ মহারাজ অর্থাৎ স্বামী বিশোকানন্দ ছিলেন মূল দায়িত্বে। তাঁর সূত্রেই জানা যায়, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের জমি অধিগ্রহণের সময় বেশ কয়েকজনকে পুনবাসিত করতে হয়েছিল। তাঁদের দেওয়া হয়েছিল নতুন ফ্ল্যাট। এঁরা প্রত্যেকেই বিবেকানন্দের বোনের দিক থেকে বংশধর। কারণ, ভুবনেশ্বরীর তিন পুত্রসন্তানের কেউই বিয়ে করেননি। একটি সূত্রের খবর, যোগীন্দ্রবালা নামে যে বোন স্বামীজির পরিব্রাজককালে সিমলা পাহাড়ে শৃশুরবাড়িতে আত্মহত্যা করে নিজের জ্বালা জুড়িয়েছিলেন, তাঁর দুটি নাবালিকা কন্যার দায়িত্বও একসময় নিতে হয়েছিল নিঃসম্বল ভুবনেশ্বরী দেবীকে।

করেন। ভূবনেশ্বরী সেই জামাই এবং নতুন বৌকে নিজের বাড়িতে এনে আপ্যায়িত করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, বঙ্গদেশে ভূবনেশ্বরী দেবীর মতো মায়েদের মন কতটা বড! আবার কতটা বেদনাদায়ক ঘটনা মায়েরা মুখ বুজে সহ্য করে নিজের কর্তব্য পালন করতে পারেন। স্বামীজির দিদি ও বোনেদের সম্পর্কে যেসব তথ্য

পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— বড় দুই দিদি ইংরেজি শিক্ষার আলোকলাভ করেছিলেন। তাঁরা বেথুনে পড়ার মতো সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ছোট দুই বোনও মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদুষী হয়েছিলেন। বলে রাখি, বাবার মৃত্যুর সময় বিবেকানন্দের বয়স ছিল ২১ বছর। মেজো ভাই মহেন্দ্র তখন ১৫ এবং ভূপেন্দ্রনাথ নিতান্তই কম বয়সের, মাত্র তিন।

দশ সন্তানের মা ভূবনেশ্বরী দেবী। অকালবৈধব্যে জর্জরিত হয়েও কী বিপুল দুঃখের বোঝা আমৃত্যু তিনি নিঃশব্দে বহন করেছিলেন! স্বামীজিও যে ঘরের জন্য, পরিবার-পরিজনের জন্য উতলা হতেন না, তা নয়। বিভিন্ন চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। মহাবৈরাগ্য অবস্থায় একটি চিঠিতে লিখছেন, 'আমি অতি অকৃতী সন্তান, মাতার কিছু করিতে পারিলাম না. কোথায় তাদের ভাসিয়ে দিয়ে চলিয়া আসিলাম।' এই চিঠি যেন মায়ের কাছে স্বামীজির ক্ষমা চাওয়ার শামিল।

সিমলে পাড়া। সিমলার গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের দত্তবাড়ি। এঁরা ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ি কাশ্যপগোত্রীয়। এঁদের বিপুল বিত্তসম্পদের পিছনে ছিল বংশানুক্রমে আইন ব্যবসায় সাফল্য। সেই সূত্রেই বিবেকানন্দও আইন পড়েছিলেন। অ্যাটর্নি হিসাবে অফিসে শিক্ষানবিশি করেছিলেন। অথচ সেই তিনি মেজো ভাই মহেন্দ্রনাথ বিলেতে আইন পড়তে হাজির হয়েছেন শুনে বেজায় বিরক্ত হয়েছিলেন। একদিকে নিজের আর্থিক টান,

নয় বলেই হয়তো! যাইহোক, উকিল ও অ্যাটর্নিতে ভরা সিমলের দত্ত পরিবার। এই বংশের বিপুল সমৃদ্ধি যেমন ওকালতি থেকে, তেমনি পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্ব হারানোর দর্ভাগ্যও এই পরিবারের কপালেই জটেছে। কন্ট হয় এই ভেবে যে, জাগ্রত বিবেক বিবেকানন্দের স্বল্পপরিসর জীবনকে সর্বক্ষেত্রেই বিষময় করে তুলেছিল এই জ্ঞাতি শত্রুতা। হয়তো বা, নিতান্ত স্বল্প বয়স থেকে দুর্বিষহ যন্ত্রণা না ভোগ করতে হলে তিনি আরও কিছুদিন এই ধরাধামে থাকতে পারতেন।

এই যে দত্ত বংশ, এঁদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার দত্ত-দরিয়াটানা বা দেরেটনা গ্রাম। এই গ্রামেরই মানুষ রামমোহন দত্ত। নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ। সুপ্রিম কোর্টের ফারসি আইনজীবী ছিলেন। অভিজাত জীবনযাপন করেও তিনি বহুল পরিমাণে অর্থ ও সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন। সালকিয়ায় তাঁর দুটো বাগানবাড়ি ছিল। খিদিরপুরেও ছিল প্রচুর জমিজমা। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে কলেরায় রামমোহনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে রেখে যান এক বিধবা কন্যা ও দুটি শিশুপুত্রকে। রামমোহন দত্তের বড ছেলে দগপ্রিসাদ। বিবেকানন্দের পিতামহ। তিনিও অ্যাটর্নি অফিসে যুক্ত ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তন হয়। যৌথ পরিবার। সেই পরিবারে তাঁর স্ত্রী অপমানিত হচ্ছেন, এই দুঃখে দুগপ্রিসাদ একবার বসতবাটী ত্যাগ করেছিলেন। পরে সন্যাসজীবন গ্রহণ করেছিলেন। সন্যাসী হয়ে যাবার পরও দুর্গাপ্রসাদ মাঝে মাঝে টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে উত্তর ভারত থেকে কলকাতায় আসতেন। ভিক্ষাপুত্রের সিমলা স্ট্রিটের বাড়িতে বাস করতেন। একবার তাঁকে ঘরে আটকে রাখবার জন্য দরজায় তালা লাগানো হয়। তিনদিন পরে দেখা যায়, তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। তাঁকে ছেডে দেওয়া হয়।সেই যে ঘর ছাড়লেন দুর্গাপ্রসাদ, আর কখনও

বাবার এইরূপ অবস্থার কারণে, স্বামীজির বাবা বিশ্বনাথ দত্তকে তাঁর কাকার করুণায় প্রায় অনাথরূপে বেঁচে থাকতে হয়েছিল। স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বারকয়েক ব্যবসার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। পরে অবশ্য আইনি ব্যবসায় সাফল্যলাভ করেন। স্বামীজির বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী। একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবের কারণে সেই বইটি ঠাকুরদার খুড়তুতো ভাই, ডাক বিভাগের পদস্থ কর্মচারী গোপালচন্দ্র দত্তের নামে প্রকাশিত হয়। অন্যের নামে নিজের রচিত গ্রন্থ প্রকাশের একই দুর্ভাগ্য পুত্র বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। পুর্বাশ্রমে অপরের নামে. এমনকি প্রকাশকের নামে নরেন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটা বই লিখেছিলেন। সেই লেখা থেকে অতি সামান্য অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল গানের বই, ইংরেজি কথোপকথনের বই এবং বাংলা অনুবাদের বই।

অন্যদিকে, গর্ভধারিণী জননী ভবনেশ্বরী দেবীও কোনও অংশে কম ছিলেন না। মা-বাবার নয়নের মণি ছিলেন তিনি। তাঁদের একমাত্র সন্তান। অসামান্যা সন্দরী. সুগায়িকা এবং শ্রুতিধর। একবার শুনে যে কোনও কবিতা মুখস্থ বলতে পারতেন। স্মৃতিশক্তির এই আশীর্বাদ পেয়েছিলেন তাঁর দুই সন্তান, বিবেকানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ।

জীবন স্যরের প্রয়াণে ইতিহাস পাঠে শূন্যতা

পবিচালন সমিতির সাবেক জীবন মুখোপাধ্যায় সভাপতি স্যরের প্রয়াণ নতুন ইতিহাস লিখনে অভাববোধের জন্ম দিল। সেই ক্লাস ফাইভের পর থেকে



বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন ইতিহাসের ভালো বই মানে যে এবং সেই কলেজের লেখকের নামটা উচ্চারিত হত তা হল জীবন মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস বই। ইতিহাসের মতো এক কঠিন বিষয়কে এত সহজ-সরলভাবে তিনি লিখতেন যে, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবার সাজেশনের বইয়ের তালিকায় তাঁর বই থাকত।

বিশেষ করে আমরা যারা ইতিহাস বিষয়টিকে ভালোবেসে উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়েছি, তার পেছনে অবদান জীবন স্যরের ইতিহাস বিষয়ের সব বই। তাঁর প্রয়াণে যে শুন্যস্থান তৈরি হল তা ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। জীবন মুখোপাধ্যায় স্যরের প্রতি অন্তর থেকে শতকোটি শ্রদ্ধার্ঘ্য

রাসেল সরকার, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক: সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জন্সী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সর্রাণ, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস: সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন: ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন: ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা

অফিস: মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন: ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ :

৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail. com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

–যন্ত্ৰণায় নাজেহা



'একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?' সুকুমার রায়ের অবাক জলপান নাটকের সেই পথিকের মতো অবস্থা এখন শিলিগুড়ির ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডবাসীর। বিকেলে তো জল আসেই না. সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার সময় যাও বা আসে তার গতি বড়ই কম এবং বেশিক্ষণ থাকেও না। স্বভাবতই তাতে বাসিন্দার চাহিদা মিটছে না।

এর আগে পুরসভার ঘোষণা অনুযায়ী, ২৬ ডিসেম্বর থেকে জঁল সরবরাহ বন্ধ ছিল। তারপর কবে যে স্বাভাবিক হয়েছে তা অদ্যাবধি বুঝে উঠতে পারলেন না বাসিন্দারা। কারণ, জল তো ঠিকমতো আসছেই না। ২৭ ডিসেম্বরের উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'একট জলের জন্য হাপিত্যেশ শিলিগুডির' শীর্ষক প্রতিবেদনে পড়েছিলাম মেয়র বলছেন, 'আমি তো জল পাচ্ছি বাড়িতে। কোনও সমস্যা হচ্ছে না। যা সংকট আছে তা সংবাদমাধ্যমে।' অত্যন্ত হাস্যকর বক্তব্য। যে সময় পুরসভার ঘোষণা অনুযায়ী প্রায় গোটা শহর জল পায়নি, তখন মেয়র কি শুধু স্মিতা বিশ্বাস, শিলিগুড়ি।

নিজের বাড়ির জলেরই খোঁজ রাখবেন? তাহলে তিনি কীসের মহানাগরিক যদি শহরবাসীর ভালো-মন্দের খোঁজই না রাখতে পারেন?

এভাবে এক মাস পরপরই যদি জলকস্টে ভুগতে হয় তাহলে তো খুব মুশকিল। কারণ, এতে তো পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ বা মেয়রের কিছ যায় আসে না। গ্যাঁটের কডি খরচ হয় আমজনতার।

তাই বলছি, আমজনতাকে যদি প্রায় প্রায়ই জল কিনে খেতে হয় তাহলে পুনরায় জল কর চালু করুক পুরসভা। কারণ, বাম আমলে জল কর নেওঁয়াতে পরিষেবাতে এমন ব্যাঘাত ঘটত না।

আরও মজার বিষয়, যখনই শহরে ওয়ার্ড উৎসব চলে তখনই জলের পরিষেবায় যেন আরও বেশি ব্যাঘাত ঘটে। সবে তো নতুন বছর শুরু হয়েছে, এখনই যদি জল পরিষেবার এমন হাল হয়, বাকি বছরের কথা ভেবে আতঙ্ক হয় বইকি!

🥌 পত্রলেখকদের প্রতি যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ চান তারা নিম্নালাখত হ—মেল বা হোয়াচসত্য্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে। –ঃ ঠিকানা ঃ– সম্পাদক, জনমত বিভাগ ক্ষেসংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১ ই—মেল janamat.ubs@gmail.com হোয়াটসত্যাপ 9735739677

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়

আবার শুটআউট! এবারে মালদায় দৃষ্কতীর গুলিতে রাজনৈতিক নেতা খুন। তারপর সন্দেশখালিতে এক নেতার বাডি লক্ষ্য করে গুলি চলেছে। এর আগে হাওড়া, বহরমপুর, ইসলামপুর, ভাটপাড়া ইত্যাদি নানা জায়গায় শুটআউটের ঘটনা ঘটেই চলেছে। কী কারণে এত জায়গায় মাঝে মাঝে গুলি চলছে, এত বন্দুক, গুলি এসব কোথায় পাচ্ছে, সেটা দেখা এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা পুলিশের কাজ। কিন্তু নিরাপত্তার অভাবে উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের।

একে এত শুটআউটের ঘটনা. সেইসঙ্গে রয়েছে প্রায়ই বোমা তৈরি করতে গিয়ে আহত বা নিহত হওয়ার খবর। একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, সারা রাজ্যে অপরাধীদের কাছে প্রচুর বন্দুক, গুলি, বোমা মজত রয়েছে। এছাডা পড়িশি রাজ্য থেকেও যে কেউ এসে গুলি চালিয়ে কাউকে মেরে ফেলতে পারে। হয়তো সেজন্যই এখনকার নেতা-মন্ত্রীরা সবসময় নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে চলাফেরা করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়? পুলিশ তার ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করলে রাজ্যবাসী নিশ্চিন্ত হবেন। আশিস রায়চৌধুরী, শিলিগুড়ি।

মেয়রকে ধন্যবাদ

২৫ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'সিকিমের বর্জ্যে ক্ষুব্ধ গৌতম' শীর্ষক সংবাদটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রশ্ন হল, সিকিম কেন শিলিগুড়িতে বিপজ্জনক বর্জ্য ডাম্পিং করবে? সিকিমের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোনও শত্রুতা আছে বলে তো মনে হয় না। বরং সুসম্পর্ক আছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতি বছর বহু পর্যটক সিকিমে বেডাতে যান। তাতে সিকিমেরই উপকার হয়। নিজের রাজ্যকে পরিষ্কার রাখতে প্রতিবেশী রাজ্যের জনগণকে বিপদে ফেলা ঘোরতর অন্যায়। এই ধরনের অন্যায় কাজ অবিলম্বে সিকিম সরকারের বন্ধ করা উচিত। আমি এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমাদের শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব পুলিশ প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

ডঃ স্মতিকণা মজমদার আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দর্জ ■ ৪০৩৪

পাশাপাশি: ২। আব্বাকে আদরের সম্ভাষণ ৫। শিক্ষা,অভ্যাস করা ৬। দাম নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা ৮। আপস, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত ৯।খরগোশ ১১।কর্মকুশল ১৩।মিষ্টিদ্রব্য পাক করার কাজ ১৪। পাতিপাতি করে খোঁজা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার। উপর-নীচ : ১। জোড়হাত ২। ফলবিশেষ, সাধারণ লোকবিষয়ক ৩। উপ্র টক লেবুবিশেষ, গোঁড়া লেবু ৪। কাছারি, অফিস, বই খাতাপত্রের বাভিল ৬। বার, খেপু, অবস্থা, পরিণতি ৭। ডাঁশ ৮। রূপো ৯। ব্রাহ্মণের উপাধি, কৌতুকে কিংবা অহংকারে প্রযুক্ত স্বয়ংবাচক উপাধি ১০। সম্পূর্ণ নতুন, অপূর্ব ১১। সোনা ১২। পাতে দেওয়ার অযোগ্য ভাত, অখাদ্য ১৩। আলাদা,পৃথক, অন্যরকম।

পাশাপাশি: ১।চক্রবাক ৩।সবিতা ৫।বচনবাগীশঙ।মিতালি ৭। হামেশা ৯। সমভিব্যাহার ১২। তিমির ১৩। মান্যবর। উপর-নীচ: ১। চক্রনেমি ২। কদাচ ৩। সধবা ৪। তালাশ ৫। বলি ৭। হার ৮। শালোয়ার ৯। সন্ততি ১০। ভিতর ১১। হাঙ্গামা।

বিন্দুবিসর্গ





প্রশ্ন বিচারকের

এসএসকেএম থেকে উদ্ধার হওয়া জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিঠি নিয়ে মঙ্গলবার নিম্ন আদালতের বিচারকের একাধিক প্রশ্নের মুখে



৫৮ হাজার

ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবিরে পাঁচদিনে ৫৮ হাজার মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন।



আজ বৈঠক

৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হবে। তার আগে বুধবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে মুখ্যসচিব সহ শিল্প



কোর্টের দারস্থ গণধর্ষণের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সন্দেশখালির এক মহিলা। এই ঘটনায় পুলিশি

নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

গঙ্গাসাগরমেলায় নিরাপত্তায় অগ্রাধিকার মমতার

বাংলাদেশ নিয়ে সতৰ্কতা

গঙ্গাসাগর, ৭ জানুয়ারি : বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সতর্কতার পরই গঙ্গাসাগরমেলার নিরাপতা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জল, স্থল ও আকাশপথে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে মঙ্গলবার জানান তিনি। এদিন গঙ্গাসাগরের হেলিপ্যাড ময়দানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এসে তাঁর উদ্বেগের কথাও প্রকাশ করেন মমতা। নিরাপত্তা নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি ফেরার সময় তিনি কপ্টার নিয়ে মেলার ওপর এক চক্করও কাটেন।

এদিন ৩০টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মমতা। প্রকল্পগুলির মোট বরাদ্দ ১৫৩ কোটি টাকা। এছাড়াও ১৯টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পগুলির জন্য ৬০.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর ফলে ১৯ লাখ মানুষ উপকৃত হবেন।



মঙ্গলবার সাগরদ্বীপে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি : রাজীব মণ্ডল

গঙ্গাসাগরের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার কী কী করেছে তা ব্যাখ্যা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, গঙ্গাসাগরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবার জন্য মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন টেনে আনা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জন্য কোস্টাল গার্ডের সঙ্গে কথা হয়েছে। জল, সুন্দরবন পুলিশ জেলা, গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানা, স্থল, আকাশপথে নজরদারি চালানো হবে।

কাকদ্বীপে হারউড পয়েন্টে কোস্টাল থানা করা হয়েছে। তিনটি স্থায়ী হেলিপ্যাডও করা হয়েছে। চালু হয়েছে সুলভে কলকাতা-গঙ্গাসাগর কপ্টার পরিষেবা। এছাড়া অসুস্থদের জন্যও কপ্টার পরিষেবা চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, নদী পারাপারের সুবিধার জন্য মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিং করে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত লক্ষে যাতায়াত করতে পারবেন সকলে। মেলার জন্য ২২৫০টি সরকারি বাস ও ২৫০টি বেসরকারি বাস, ৯টি বার্জ, ১০০টি লঞ্চ ও ২১টি জেটি ব্যবহার করা হবে। সমস্ত বাস, ভেসেল ও লঞ্চে স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং ও জিপিএসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেলার সময় নিরাপত্তা দেখার জন্য ৫-৬ জন প্রধান সচিব ও ১০ জন মন্ত্রী থাকবেন। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য গাড়ির গতিতে রাশ টানা হচ্ছে। বড়বাজার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত রাস্তায় ৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে গাড়ি চালানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'ওপার বাংলা থেকে কোনওরকম সমস্যা যাতে করতে না পারে তার

প্রতিমন্ত্রীকে কাজ দিন, পূর্ণ মন্ত্রীদের কড়া হুঁশিয়ারি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীদের বসিয়ে রাখা চলবে না, তাঁদের কাজ দিতে হবে। রাজ্য সরকারের সব দপ্তরের সতীর্থ মন্ত্রীকে এমনই হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

দপ্তরের কাজের ছড়িটা বলতে গেলে পূর্ণমন্ত্রীরাই ঘুরিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিমন্ত্রীদের এ হেন অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কানে এসে পৌঁছোতেই কড়া মনোভাব নিয়েছেন তিনি তাতেই নড়েচড়ে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রীরা। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীদের কাজের দায়িত্ব দিতে তৎপর হয়েছেন তাঁরা।

নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর কড়া মনোভাব জানার পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজ ভাগ করে নিয়েছেন মন্ত্ৰী উদয়ন গুহ। উত্তরবঙ্গের আট জেলার দায়িত্বে তিনি। তাঁর দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন মালদা জেলার বিধায়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে এখন তিনি শুধুই মালদা জেলার দায়িত্ব। মঙ্গলবার যোগাযোগ করা হলে সাবিনা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে বলেন, 'শুধু মালদা জেলাটাই আমি দেখছি। জেলায় যা কিছু সবটাই আমার দায়িত্বে। উত্তরবঙ্গের অন্য ৭ জেলায় দায়িত্বে রয়েছেন দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী।'

উত্তরবঙ্গের আট জেলার মধ্যে মাত্র একটি জেলার দায়িত্বে থেকেই তিনি সম্ভষ্ট কি না জানতে চাওয়া হলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'না না কোনও অসুবিধা নেই তাতে। পূর্ণমন্ত্রীর সঙ্গে সমন্বয় করেই সব কাজ হচ্ছে। যোগাযোগও আছে। আলোচনা



মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমরা দপ্তরের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছি। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন শুধু মালদা জেলার দায়িত্বে আছেন। জেলার সবটা উনি দেখছেন।

উদয়ন গুহ

করেই কাজ হচ্ছে।' বিষয়টি এদিন এডিয়েও যাননি দপ্তরের পর্ণমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমরা দপ্তরের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছি। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন শুধু মালদা জেলার দায়িত্বে আছেন। ওঁই জেলার যা কিছ উন্নয়ন ও পবিকল্পনার কাজ তিনিই দেখছেন। জেলার সবটা উনি দেখছেন। এ ব্যাপারে নাক গলাই না আমি। এছাডা দপ্তরের সব কাজ নিয়েই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রতিমন্ত্রীও থাকেন। সমন্বয়ের কোনও অভাব নেই। অসুবিধা কিছু হচ্ছে না।'

একমাত্র উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ছাড়াও সরকারের একাধিক দপ্তরের একাধিক প্রতিমন্ত্রী আছেন। সেই সব প্রতিমন্ত্রীর আলাদা করে কী কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সরকারিভাবে অধিকাংশের ক্ষেত্রে তা জানা যায়নি। নবান্নে একাধিক পূর্ণমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। মুখে তাঁরা কুলুপ এঁটে রয়েছেন। প্রবীণ এক মন্ত্রীর মন্তব্য, 'আমাদের কাজ ভাগের কথা প্রকাশ্যে আপনাদের বলব কেন? সব কিছুরই তো একটা 'ডেকোরাম' আছে। দপ্তরের কাজ তো আমরা করছি সবাই মিলেই। পূর্ণমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এসব ভাগাভাগি কেন ?'

শীতের সকালে মল্লিক ঘাটে। মঙ্গলবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

নন্দীগ্রামে 'গদ্দার' স্লোগান শুভেন্দুকে

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি নন্দীগ্রামে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান গিয়ে তৃণমূলের মুখে 'গদ্দার শুভেন্দু শুনতে হল বিরোধী দলনেতাকে আক্রমণ আর পালটা আক্রমণে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান এবারেও তৃণমূল-বিজেপির কাদাছোড়াছুড়ি থেকে রেহাই পেল না।

প্রতিবছরের মতো মঙ্গলবার নন্দীগ্রামে শহিদ দিবস পালনের আয়োজন করেছিল তৃণমূল। জমি রক্ষার আন্দোলনে ২০০৭ সালের ৭ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে গুলিতে নিহত হন জমি আন্দোলনের তিন কর্মী। সেই ঘটনার জন্য সিপিএমকে দুষে শহিদ তর্পণের শুরু। এরপর থেকে দিনটিকে স্মরণ করে প্রতিবছর নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় শহিদ দিবস হিসাবে পালন করে তৃণমূল। তৃণমূলে থাকাকালীন শুভেন্দই ছিলেন এই কর্মসূচির কান্ডারি। কিন্তু, ২০২০ সালের পর ১৯ ডিসেম্বর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে শহিদ দিবস পালনের এই কর্মসূচি নিয়ে টানাপোড়েনের শুরু তৃণমূল বনাম বিজেপিতে. লোকে বলে আসলে তৃণমূল বনাম শুভেন্দুতে। এদিন সেই শহিদ দিবস উপলক্ষ্যেই মঙ্গলবার ভোরে সোনাচূড়ার ভাঙাবেড়্যার শহিদ মঞ্চে যান তৃণমূলের রাজ্য নেত্রী জয়া দত্ত, পটাশপুরের বিধায়ক ও জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক ও প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরির নেতৃত্বে ভুমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা। সেই মঞ্চ থেকেই শুভেন্দুকে নিশানা করেন তৃণমূল নেতারা। শুভেন্দুকে 'গদ্দার' বলে ধ্বনি দেন তাঁরা। তৃণমূলের কর্মসূচির পরে নন্দীগ্রামের শহিদ মিনারে আসেন শুভেন্দু। শহিদ বেদিতে মালা দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দাগেন তিনিও। নাম না করে আবু সুফিয়ানের উদ্দেশে বলেন, 'তারাচাঁদবাড় থেকে একটা চোর আজ সকালে এখানে এসে আমাকে গালাগালি করেছে। একটা জাহাজ বাড়ি বানিয়েছে চোরটা।' হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমি যার দিকে তাকাই তার কী অবস্থা হয় দেখেছেন তো? ওর অবস্থা সন্দেশখালির শাহজাহানের মতো হবে।'

বিকাশের মন্তব্যে কটাক্ষ

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : রাজ্যটা চোরেদের হাতে যাওয়ার জন্য কার্তিক, গণেশপুজো নিয়ে এখন মাতামাতি বঙ্গে। মা যদি ডাকাত হন, তাহলে তাঁর সন্তানসন্ততিরা তো চোর হবেই। কলকাতার উলটোডাঙায় একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে গিয়ে সিপিএম সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য মঙ্গলবার এই মন্তব্যে করেন। হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে এই ধরনের অসম্মানজনক মন্তব্যের জন্য সিপিএম সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্যের মানসিক ভারসাম্য নিয়েই কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে বিকাশের এই মন্তব্যে দারুণ চটেছেন শুভেন্দু। এক্স হ্যাভেলে এর প্রতিবাদ করে শুভেন্দু বলেন, হিন্দ দেবদেবীদের হেয় করা নিয়ে সিপিএমের এই বস্তাপচা মনোভাব উনি আগেও দেখিয়েছেন। নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দেখাতে হলে উনি সংখ্যালঘু মুসলিমদের ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে কিছু মন্তব্য করে দেখান। না হলে লোকৈ ওঁর মানসিক ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন করবে। যদিও শুভেন্দুর আক্রমণের জবাবে বিকাশ বলেন, 'আমি কৌতুক করে বলেছি। তবে আমার মানসিক ভারসাম্য নিয়ে যারা চিন্তিত, সেই শুভেন্দুকে বলব, হিন্দু হিন্দু করে আপনি দিনরাত যা করে বেড়াচ্ছেন, তাতে নিজের মানসিক ভারসাম্য ঠিক আছে তো?'

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী

২০০০ কোটি খরচে ব্যর্থ সরকার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : প্রতিটি প্রকল্পের কাজ সময়ে শেষ করার জন্য বারবার সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে চলতি বছরের মার্চে। কিন্তু এখনও এই কমিশনের বরাদ্দ করা প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি রাজ্য সরকার। সোমবারই এই নিয়ে বৈঠক করেছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ এই টাকা মূলত আটটি জেলায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খরচ হয়নি। এই ঘটনায় ক্ষর নবার। বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কেন প্রকল্পের কাজ সময় মতো শেষ হয়নি, তা জানতে চেয়ে ওই আট জেলার জেলা শাসককে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পঞ্চায়েত চায় নবান্ন। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে দপ্তরের মাধ্যমেই জেলাগুলিকে নির্মীয়মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩১ মার্চের মধ্যে এই কাজ যাতে শেষ খরচ হয়নি। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন হয়, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা টাকা খরচে অনেক পিছিয়ে আছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছিল। ওই জেলার মধ্যে ২৫২ কোটি টাকা এখনও খরচই করা যায়নি। মুর্শিদাবাদ ৪৯৬ ২৩৭ কোটি টাকা তারা এখনও খরচ জানানো হবে।'

করতে পারেনি। উল্লেখযোগ্যভাবে কোচবিহার ও নদিয়া বরান্দের ৮০ শতাংশই খরচ করে ফেলেছে। ফলে এই দুই জেলার কাজে সন্তোষপ্রকাশ করেছে নবান্ন। এই টাকায় রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশির ব্যবস্থা করার

২ জানুয়ারি নবান্ন সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন, কোনও প্রকল্পের কাজ ফেলে রাখা যাবে না। তারপরই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচের খতিয়ান দেখতে গিয়ে অর্থ দপ্তর জানতে পারে, ৮ জেলা টাকা খরচে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তারপরই এই জেলাগুলির জেলা শাসককে চিঠি পাঠানো হয়।

চলতি বছরের এপ্রিল থেকেই ষোড়শ অর্থ কমিশন শুরু হবে। তার আগেই সব কাজ শেষ করতে রাজ্যের জেলাগুলির জন্য ৫,১৬৬ ১ হাজার কোটি টাকা এখনও পর্যন্ত শেষ হওয়ার আগে যাতে এই কাজ নবান্ন সত্রে জানা গিয়েছে, শেষ হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলাকে প্রতি সপ্তাহে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

রাজ্যের এক প্রবীণ মন্ত্রী বলেন. 'পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করতে না পারলে জন্য বরাদ্দ হওয়া ৫৩২ কোটি টাকার বিজেপি তা হাতিয়ার করতে পারে। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে পারলে যোড়শ অর্থ কোটি টাকা পেয়েছিল। তার মধ্যে কমিশনে অতিরিক্ত বরান্দের দাবি

তিহিংসার শিকার, আবাসে সতৰ্কতা সওয়াল কুন্তলের কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ট্যাবের পর আবাস যোজনার টাকাও

গঙ্গাসাগরমেলা উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীদের জন্য আনা হল অস্থায়ী ঘর তৈরির সামগ্রী। মঙ্গলবার সাগরদ্বীপে। - পিটিআই

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেই রাজ্যের ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গাওয়ার কারণে জেলে যেতে হয়েছিল উত্তরবঙ্গের ২ জন উপভোক্তাকে সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি বিখ্যাত চরিত্র সরকারি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে চরণ দাসকে। আর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফোন করে তাঁদের মোবাইল ফোনে মুখ খোলায় তাঁর এই পরিস্থিতি বলে যাওয়া ওটিপি নম্বর জানতে চাওয়া আদালতে সপক্ষে সওয়াল করলেন হয়। সেই নম্বর বলার পরই তাঁদের কুন্তল ঘোষ। প্রাথমিকের নিয়োগ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়ে দুর্নীতিতে ইডির মামলায় মঙ্গলবার যায়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষ সহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন পরই নড়েচড়ে বসেছে নবান্ন। আবাস যোজনার টাকা যাতে হয়। সোমবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়, লোপাট না হয়, তার জন্য একগুচ্ছ মানিক ভট্টাচার্য সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে নির্দেশিকা জারি করেছে পঞ্চায়েত চার্জ গঠন হয়েছিল। এই নিয়ে নিম্ন ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। ওই নির্দেশিকা আদালতে মোট ৫৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল। জানতে

নিম্ন আদালতে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলে অভিযক্তদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে, তা উল্লেখ করেন বিচারক। তখনই অভিযুক্তদের ভর্ৎসনাও করেন তিনি। ওইসময় কুন্তল নিজেকে চরণ দাসের সঙ্গে তুলনা করেন।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ আদালতে পেশ করে ইডি। তার ভিত্তিতেই বিচারক শুনানির শুরুতেই বলেন, 'এই মামলায় আপনারাও যুক্ত ছিলেন। সকলেরই আলাদা আলাদা ভূমিকা ছিল। অপরাধ করে সম্পদ

করেছেন। ওই টাকা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নয় বলে দাবি করেছেন। আপনারা দোষী না নিদেষি?' কন্তল বলেন, 'আমি নির্দোষ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বলেছিলাম।

আমি নিদেষি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বলেছিলাম।

কুন্তল ঘোষ

বিচারক তাঁকে থামিয়ে তৎক্ষণাৎ বলেন, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বলার হলে ধর্মতলায় গিয়ে বলুন, এখানে নয়।' চার্জ গঠনের সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যের বক্তব্য, তিনি নির্দেষ। তবে বিচারক জানান, দুর্নীতিতে সাহায্য করেছেন কল্যাণ।

সাহায্য করেছিলেন তিনি। পার্থর থেকে ১৫ কোটি টাকা নিয়েছিলেন এবং সেই টাকা দিয়ে জমি কিনে স্কুল তৈরি করেন কল্যাণ। অর্পিতা মুখোপাধ্যায়েরও একই বক্তব্য। তিনি জানান, তিনি কোনও সরকারি পদে ছিলেন না। তাই তিনি কোনও বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। মানিক ভটাচার্যের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য ও সৌভিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে।

সরাতে ও লুকিয়ে রাখতে পার্থকে

বিচারক সৌভিক জানান মানিকের পুত্র হিসেবে টাকা লেনদেনে যুক্ত ছিলেন। দুটি কোম্পানি তৈরি করে টাকা লেনদেন করা হয়েছে। শতরূপা ভট্টাচার্যের নাম ব্যবহার করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বেআইনি লেনদেন করা হয় বলে অভিযোগ। তবে সৌভিক ও শতরূপা দুজনে নিজেদের নিদেষি দাবি করেন। তাপস মণ্ডলও এদিন নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। এদিন সাক্ষীদের তালিকায় পার্থকে ৩ জনের নাম জমা দেয় ইডি। ১৪,২০,২৭ জানুয়ারি রুদ্ধদার কক্ষে তিনি কয়েকটি সংস্থার অধিকতা তাঁদের সাক্ষ্যগ্রহণ হবে।

কর্মী নিয়োগের অনুমতি চাইল পরিবহণ দপ্তর

রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ওপর প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই সোমবার সংস্থায় এই মুহূর্তে ১৩৩০ জন রাস্তায় বাসের অবস্থা খতিয়ে দেখতে সল্টলেক তথ্যপ্রযুক্তি তালুকে যান পরিবহণমন্ত্রী। এই নিয়ে পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হয়। সেখানেই সামনে এসেছে, মূলত চালক ও কনডাক্টরের অভাবেই শহরে অতিরিক্ত বাস চালানো যাচ্ছে না।

সাধারণত দুটি শিফটে বাস নামানো হয়। কৌনও কোনও সময় তিনটে শিফটেরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু তার জন্য যতজন চালক ও কনডাক্টরের প্রয়োজন, তা নেই। তার ফলে শহরে পর্যাপ্ত বাস থাকছে না। ইতিমধ্যেই চালক ও কনডাক্টরের শূন্যপদে নিয়োগ করার জন্য নবান্নকে আবেদন জানিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ

নিগম, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ

৭ জানুয়ারি : নিগম ও পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমে প্রশাসনিক বৈঠকে কলকাতা শহরে চালকের সংখ্যা কম। সেই কারণেই প্রয়োজন। একইভাবে উত্তরবঙ্গ বাসের সংখ্যা কম থাকা নিয়ে বেশি সংখ্যক বাস নামাতে সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্যা কীভাবে কাটানো যায়, তা ভাবা হচ্ছে।'

দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ



চালকের প্রয়োজন। কিন্তু তাদের হাতে রয়েছে ৮৮০ জন চালক। ফলে আরও ৪৫০ জন চালকের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও ১৩৩০ জন কনডাক্টরের পদ খালি থাকলেও হাতে রয়েছে ৯৫৬ জন। অর্থাৎ ৩৭৪ জন কনডাক্টর কম রয়েছে। চালক ও কনডাক্টর মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয়

পরিবহণে ৮২৪ জন রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থারও ২০০ জন চালক ও কনডাক্টরের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমেরও প্রায় ৪৫০ জন চালকের প্রয়োজন আছে। এই মুহর্তে প্রতিদিন কলকাতা শহর ও শহরতলিতে ৫৫০টি বাস নামায় পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম। চালক পাওয়া গেলে প্রতিদিন ৭০০ বাস চালানো যাবে বলেই নিগমের কর্তারা মনে করছেন।

ব্যাংক থেকে লুট হয়ে যাচ্ছে।

উপভোক্তারা

পারেন, তার জন্য জেলা শাসকদের

কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

এজন্য গ্রামে গ্রামে প্রচার করতেও

যাতে

বলা হয়েছে।

এছাড়াও তিন নিগমের ২০৯ জন কনডাক্টরকে নিগমের অফিসের কাজে ব্যবহার করতে হচ্ছে। ১০০ জন চালককে গ্যারাজ, ওয়াশিং ইনচার্জ কাজে রাখা *হয়েছে*। এছাড়াও কয়েকজন চালককে দিয়ে শহরে ছোট ছোট রুটে ছোট বাস চালাতে পাঠানো হয়। এই চালকদের মধ্যে অনেকে স্থায়ী চালক ছিলেন তাঁদের অনেকেরই অবসর নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই আরও বেশি সংখ্যায় বাস চালাতে স্থায়ী বা অস্থায়ী পদে চালক ও কনডাক্টর নিয়োগ করতে নবান্নের অনুমতি চেয়েছে পরিবহণ দপ্তর।

খজ়াপুরের পথশিশুর নিউ জার্সি পাড়ি

পরিস্থিতির জন্য দেশজডে চলছিল লকডাউন। ঠিক তখনই খড়াপর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে একটি ৬ মাসের পুত্রসন্তানকে উদ্ধার করা হয়েছিল। তখন থেকে সে সেখানেই বড় হচ্ছিল। অবশেষে নতুন ঠিকানা পেল সে। চার বছর বয়সে তার নতুন ঠিকানা হতে চলেছে নিউ জার্সি। সেখানকার বাসিন্দা জোসুয়া ও রাভেন লিউরেন্স ৪ বছরের সংগীতকে দত্তক নিয়েছেন। সোমবার মেদিনীপুর শিশু সুরক্ষা অফিসে মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) কেম্পা হান্নাইয়া ও অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত) মৌমিতা সাহা ওই শিশুটিকে ওই দম্পতির হাতে তলে দেন। ওই শিশুটির পাসপোর্ট

<mark>কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : সু</mark>রক্ষা অফিসার সন্দীপকুমার দাস *হল* যে ওই শিশুটিকে ওই দম্পতির *হ*চ্ছে। সেই কারণে তাকে প্রথ**ে** ২০২০ সালের মে মাস। করোনা বলৈছেন,'ওই দম্পতিকৈ যখন হাতে তুলে দেওয়া হবে, তখন সে শিশুটিকে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত খুবই আনন্দিত। এমনকি সে তার



নেওয়া হয়, তখন থেকেই আমরা সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির দিয়েছে।' সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এরপর আমাদের ওই শিশুটি যখন বড হল. সহ যাবতীয় নথিও তৈরি করেছে মধ্যে ভিডিও কলে একাধিকবার তখন দেখা গেল তার হাঁটতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও করা হবে

বিমান ও গাড়িতে যাত্রার বিবরণও

জেলা প্রশাসন। মেদিনীপুরের শিশু কথা হয়েছে। যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও কথা বলতে কিছুটা সমস্যা বলে রাভেন জানিয়েছেন।

খড়াপুর মহকুমা হাসপাতাল ও পরে মেদিনীপর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। কলকাতাতেও তার চিকিৎসা করা হয়েছে। এখন সে কথা বলতে ও হাঁটতে পারছে। জোসুয়া ও রাভেনের ইতিমধ্যেই দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। একজনের বয়স ৬ ও অনজেনের বয়স ৩ বছর। জোসুয়া একজন মার্বেল ডিজাইনার ও রাভেন গৃহকত্রী। জোসুয়া বলেন, 'আমরা একবছর ধরে চাইছিলাম একটি পুত্রসন্তান দত্তক নিতে।' রাভেন বলেন, 'যখন চূড়ান্ডভাবে জানতে পারলাম, ওই শিশুটিকে আমরা পাচ্ছি, তখন আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না।' আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে ওই শিশুটিকে বড করার জন্য

প্রণবের স্মৃতিসৌধ গড়ার ঘোষণা কেন্দ্রের

মোদিকে কৃতজ্ঞতা জানালেন শর্মিষ্ঠা

সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের জন্য স্মৃতিসৌধ কোথায় নির্মাণ করা হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বরং এই নিয়ে বিজৈপির সঙ্গে কংগ্রেসের চাপানউতোর চলছে। এই বিতর্কের মধ্যে মোদি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজঘাটে যমুনার ধারে রাষ্ট্রীয় স্মৃতি স্থলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার একটি চিঠি দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে এই তথ্য জানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বন্দনা করেছেন প্রণব-কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। নমোর সঙ্গে দেখাও করেন তিনি।

শর্মিষ্ঠা লিখেছেন, জন্য স্মৃতিসৌধ তৈরির যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। মনমোহনকে সম্মান দেখালেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তরফে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সম্মানে একটি বৈঠকও ডাকা হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন কেন্দ্ৰীয় সরকারও অভিযোগ করেছিল, প্রয়াত পিভি নরসীমা রাওয়ের জন্যও কখনও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেনি কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে প্রয়াত প্রণববাবুর জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত এবং তা নিয়ে শর্মিষ্ঠার মোদি প্রশস্তি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মহলে নতুন চচর্বি ইন্ধন দিয়েছে। কানাঘুযো শোনা যাচ্ছে, দিল্লি বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন শর্মিষ্ঠা। এই গুঞ্জন অবশ্য নতুন নয়। শর্মিষ্ঠা প্রতিবারই ওই গুঞ্জন গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ইদানীংকালে যেভাবে বিজেপির



নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলাপচারিতায় শর্মিষ্ঠা মখোপাধ্যায়।

বাবার জন্য স্মৃতিসৌধ তৈরির যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা

শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়

খোলাখুলি প্রশংসা করেছেন তাতে দুয়ে-দুয়ে চার একেবারে অসম্ভব নয়। শর্মিষ্ঠা এদিন বলেছেন, 'বাবা

প্রায়ই বলতেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদার জন্য কখনও অনুরোধ করতে নেই। এটা দেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে বাবার স্মৃতিকে সম্মান জানিয়েছেন তার জন্য আমি

কৃতজ্ঞ। বাবাকে এসব কিছুই স্পর্শ করবে না। কারণ উনি এখন প্রশংসা-সমালোচনার উধের্ব। কিন্তু তাঁর মেয়ের কাছে এই আনন্দ প্রকাশ করার ভাষা নেই।' এর আগে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, কংগ্রেস যেভাবে নিজেদের নেতাকে দরে ঠেলে দেয় বিজেপি তা করে বিজেপি সবাইকে নিয়ে চলে। কোনও কোনও বিশ্লেষকের ধারণা, শর্মিষ্ঠাকে সংসদেও আনা পারে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প মুখ খুঁজতে বঙ্গ বিজেপি যেভাবে হিমসিম খাচ্ছে তাতে শর্মিষ্ঠা পদ্মশিবিরে যোগ দিলে তাঁকে রাজ্য রাজনীতিতেও আনার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিতে নারাজ বিশ্লেষকরা। তবে মমতার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। কাজেই তাঁকে বঙ্গ রাজনীতিতে এনে বিজেপির খুব একটা লাভ হবে না।

আটকে বাঙালি সহ ৬ শ্রমিক • উদ্ধারে সেনা-নৌবাহিনী অসমের খনিতে জল, মৃত ৩

গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি অসমের প্রত্যন্ত পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে এক কয়লাখনিতে জল ঢুকে পড়ায় মৃত্যু হল ৩ শ্রমিকের। আটকে রয়েছেন ছ'জন। মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ন'জন শ্রমিক খনিতে কাজের জন্য নেমেছিলেন।

থেকে তুলে আনা সম্ভব হয়নি। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বশৰ্মা খনিতে আটকে থাকা শ্রমিকদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা গিয়েছে একজন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তিনি সঞ্জিত সরকার। বয়স ৩৬। বাকিরা অসমের। তাঁদের বয়স ৩০ থেকে মধ্য পঞ্চাশের কিছু বেশি।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর শুরু হয়েছে উদ্ধার অভিযান। ঝাঁপিয়ে পড়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তদের ৩০ জনের একটি টিমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ৮ জন কর্মী। তাঁরা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত। তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সেনা ও অসম রাইফেলসের জওয়ানরা। বিশাখাপত্তনম থেকে আনা হয়েছে নৌবাহিনীর ডুবুরিদের।

খনিতে জল ঢুকে অনেকেই দুশ্চিন্তায়। মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, খনির কাছে থাকা উদ্ধারকারী টিমের মল্যায়ন অনুসারে জলের স্তর খনির ভিতরে ১০০ ফুট উঠেছে। সেকারণেই ডুবুরিদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে সেনা নেমেছে। অসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় জানিয়েছেন গুয়াহাটির সবচেয়ে বড় খনি দুর্ঘটনাটি হয়েছিল মেলেনি। পরিজনেরা দিশাহারা অবস্তায়।

জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে

শুনানি স্থগিত হয়ে গেল সুপ্রিম তা পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশ রাজ্য

দুর্নীতি, ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হারে ডিএ-র দাবিতে রাজ্য সরকারি

এর আগে গত বছর ১৫ জুলাই বেতন কমিশনের আওতায় মাত্র ১৪

সংশ্লিষ্ট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার

কোর্টে। এসএসসির শিক্ষক নিয়োগে

মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ার পর

মঙ্গলবার রাজ্য সরকারি কর্মীদেব

মহার্ঘভাতা (ডিএ) মামলার শুনানিও

স্থগিত হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা

তৈরি হয়েছিল। দিনের শেষে সেই

রায় এবং বিচারপতি এভিএন ভাট্টির

বেঞ্চে ডিএ মামলার শুনানি হওয়ার

কথা ছিল। তবে সুপ্রিম কোর্টের

কার্যবিবরণীর তালিকায় মামলাটি

একেবারে শেষে ছিল। বিচারপতি

সময়ের অভাবে শুনানি স্থগিত রাখার

নির্দেশ দেন। এর ফলে ডিএ মামলার

১৪তম শুনানিও পিছিয়ে গেল।

নতুন বেঞ্চ গঠনের পর মার্চে এই

মামলার শুনানি হবে বলে জানানো

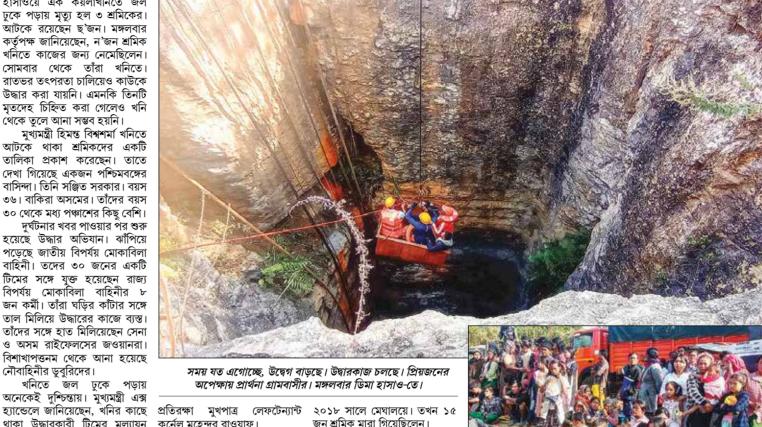
হয়েছে। যদিও শুনানির জন্য শীর্ষ

আদালতের তরফে কোনও নির্দিষ্ট

দিন ঘোষণা করা হয়নি।

মঙ্গলবার বিচারপতি হাষীকেশ

আশঙ্কাই সত্যি হল।



কর্নেল মহেন্দর রাওয়াফ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খনি বিপর্যয় প্রায়ই ঘটে থাকে। গত জানুয়ারিতে নাগাল্যান্ডে কয়লাখনি দুর্ঘটনায় চারজন আহত হন। মে মাসে

ডিএ, এসএসসি ও

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ডিএ মামলার শুনানি হয়েছিল। দীর্ঘ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন।

ছয় মাস পর জানুয়ারিতে শুনানির

দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু ফের

সরকারি কর্মীদের বড় অংশ। কেন্দ্রীয়

কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন

করছেন।রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি

কর্মচারীদের মধ্যে মহার্ঘভাতার

ফারাক এখন ৩৯ শতাংশ। কেন্দ্রীয়

কর্মচারীরা সপ্তম বেতন কমিশনের

আওতায় ৫৩ শতাংশ ডিএ পান.

যেখানে রাজ্যের কর্মচারীরা ষষ্ঠ

জন শ্রমিক মারা গিয়েছিলেন।

এদিকে গুজরাটের কচ্ছ জেলায় ভূজের এক গ্রামে ৫৪০ ফুট গভীর একটি জলশূন্য কুয়োয় পড়ে গিয়েছেন ছ'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়ৈছিল। এক তরুণী। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও রেখে কাজ করছেন জওয়ানরা। তিনসুকিয়ায় মৃত্যু হয় তিনজনের। বিএসএফ উদ্ধারে এগিয়ে এলেও সাফল্য

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি

মামলার শুনানিও স্থগিত হয়েছে।

২৮ ও ২৯ জানুয়ারি এই মামলার

পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা

হয়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে

২০১০-এর পর রাজ্যে জারি হওয়া

সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল

করার রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ

আদালতে আবেদন করেছেন ওবিসি

দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার শুনানি

হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং

বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন

বেঞ্চে। মামলার গত শুনানিতে প্রধান

বিচারপতি জানিয়েছিলেন, যোগ্য

ও অযোগ্য প্রার্থীদের আলাদা করা

সম্ভব না হলে কলকাতা হাইকোর্টের

নির্দেশ বহাল রেখে গোটা নিয়োগ

প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেবে সুপ্রিম

কোর্ট। কিন্তু সেই মামলার শুনানিও

পিছিয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে

রাজ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার

শুনানি একইদিনে স্থগিত হয়ে গেল।

একইভাবে এসএসসি নিয়োগ

সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা

'আপনাকে তো নাতি চেনেই না'

৭ জানুয়ারি : মেঘও কেটে গিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। বেঙ্গালুরুর আত্মঘাতী ইঞ্জিনিয়ার অতুলের স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়ার অতুল সভাষের চার বছরের আইনজীবী আদালতে জানান. সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে চেয়ে হরিয়ানার ফরিদাবাদে রয়েছে অতল আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মা অঞ্জ মোদি। মঙ্গলবার সেই আবেদন সেখানে একটি আবাসিক স্কুলে খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, সন্তানের মা এখনও জীবিত রয়েছেন। পাশাপাশি অতলের সন্তানের কাছে

অতুলের মা-কে

তাঁর ঠাকুরমা কার্যত অচেনা একজন

মানুষ বলে মনে হয়েছে বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি এন কোটেশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চের।

এদিকে অতুল সুভাষের শিশু সন্তান কোথায় রয়েছে, তা নিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এতদিন একটা ধোঁয়াশা ছিল। এ নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠতেও শুরু ফ্ল্যাট থেকে অতুলের দেহ উদ্ধার হয়। করেছিল। অতুলের মা ও অন্যরা প্রায় দেড় ঘণ্টার ভিডিও ছাড়াও ২৪ দাবি করেছিলেন, সন্তানের মধ্যে অতুলকেই দেখতে পান নিকিতা িশ্বশুরবাড়ির অন্যরা। তাই নিকিতাদের কাছে থাকলে শিশুটির প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। জন্য নিকিতা ও তাঁর পরিবারকেই মঙ্গলবার সেই রহস্য ও সংশয়ের দায়ী করেছিলেন অতুল।

এবং নিকিতার একমাত্র সন্তান। পড়াশোনা কবছে সে। সন্ধানকে যাতে নিকিতার সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়, সেই আবেদনও জানান আইনজীবী।

অতুলের মৃত্যুর পর নিকিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সদ্য কণার্টক হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন তাঁরা। জামিনের শর্ত অনুযায়ী নিকিতাকে বেঙ্গালরুতেই থাকতে হবে। আইনজীবীর বক্তব্য, এই অবস্থায় সন্তানকে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যেতে চান নিকিতা। মামলার পরবর্তী শুনানিতে অতুল-নিকিতার সন্তানকে আদালতে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ

৯ ডিসেম্বর ভোরে বেঙ্গালুরুর পাতার একটি সইসাইড নোট রেখে যান অতুল, যার ছত্তে ছত্তে স্ত্রী নিকিতা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে নানা গুরুতর অভিযোগ ছিল। আত্মহত্যার

আইসিইউতে অসুস্থ প্রশান্ত

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রাক্তন ভোটকশলী ও জন সর্য পার্টির নেতা প্রশান্ত কিশোরকে। এরপর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়।

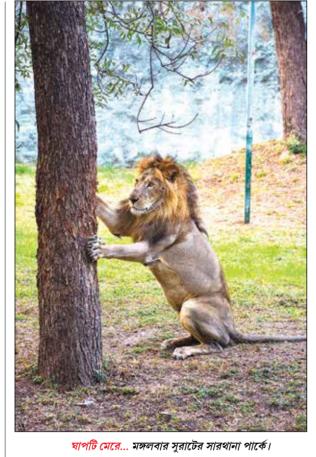
সোমবার পাটনার গান্ধি ময়দানের আমরণ অনশন মঞ্চ থেকে ভোরবেলা জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এরপর আদালত তাঁকে জামিন দিলেও বন্ডে সই করেননি পিকে। বদলে জেলেই অনশন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার জেলেই অসস্থ হয়ে পডায় তাঁকে তডিঘডি মেদান্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

মঙ্গলবার সকাল থেকেই শরীরে জলশূন্যতার সমস্যায় ভুগছিলেন মেদান্ত হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, সমস্যা রয়েছে পিকের শরীরে। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ইনফেকশন এবং ডিহাইড্রেশন হয়েছে। দুর্বলতাও রয়েছে।'

জামিনের শর্তে স্বাক্ষর করেননি তার ব্যাখ্যা দিয়ে পিকে বলেন, 'জামিনে শর্ত হিসেবে উল্লেখ ছিল, আমি ভবিষ্যতে কোনও অবৈধ কাজে অংশ নেব না। আমি সেই শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি এবং জেলে যাওয়াই পছন্দ করেছি।' তাঁর অভিযোগ, তাঁকে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে পুলিশের গাড়িতে বসিয়ে রাখা হয় এবং বিভিন্ন হাসপাতাল ও কেন্দ্র ঘরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমে পিকে বলেন, 'আমার আমরণ অনশন চলবে।'

অন্তর্বর্তী জামিন আসারামের

नग्रामिल्लि, १ जानुगाति ধর্ষণের যাবজ্জীবন আসামি আসারাম বাপুর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জর করল সুপ্রিম কোর্ট। স্বাস্থ্যের কারণেই তাঁর জামিন মঞ্জর হয়েছে। আপাতত ৩১ মার্চ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিনে থাকবেন আসারাম। কিন্তু শর্ত একটাই, এই সময়ে তিনি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। বিচারপতি সন্দরেশ ও রাজেশ বিন্দালের বেঞ্চ জানিয়েছে, বয়সজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভূগছেন আসারাম। তাঁর হৃৎপিণ্ডে সমস্যা রয়েছে। একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আসারামের যোধপরের চিকিৎসা চলছে মেডিকেল সেন্টারে। কিশোরী ছাড়া আর এক মহিলাকে একাধিকবার ধর্ষণে আশ্রমে অভিযুক্ত তিনি।



জিডিপি'র হার কমে ৬.৪ শতাংশ হতে পারে

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : ইঙ্গিত দিল। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার পৌঁছে গিয়েছিল ৮.২ শতাংশে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে একধাক্কায় সেই হার নেমে আসতে পারে ৬.৪ শতাংশে। মঙ্গলবার এই পূর্বাভাস দিয়েছে পরিসংখ্যানমন্ত্রক।

করোনা মহামারির ধাক্কা থেকেই দৌড় শুরু করেছিল দেশের অর্থনীতি। শেষ তিন অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার তাই ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। চলতি অর্থবর্ষের শুরু থেকেই পরিস্থিতি বদলেছে। প্রথম দুই ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার কমে হয়েছিল যথাক্রমে ৬.৭ শতাংশ এবং ৫.৪ শতাংশ। তখনই জিডিপি কমার আশঙ্কা জোরালো হয়েছিল। জিডিপি বদ্ধির হার কমে চলতি অর্থবর্ষে ৬.৬ শতাংশ হওয়ার পুর্বভাস আগেই দিয়েছিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। পরিসংখ্যানমন্ত্রকের

সার্বিকভাবে বৃদ্ধির হার কমলেও ভালো অবস্থায় থাকতে পারে পরিকাঠামো নিমাণ, আর্থিক, আবাসন এবং পরিষেবা ক্ষেত্র। কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ১.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩.৮ শতাংশ হতে পারে। পরিকাঠামো নির্মাণ সামাল দিয়ে ২০২১-'২২ অর্থবর্ষ ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৮.৬ শতাংশ হতে পরে। অন্যদিকে আর্থিক, আবাসন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাইভেট কনজাম্পসান ২০২৩-২৪ -এ ছিল ৪ শতাংশ। সেই হার ২০২৪-২৫-এ বেড়ে হতে পারে ৭.৩ শতাংশ। বাড়তে পারে সরকারি খরচও।

পরিসংখ্যানমন্ত্রকের এই পুর্বাভাস কেন্দ্রের ওপর চাপ বাড়াল। ২০২৮-এর মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হওয়ার লক্ষমোত্রা রেখেছে মোদি সরকার। জিডিপি বৃদ্ধির হার ধাক্কা পুর্বাভাস খেলে সেই লক্ষ্য পুরণ কঠিন সেই হার আরও কমে যাওয়ার বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

রাজ্যকে নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশ

नग्रापिल्लि, १ जानुग्राति দেশের কোথাও অস্বাভাবিকভাবে শ্বাসজনিত রোগের বাড়বাড়ন্ড ঘটেনি। সব বাজ্যকে নিয়ে বৈঠকেব পর মঙ্গলবার এ কথা জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সোমবার কণটিক, তামিলনাডু এবং গুজরাটে শিশুদের শরীরে হিউম্যান মেটানিউমো (এইচএমপিভি)-এর সংক্রমণের খবর মেলে। মুম্বই থেকে কলকাতায় আসা এক শিশুও সম্প্রতি এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে সুস্থও হয়ে গিয়েছে। তবে দেশজুড়ে উদ্বেগের আবহে সোমবার সব রাজ্যকে নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব পুণ্যসলিলা শ্রীবাস্তব। ভার্য়ালি ওই বৈঠকে যোগ দেন সমস্ত রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব ও অন্য আধিকারিকরা। দেশের কোন প্রান্তে শ্বাসজনিত রোগ কতটা দেখা যাচ্ছে, তা নিয়ে পর্যালোচনা করতেই এই বৈঠক করে স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছেন, এইচএমপিভি-র কারণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, তবে শীতকালে শ্বাসজনিত রোগ বৃদ্ধি স্বাভাবিক। তাই জনসাধারণকৈ সচেতন করতে তথ্য ও শিক্ষা প্রচার অধীনস্থ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ (আইইসি) কর্মসূচি জোরদার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রক এক আইসিএমআরের বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'দেশের উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব



কোথাও সাধারণ শ্বাসজনিত রোগ অস্বাভাবিক হারে বাড়েনি। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেন্টিনেল জনজাতিব ক্ষেত্রেও কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি।'

সেন্টিনেল দ্বীপে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ওই জনজাতির স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখে কেন্দ্রের বৈঠকে

মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)। সোমবারের প্রতিনিধিরাও

জানান, এইচএমপিভি নিয়ে অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। ২০০১ সাল থেকে এই ভাইরাস গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, 'সব রাজ্যকে ইনফ্লয়েঞ্জা জাতীয় (আইএলআই) এবং গুরুতর তীব্র শ্বাস্যন্ত্রের সংক্রমণ (এসএআরআই)-এর পর্যবেক্ষণ বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইডিএসপি (ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিলেন্স ডিজিজ প্রোগ্রাম)-এর মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে।'

স্বাস্থ্যসচিব জানান, সাধারণত এই জাতীয় ভাইরাসের সংক্রমণে হালকা কিছ প্রভাব পডে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংক্রমণের পর শরীর নিজে থেকেই সুস্থ হয়ে যায়। কিছু সাবধানতা নিলে ভয়ের কিছু নেই। বিশেষ করে সাবান এবং জল দিয়ে হাত ধোয়া, অপরিষ্কার হাত চোখে, নাকে বা মুখে না দেওয়া, হাঁচি-কাশির সময়ে নাক-মুখ ঢেকে নেওয়ার ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি যাঁদের শরীরে কোনও উপসর্গ রয়েছে, তাঁদের খুব কাছাকাছি না যাওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সম্প্রতি চিনে এইচএমপিভি ভাইরাসের একটি প্রজাতির কারণে অনেকে সংক্রামিত হচ্ছেন। সেই প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রের এহেন নির্দেশ।

আইডিএসপি-র তথ্য বলছে, ১০১৪ সালেব ডিসেম্ববে সাবা দেশে ৭১৪ জন সন্দেহভাজন রোগীর মধ্যে মাত্র ৯টি এইচএমপিভি সংক্রমণের প্রমাণ মেলে। এর মধ্যে পুদুচেরিতে চারটি, ওডিশায় দুটি এবং ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লিতে একটি করে সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। নতুন বছরে বেঙ্গালুরুতে দুই শিশু এবং আহমেদাবাদে এক শিশুর মধ্যে ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। তবে প্রত্যেকেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। মহারাষ্ট্রে সন্দেহ করা হলেও সেখানে সংক্রমণ ধরা পড়েনি কারোর মধ্যে।



সবকিছতেই সেরা এখন এক্স। সকাল থেকে রাত. নিত্য আনাগোনা লেগেই থাকে সাবেক টুইটারে। আর উঠতে-বসতে যাঁদের খবর না নিলেই নয়, তাঁরা সকলেই এখন নাম লিখিয়েছেন এক্সের খাতায়। তাই ফলোয়ার্সও বাড়ছে তরতরিয়ে। ফলোয়ার্সের নিরিখে তালিকার প্রথমেই রয়েছেন এক্স-কর্তা স্বয়ং। রইল হাইপ্রোফাইলদের তালিকা...

১. এলন মাস্ক : ২১০ মিলিয়ন

২. বারাক ওবামা : ১৩০ মিলিয়ন

৩. ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো : ১১৪ মিলিয়ন ৪. জাস্টিন বিবার :

১০৯ মিলিয়ন

৫. রিহানা : ১০৮ মিলিয়ন

করে ইভিএম হ্যাক করা যায় বলেও

'ইভিএম মোটেই হ্যাক করা যায়

না। কারচুপির প্রতিটি অভিযোগ

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্তের পর খারিজ

করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রযুক্তি

নীতি বজায় রেখেছে। ৪২বার

আলাদা আলাদাভাবে বিচারবিভাগ

ইভিএমের ওপর আস্থা বজায়

রেখেছিল। এই যন্ত্রগুলি বছরের

পর বছর ধরে প্রযুক্তির বিবর্তনের

প্রতিনিধিত্ব করছে এবং এটা জাতীয়

ইভিএমে কারচুপি অভিযোগকে

রাজীব

অতিশীকে ফের উচ্ছেদের নোটিশ

नग्रामिल्लि ५ जानुग्राति বিধানসভা ভোটের দামামা বাজতেই অভিযোগ, পালটা অভিযোগ পর্ব আরও জোরালো হল দিল্লিতে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী অতিশী অভিযোগ করেন, ৬ নম্বর ফ্ল্যাগ স্টাফ রোডের বাংলোটিকে তাঁর সরকারি বাসভবন হিসেবে বরাদ্দ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। বরং সেখান থেকে তাঁকে উচ্ছেদ করার নোটিশ পাঠিয়েছে। এই নিয়ে গত তিনমাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার এই কাজটি করল কেন্দ্র। এক সাংবাদিক বৈঠকে অতিশী বলেন, 'বিজেপি আমার এবং আমার পরিবারের সঙ্গে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আমার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল বিজেপি। ওরা আমার বাড়ি কেড়ে নিতে পারে। আমাদের কাজ বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু দিল্লির মানুষের জন্য কিছু করার যে মানসিকতা আমাদের রয়েছে, সেটা কিছুতেই বন্ধ করতে পারবে না। প্রয়োজন পড়লে আমি দিল্লির মানুষের বাড়িতে গিয়ে থাকব।' এর জবাবে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য বলেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন। ১১ অক্টোবর ওঁকে শিশমহল বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু উনি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বিরক্ত করতে চান না বলে সেখানে যাননি। ওঁর জন্য আরও দুটি বাংলোর কথা বলা হয়েছে।'

শহিদ বিদায়, কাঁধ দিলেন মুখ্যমন্ত্ৰী

রায়পুর, ৭ জানুয়ারি : চোখের জল বাঁধ মানছিল না। কেউ ফুঁপিয়ে, কেউ হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন। শহিদদের দেহের পাশে রাখা হচ্ছিল পুষ্পস্তবক। কারও মুখে কোনও কথা নেই। উপস্থিত সকলেই শোকে নিমজ্জিত। মঙ্গলবার এই আবহে কাঁধ দিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। তিনি নিহত এক নিরাপত্তাকর্মীর দেহ বহন করেছেন। দান্তেওয়াড়া এদিন কার্যত ছিল শোকে মহ্যমান।

মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে নিরাপত্তাবাহিনীর ৮





পুলিশকর্মী ও গাড়িচালক শহিদ হন। মাওবাদীরা ওই আঘাত হানে।

বিজাপুরের আম্বেলি গ্রামের কাছে মাওবাদীদের সেই হামলাস্থল মঙ্গলবার সরেজমিনে দেখলেন ছত্তিশগড় রাজ্যপুলিশের অধিকতা অশোক জুনেজা ও সিআরপিএফ-এর ডিজি বিতুল কুমার। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বস্তারের আইজি সুন্দররাজ পি ও একাধিক পুলিশ আধিকারিক। এই তথ্য দিয়েছেন বিজাপুরের এসপি জিতেন্দ্রকুমার যাদব।





সামনেই মকরসংক্রান্তি। তেলুগু সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের মুখোশ ঘূড়ি তৈরি হচ্ছে। মঙ্গলবার হায়দরাবাদে। (নীচে) ভুস্বর্গে চারিদিকে বরফ। তারই মাঝে নিজেদের ক্যামেরাবন্দি করলেন এক পর্যটক দম্পতি। গুলমার্গে।

ইন্টারপোলের ধাঁচে এবার ভারতপোল

৭ জানুয়ারি : ইন্টারপোলের ধাঁচে এবার ভারতপোল তৈরি করল মোদি সরকার। তবে ইন্টারপোলের মতো ভারতপোল কোনও সংস্থা নয়। বরং এই পোর্টাল ভারতের পুলিশ এবং বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে আন্তজাতিক পর্যায়ে অপরাধের তদন্ত এবং তথ্য আদানপ্রদানে সহায়তা করবে। এটি ইন্টারপোলের সঙ্গে আরও নিবিড় সমন্বয় স্থাপন করার মাধ্যমে ভারতের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। মঙ্গলবার সিবিআই-এর উদ্যোগে তৈরি নতুন পোর্টালটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি বলেন, 'ভারতপোল আমাদের দেশের আন্ধজাতিক তদন্তকে এক নতন যুগে নিয়ে যাবে। সিবিআই একমাত্র এজেন্সি যা ইন্টারপোলের সঙ্গে কাজ করার জন্য এতদিন চিহ্নিত ছিল, কিন্তু ভারতপোল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ভারতীয় সংস্থা এবং সমস্ত রাজ্যের পুলিশ সহজেই ইন্টারপোলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে।'

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি

এই নতুন পোর্টালটি চালুর ফলে রাজ্য পুলিশ যে কোনও অপরাধী বা পলাতক ব্যক্তির বিষয়ে অপরাধ, গোয়েন্দা তথ্যের জন্য সরাসরি সংগঠিত অপরাধ, মানব পাচার



ভারতপোল আমাদের দেশের আন্তজাতিক তদন্তকে এক নতুন যুগে নিয়ে যাবে। সিবিআই একমাত্র এজেন্সি যা ইন্টারপোলের সঙ্গে কাজ করার জন্য এতদিন চিহ্নিত ছিল, কিন্তু ভারতপোল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ভারতীয় সংস্থা এবং সমস্ত রাজ্যের পুলিশ সহজেই ইন্টারপোলের সঙ্গে সংযোগ

ইন্টারপোলের সহায়তা নিতে পারবে। একইসঙ্গে বিদেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিও কোনও অপরাধী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য 'ভারতপোল'-এর মাধ্যমে ভারতীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারবে। সাইবার অর্থনৈতিক অপ্রাধ,

এবং আন্ধজাতিক অপরাধের তদন্ধে 'ভারতপোল' পোটালি বড় ভূমিকা পালন করবে বলেই ধারণা কেন্দ্রীয় সরকারের। পোটলিটি সিবিআই-এর অধীনে কাজ করলেও রাজ্য পুলিশ যে কোনও অপরাধী বা পলাতক ব্যক্তির বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্যের জন্য এই পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি ইন্টারপোলের সাহায্য নিতে পারবে।

মূলত পাঁচটি বিষয়ে গুরুত্ব

সহকারে কাজ করবে ভারতপোল পোটলি। সমন্বয় স্থাপন অথাৎ সিবিআই এই পোটালের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা এবং রাজ্য পুলিশকে একক প্ল্যাটফর্মে যক্ত করবে। আন্তজাতিক সহায়তা. যার ফলে পোর্টালের মাধ্যমে ইন্টারপোলের ১৯৫ সদস্য দেশের সঙ্গে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান সম্ভব হবে। যার ফলে বিদেশে লুকিয়ে থাকা অপরাধীদের শনাক্ত করা এবং আন্তজাতিক তদন্তের গতি ত্বরাম্বিত করা সহজ হবে। তথ্য প্রচারের মাধ্যমে অপরাধ সংক্রান্ত গুরুত্বপর্ণ তথ্য বা গোয়েন্দা প্রতিবেদন ১৯৫টি দেশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যাবে. যা ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলির জন্য সহায়ক হবে। এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ এর ফলে পোর্টালটি গুরুত্বপূর্ণ নথি সম্পর্কে সহজে অ্যাক্সেস দেবে।

মোদিকে বাইডেনের বাৰ্তা দিলেন সুলিভান

জানুয়ারি : জো বাইডেন সরকারের বিদায়ের ঠিক আগে দু-দিনের দিল্লি সফরে এসেছেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। সোমবার তিনি দিল্লিতে ভারতের এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠক করেন। মঙ্গলবার দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে। মোদির হাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের লেখা একটি চিঠি তুলে দেন সুলিভান। সেখানে গত কয়েকবছরে ভারত-মার্কিন কৌশলগত সম্পর্কের উন্নতির কথা স্মরণ করেছেন বাইডেন। বাইডেনকে পালটা প্রতেক্তা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন বিদেশমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি দু-দেশের জনগণের স্বার্থে এবং বৈশ্বিক মঙ্গলের উদ্দেশে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।' বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার জয়শংকর-সুলিভান বৈঠকে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক সহযোগিতা গভীর করার

চার বছরে ভারত-মার্কিন ব্যাপক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিকে প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, বেসামরিক পারমাণবিক, পরিচ্ছন্ন শক্তি, সেমিকনডাক্টর এবং এআইয়ের ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে।

বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর সামাজিক মাধ্যমে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা



উপদেষ্টার অবদানের প্রশংসা করে বলেন, 'গত চার বছরে ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করতে সুলিভানের ভূমিকা অসামান্য।' ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গেও বৈঠক করেন সুলিভান। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টার

বহুপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি মুল্যায়ন করা, যা কৃত্রিম বৃদ্ধিমতা, সেমিকনডাক্টর, বায়োটেকনলজি ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করেছেন। এবং প্রতিরক্ষা উদ্ভাবনের মতো প্রযুক্তিক্ষেত্রগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

সুলিভানের এই সফর ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রশাসনের একজন বাইডেন মখপাত্র জানিয়েছিলেন, মার্কিন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে অজিত দোভালের বৈঠকে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে। এতে মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, কৌশলগত প্রযুক্তি সহযোগিতা থেকে শুরু করে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং এর বাইরেও উভয়ের নিরাপত্তা অগ্রাধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গত চার বছরে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, যা দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বকৈ আরও

গ্রেপ্তার তরুণ

অযোধ্যা, ৭ জানুয়ারি : রাম মন্দিরের বাইরে ছবি তোলা গেলেও ভিতরে ছবি তোলা বারণ। একাধিক নিরাপত্তা বেস্টনী এড়িয়ে রাম মন্দিরের ভিতরে ছবি তোলার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পলিশ। ধৃত তরুণের নাম জয় কুমার। তিনি গুজরাটের ভদোদরার বাসিন্দা। তাঁর চশমায় লাগানো ছিল ১২ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এআই-র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রথমে ধরতে না পারলে পরে রক্ষীরা ধরে

ফেলে তাকে আটক করে।

দিল্লিতে ভোট ৫ ফেব্রুয়ারি

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : জাতীয় অঞ্চলের বিধানসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দিল নিবর্চন কমিশন। ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ দিল্লির ৭০টি বিধানসভা আসনে একদফায় ভোটগ্রহণ করা হবে। ৮ ফব্রুয়ারি ভোটগণনা। এই ৭০টির মধ্যে ১২টি সংরক্ষিত। মঙ্গলবার মুখ্য নিবাচন কমিশনার রাজীব কুমার দিল্লির বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন। এদিন থেকেই দিল্লিতে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়ে গিয়েছে। ১৭ জানুয়ারি মনোনয়ন জমা দেওয়ার শৈষ তারিখ। দিল্লির বিদায়ি বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৩ ফব্রুয়ারি। দিল্লির মানুষকে দলে দলে ভোট

এবার দলের প্রচার সংগীত হিসেবে তুলে ধরেছে ঝাড়বাহিনী। প্রচার সংগীত প্রকাশের অনুষ্ঠানে হাজির কেজরিওয়াল বলেন, 'দিল্লির ভোট দিল্লিবাসীর কাছে উৎসবের মতো। দেশের মানুষ একটি জিনিসের অপেক্ষায় থাকেন। সেটা প্রচার সংগীত। ২০১৫, ২০২০ সালের পর আজ আপের তৃতীয় প্রচার গানটির সূচনা করা হল। নাচগান করুন। বিয়ে, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বাজান। বিজেপিকে বিঁধে তাঁর কটাক্ষ, 'দেশের সবথেকে গালিগালাজ পার্টি চাইলে এই গানটি ঘরের দরজা বন্ধ করে চালাতে পারে।'

ঘোষণাকে জানিয়েছে বিজেপি এবং কংগ্রেসও। দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেন, 'দিল্লির বিকাশ

হ্যাটট্রিকের অঙ্গীকার আপের, পরিবর্তনে মরিয়া বিজেপি-কংগ্রেস

দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছেন সিইসি। দিল্লির সঙ্গেই উত্তরপ্রদেশের তামিলনাডুর ইরোড (পূর্ব) বিধানসভা আসনে

উপনিবাচন হবে। দিল্লিতে ফের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দখলের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি ভোটের নির্ঘণ্টকে স্বাগত জানিয়ে দলের ক্যাডারবাহিনীকে নিব্রচিনি সংগ্রামে নেমে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আপনাদের মনোবাসনার সামনে সবথেকে বড় সিস্টেমও ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপনারাই আমাদের সবথেকে বড় শক্তি। এই নিবর্চন কাজের রাজনীতির এবং গালিগালাজের রাজনীতির মধ্যে লড়াই। আমরা নিশ্চিতভাবে জয়ী হব।' এদিন আপের তরফে প্রচার সংগীত প্রকাশ করা হয়েছে। 'ফির লায়েঙ্গে কেজরিওয়াল' শীর্ষক স্লোগানটিকেই

করতে পারে এমন একটি সরকার নিবাচনের জন্য আমি দিল্লির মানুষকে আবেদন জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি দিল্লির সামগ্রিক বিকাশে দায়বদ্ধ।' তবে লডাইয়ে নামলেও বিজেপি এখনও পর্যন্ত তাদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন, তা ঘোষণা করেনি। উলটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই এবার ভোটে নামছে গেরুয়াশিবির। স্লোগান রহেঙ্গে'। বিজেপি, কংগ্রেস উভয় দিল্লিতে শিবিরই পরিবর্তনের ব্যাপারে মরিয়া।

২০১৩ থেকে দিল্লিতে সরকার চালাচ্ছে আপ। ২০২০ সালে দিল্লির ৭০টি আসনের মধ্যে আপ জিতেছিল ৬২টি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ৮টি আসন। কংগ্রেস কোনও আসন পায়নি ২০১৫-য় আপ ৬৭টি আসন জিতেছিল। বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৩টি আসন। কংগ্রেস সেবারও খাতা খুলতে পারেনি।

ইভিএমেই

नग्रापिक्सि, १ जानुग्राति বিরোধীদের কোনও অভিযোগকেই জানিয়েছিলেন তিনি। মানল না নিবাচন কমিশন। প্রথমে লোকসভা ভোট, তারপর হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে কারচুপির অভিযোগের জেরে ইভিএম ব্যবহার বন্ধ করে ব্যালট পেপারে ভোট করানোর দাবি তুলেছিল কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের একাধিক শরিকদল। কিন্তু মঙ্গলবার দিল্লি বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট জারি করতে গিয়ে সেই দাবি নস্যাৎ করে দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার।

দাবি উঠেছিল তাতে টেসলা কর্তা এলন মাস্কও সায় দিয়েছিলেন।

ইভিএম বাদ দেওয়ার যে গর্বের বিষয়।' ভিত্তিহীন বলার পাশাপাশি কমিশন

ইভিএম মোটেই হ্যাক করা যায় না। কারচুপির প্রতিটি অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্তের পর খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রযুক্তি স্বাধীন এবং অবাধ



গতবছর বিরোধীদের পাশাপাশি মাস্কও ইভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সিইসি বলেন, 'ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে ওই ন্যারেটিভটি তৈরি করা হয়েছে। আমাদের নির্বাচন চলার সময় একজন আন্তজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি বিশারদ বলেছিলেন, ইভিএম হ্যাক করা সম্ভব। আমেরিকায় ইভিএম নেই। ওই মন্তব্য এখানেও বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। অথচ পরে ওই বিশেষজ্ঞ স্বয়ং বলেছিলেন, ভারতে একদিনে গণনা শেষ হয়ে যায়। অথচ আমেরিকায় তা করতে এক মাস সময় লেগে যায়।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিবাচনের সময় ক্যালিফোর্নিয়ায় ভোট গণনা করতে দীর্ঘ সময় লাগায় তা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন মাস্ক। তিনি বলেছিলেন ভারতে একদিনে গণনা হয়ে যায়। অথচ ক্যালিফোর্নিয়ায় তা করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। মানুষ অথবা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ কারচুপির কোনও জায়গা নেই।

ভোটারের নাম কাটানোর অভিযোগ

নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতাকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেয় বলেও জানান সিইসি। দিল্লির চডান্ত ভোটার তালিকা নিয়েও প্রশ্ন তলৈছিল আপ, কংগ্রেস। আপের সঞ্জয় সিং বলেন, নিব্যচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে দিল্লি বিধানসভার বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৫০ হাজার জমা পড়েছে। এর নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি। কারণ, মহারাষ্ট্রের মতো দিল্লিতেও ভোটারদের নাম কাটিয়ে নতুন ভোটারের নাম সংযোজন করতে চাইছে বিজেপি। অভিযোগ নস্যাৎ করে রাজীব কুমার বলেন, 'ভোটার তালিকা সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সামনে রেখেই প্রস্তুত করা হয়। তাদের আপত্তি জানানোরও সুযোগ থাকে।ফর্ম-৭ পূরণ না করলে কোনওভাবেই নাম বাদ দেওয়া যায় না। তাই ভোটার তালিকায়

বোকার রাজনীতি, ট্রুডোকে কটাক্ষ সাংসদের

কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে অনীতা

কানাডার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জাস্টিন ট্রডো। তবে নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবেন তিনি। ট্রডোর পদত্যাগের পরেই শাসকদল লিবারাল পার্টির অন্দরে নতুন প্রধানমন্ত্রীর খোঁজে বৈঠক পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে ট্রডোর বিদায় নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ অভিযেক মনু সিংভি। ট্রুডোর খালিস্তানপন্থীদের মদত দেওয়া ও অন্ধ ভারত বিরোধিতাকে 'বোকার রাজনীতি' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সিংভি বলেন, 'ট্রুডোর পদত্যাগ কানাডার বিদেশনীতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। তাঁর প্রস্থান ভারত-কানাডা সুসম্পর্কের পথকে প্রশস্ত করল।'

ইস্তফা দিয়ে লিবারাল পার্টির ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রেসিডেন্ট সাচিত মেহতার সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক করেন ট্রডো। কানাডার সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাঁবি, প্রাথমিকভাবে প্রধানমন্ত্রী পদৈর জন্য ৪টি নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই তালিকায় সবার ওপরে রয়েছেন এক ভারতীয় বংশোদ্ভুত। নাম অনীতা ইন্দিরা আনন্দ। ট্রুডো সরকারে পরিবহণমন্ত্রীর দাঁয়িত্ব সামলাচ্ছেন পেশায় আইনজীবী অনীতা।এছাড়া প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড, বর্তমান অর্থমন্ত্রী ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্ক এবং ব্যাংক অফ কানাডার প্রাক্তন গভর্নর মার্ক কার্নিও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন।

কয়েক সপ্তাহ আগে ট্রডোর সঙ্গে মতবিরোধের জেরে সরকার



বয়স : ৫৮ বাবা: এসভি আনন্দ ছিলেন তামিলনাডুর বাসিন্দা, মা সরোজ ডি রাম পঞ্জাবের মেয়ে শিক্ষা : কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াডহাম কলেজ-অক্সফোর্ড পেশা : আইনজীবী রাজনীতি : একদশকের বেশি

সময় ধরে রাজনীতিতে। লিবারাল পার্টির টিকিটে ওকভিলি থেকে নির্বাচিত। কানাডার পার্লামেন্টে প্রথম হিন্দু মহিলা সদস্য অভিজ্ঞতা: গণপরিষেবা, প্রতিরক্ষা, পরিবহণের মতো মন্ত্ৰক সামলেছেন

ছেডে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড। তারপর প্রধানমন্ত্রী বদলের দাবিতে সরব হন লিবারাল পার্টির পার্লামেন্ট সদস্যদের বড় অংশ। প্রভাবশালী নেত্রী ফ্রিল্যান্ডের পদত্যাগ ট্রডোর পতনে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়ৈছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তরসূরি হিসাবে ফ্রিল্যান্ড ট্রডোর কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুক্র হয়েছে। এদিকে ট্রুডোর অনুগত ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্ককে হিসাবে ইতিহাস গড়বেন অনীতা।

অর্থমন্ত্রী পদে তাঁর নিয়োগ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক লিবারাল সাংসদ।প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে থাকলেও কেন্দ্ৰীয় প্রাক্তন গভর্নর কার্নির রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আসন্ন পালামেন্ট ভোটে কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি দলকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন কি না সেই প্রশ্ন উঠছে। সেদিক থেকে দীর্ঘদিনের রাজনীতিক অনীতা আনন্দ কিছুটা এগিয়ে রয়েছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক আনন্দ

২০১৯ থেকে কানাডার পার্লামেন্টের

সদস্য। ভারতীয় বংশোদ্ভতদের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা রয়ৈছে। ভারত বিরোধী খালিস্তানপন্তী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জেরে লিবারাল পার্টির ভারতীয় বংশোদ্ভত ভোটব্যাংকে ধস নামার সম্ভাবনা প্রবল। কানাডায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ওপর একাধিকবার হামলা চালিয়েছেন খালিস্তান সমূর্থকরা। ভাঙচুর হয়েছে হিন্দু মন্দির। হামলার সময় কার্যত নিষ্ক্রিয় ছিল পুলিশ। শুধু ভারতীয় বংশোদ্ভতরা নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ও ট্রুডো সরকারের ভূমিকা নিয়ে সরব ইয়েছে। বেপরোয়া ভারত বিরোধিতা ট্রডোর পতনের অন্যতম কারণ বলে পুর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। এই পরিস্থিতিতে অনীতাকে সামনে রেখে লিবারাল পার্টির তরফে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তথা এশীয় ভোটারদের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রী



জুড়ে যাও, প্রস্তাব ট্রাম্পের

প্রেসিডেন্ট পদে জেতার পর প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন কানাডার ট্রডোকে 'গভর্নর' সম্বোধন করে চরম অস্বস্তিতে ফেলে ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার ৫১তম রাজ্যে পরিণত করার ইঙ্গিত করেছিলেন। সোমবার ট্রডো পদত্যাগের কথা ঘোষণা করার ২ ঘণ্টার মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ফের সক্রিয় ট্রাম্প। এবার আর রাখঢাক করে নয়, প্রতিবেশী দেশকে খোলাখুলি আমেরিকার সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। আমেরিকার অঙ্গ রাজ্য হিসাবে কানাডা কী কী সুবিধা পাবে ট্রাম্পের পোস্টে তারও উল্লেখ রয়েছে। হবু মার্কিন

লিখেছেন, 'কানাডার মানুষ তাঁদের দেশকে আমেরিকার ৫১তম প্রদেশ হিসাবে দেখতে চাইছেন। বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে কানাডার যে পরিমাণ ভরতুকি প্রয়োজন সেটা দেওয়া আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ট্রুডো এটা জানেন বলেই পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হলে কানাডাকে কোনও বাণিজ্য কর দিতে হবে না। অন্যান্য করের পরিমাণও অনেক কমে যাবে। চিন ও রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ অনবরত কানাডার আশপাশে টহল দিচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে থাকলে কানাডা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা পাবে। একসঙ্গে আমরা একটি মহান দেশ হয়ে উঠব।'

ভিখারির প্ৰেমে মজে গৃহত্যাগ মায়ের

লখনউ, ৭ জানুয়ারি : ভালোবাসা মন পোড়ায়। মন ভাঙে। গড়েও। এ এক অদ্ভূত জাদু। যার ছোঁয়ায় স্বামী, সংসারও ভেসে যায় মহিলাদের। নাড়িছেঁড়া ধন সন্তান তখন ধর্তব্য নয়। এমনই এক আশ্চর্য প্রেমের সাক্ষী হল উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বার জেলা। স্বামী ও ছয় সন্তান নিয়ে ভরা সংসারের একচ্ছত্র কর্ত্রী রাজেশ্বরী ভিখারির প্রেমে মজে বাড়ি ছেড়েছেন। মহিলার স্বামী ভারতীয় ন্যায়

সংহিতার ৮৭ ধারায় স্ত্রী অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলার খোঁজ মিলেছে। বছর ৩৬-এর রাজেশ্বরীর স্বামী রাজু মধ্য চল্লিশের। তাঁদের ছটি সন্তান। থাকেন হরিদ্বারের হরপলপুরে। তাঁদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন নানহে পণ্ডিত। ভিক্ষাই তাঁর জীবিকা। রাজুর বাড়িতে এসেও ভিক্ষা চাইতেন নানহে পণ্ডিত। মধ্য চল্লিশের নানহের সঙ্গে প্রায়ই গল্প করতেন রাজেশ্বরী। তাঁদের ফোনালাপও চলত। রাজু এসমস্ত নিয়ে কিছু ভাবেননি।



পুলিশের কাছে অভিযোগে রাজু জানিয়েছেন, ৩ জানুয়ারি বেলা ২টো নাগাদ কিছু সবজি, কাপড়জামা কিনতে রাজেশ্বরী বাজারে গিয়েছিলেন। বড় মেয়ে খুশবুকে বলে যান। ফেরেননি। রাজুর সন্দেহ, নানহে পণ্ডিতের সঙ্গে রাজেশ্বরী

পালিয়েছেন। রাজুর দাবি, মহিষ বিক্রির টাকা নিয়ে উধাও হয়েছেন স্ত্রী। পুলিশকতা শিল্পা কমারী জানিয়েছেন, তাঁরা মহিলাকে পেয়েছেন।

তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে। নানহে

পণ্ডিতের খোঁজ চলছে।

ভূমিকম্পে

থামল ট্রেন

কিশনগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি কিশনগঞ্জেও মঙ্গলবার

ভূমিকম্পের ঝটকা অনুভূত হয়।

একে ঘিরে আতঙ্ক ছডায়। স্থানীয় রেল

কর্তৃপক্ষ সতর্কতা হিসাবে কিছুক্ষণের

জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয়।

স্টেশনের আরপিএফ পোস্টের

ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেকটর হৃদেশকমার

শর্মা জানান, সকাল সাতটা তেত্রিশ

থেকে সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট

পর্যন্ত ১২ মিনিট আলিপরদয়ারগামী

কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসকে পাঞ্জিপাড়া

স্টেশনে, এনজেপিগামী দার্জিলিং

রাধিকাপুর ডিএমইউকে ঠাকুরগঞ্জ

স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। রেল

সূত্রে খবর, ভূমিকম্পের পর রেলের

স্থানীয় কারিগরি সেলের ইঞ্জিনিয়ার

করেন। তারপরই তিনটি ট্রেনকে

নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশে ছাড়ার

সবুজ সংকেত দেওয়া হয়। ঘটনায়

জেলায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে

প্রশাসনিক সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

ও কর্মীরা রেললাইন

স্টেশনে

ইঙ্গিত কালীঘাটের দিকে

চৈতালির মুখে কুলুপ নিয়ে প্রশ্ন

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

জানুয়ারি আগেরদিন স্বামীর হত্যা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থান বদল। এবার মুখে কুলুপ আঁটলেন বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি ঘোষ সরকার। সোমবার নিহত তৃণমূল নেতার শ্রাদ্ধের দিন কলকাতা থেকে এসেছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বার্তা পেয়েই কি মৌনব্রত নিতে বাধ্য হলেন চৈতালি?

সোমবার মিডিয়ার ইংরেজবাজার পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জানিয়েছিলেন যে, চলতি মাসেই ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান পদের রদবদল হওয়ার কথা ছিল। বাবলা সরকারকে পুরপ্রধান হিসেবে ফিরিয়ে আনছিল দল। তাই তাঁকে খুন হতে হয়েছে। যার স্বার্থে আঘাত লাগছিল সে এই কাজ করেছে। কিন্তু গতকালের এই মন্তব্যের পর মঙ্গলবার নিশ্চুপ হয়ে যান তিনি। সংবাদমাধ্যমের সামনে কথা বলাব মতো মানসিক অবস্থা এখন নেই বলে তিনি এডিয়ে যান। তবে কি খুন নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করার জন্য তাঁকে থামিয়ে দিল দল! এমন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এদিন বাবলা সরকারের সুকান্তপল্লির বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, বাড়ির সামনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সাদা প্যান্ডেল রয়েছে। অফিসের সামনে নিহত তৃণমূল নেতার বড আকারের ছবি। বহুতলের নীচে

মানুষ রয়েছেন। কিছু পুলিশকর্মী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। পাশেই বহুতলে প্রবেশের পথ। সেখানে রয়েছে সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্ফোরক চেয়ারের সারি। লিফটের সামনে দই জন পুলিশকর্মী চেয়ারে বসে। জনৈক দলীয় সমর্থক বললেন, 'বৌদি নীচে নামবেন না। বাড়িতে নারায়ণপুজো। ছেলে অভিনব সরকারও পুজোয়

> চৈতালি বাস্ততার মাঝেও সরকার ফোনে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'মনটা ভালো নেই। পুজোয়



রয়েছি।' একঘণ্টা পরে দেখা হতে পারে? প্রশ্ন করতেই তাঁর মন্তব্য, 'দেখন আমার মানসিক অবস্থা ভালো নেই। সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে পারব না। আপনারা সবই জানেন। লিখছেন তো। এখন কিছু বলার নেই।' বাবলা সরকার খুন হওয়ার পর থেকেই স্ত্রী চৈতালি সবকার একদিনের জন্য চুপ থাকেননি। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কার মাথা রয়েছে ? তাকে সামনে আনার জন্য সংবাদমাধ্যমের সামনে লাগাতার বলে যাচ্ছিলেন।

কনভেনশন হল এখনও অধরা

সাল। গৌতম দেব তখন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী। সেই সময় বাগডোগরার অদূরে গোঁসাইপুরে উত্তরা উপনগরীর সামনে সরকারি জমিতে কনভেনশন হল গড়ে তোলার জন্য শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী। পর্যটন দপ্তরের তরফে পর্যটকদের জন্য এবং এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে ওই কনভেনশন হলটি গড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শিলান্যাসের পর সীমানা প্রাচীরও দেওয়া হয়। ব্যস ওটুকুই। তারপর আর সিকিভাগ কাজও হয়নি। সাত বছর ধরে শুধু অপেক্ষা। যদিও প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী তথা শিলিঞ্চির মেয়র গৌতম দেব এখনও ওখানে কনভেনশন হল তৈরির ব্যাপারে আশাবাদী। কিন্তু আর কবে? স্পষ্ট নয়।

সামনে এশিয়ান হাইওয়ে টু-র পাশে তারপর থেকে জমিটি পড়েই ছিল। লাগবে, তা স্পষ্ট করেননি মেয়র।

বাগডোগরা, ৭ জানুয়ারি: ২০১৭ বাম জমানা শেষ হয়ে ঘাসফুল ফোটার ছয় বছর পর ২০১৭ সালে তৎকালীন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম এর শিলান্যাস করেন। মেয়র বলেন, '৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সীমানা প্রাচীর দেওয়া হয়। ওই সময়ে প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয় করে ওখানে কনভেনশন হল গড়ার পরিকল্পনা হয়েছিল।' কিন্তু এখনও হল নিমাণের জন্য এক কোদাল মাটি না পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে এদিকে মেয়র কিন্তু এখনও

কনভেনশন হল গড়ার ব্যাপারে আশাবাদী। তাঁর কথায়, 'কাছেই বাগডোগরা বিমানবন্দর। বিমানবন্দর অত্যাধনিক করা হচ্ছে। এতে পর্যটকদের সংখ্যা বাডবে। অনেকেই বড হোটেলে চলে যান। এখানে কনভেনশন হল করা হলে থাকার গোঁসাইপুরে উত্তরা উপনগরীর সুবিধা মিলবে। অনুষ্ঠান করার জন্য এত বড হল অন্য কোথাও পাওয়া ৪ একর জমি বাম সরকারের পর্যটন যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীও চাইছেন। তবে দপ্তর ১৯৯৪ সালে অধিগ্রহণ করে। একটু সময় লাগবে।' ঠিক কত সময়

দুর্ঘটনায় গাড়ি

বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে অনলাইনে ট্যাক্সি বুক করে দার্জিলিং বেডাতে যাচ্ছিলেন পঞ্জাবের

পর্যটক। বিমানবন্দর থেকে বের হতেই পরপর দু'বার একটি বাসের সঙ্গে ট্যাক্সিটির ধাকা লাগে। আতঙ্কে পর্যটকরা বাগডোগরা কলেজের সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে নেমে যান। বাগডোগরা থানার পুলিশ এবং বাগাডোগরা ট্রাফিক গার্ড এসে বিকল্প ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে পর্যটক দলটিকে জলন্ধর থেকে নরেশ মালহোত্রা. মামলা দায়ের করেছে পলিশ।

বাগডোগরা, ৭ জানুয়ারি : তাঁর স্ত্রী চিনা মালহোত্রা ও তাঁদের আত্মীয় ধীরাজ মালহোত্রা মঙ্গলবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন। নরেশের কথায়. 'বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে ওই চালক বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো শুরু করেন। একটু এগোতেই একটি বাসের সঙ্গে দু'বার ধাক্কা মারেন। এরপর আমরা গাড়ি থেকে নেমে যাই।' যদিও গাডির চালক রোহন থাপার দাবি. 'আমি ঠিকভাবেই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি বাস আমার গাড়িকে ধাকা মারে। দার্জিলিংয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। চালকের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত

কাওয়াসাকি রোগে আতঙ্ক নয়

রণজিৎ ঘোষ

শिनिञ्जिष्, १ जानुगाति এবার শিলিগুড়িতেও কাওঁয়াসাকি রোগের হদিস। তবে, আতক্ষের কিছু নেই। আক্রান্ত শিশু শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার পর পরোপরি সম্থ হয়ে ঘরে ফিরেছে। তবে চিকিৎসকরা মানছেন, এই রোগ অত্যন্ত বিরল। ভারতবর্ষে তিন-চারজনের শরীরে এই রোগ ধরা পডে। মলত শারীরিকভাবে দুর্বল, শিশুদেরই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ অভেদ বিশ্বাসের কথায়, 'এটা কোনও ভাইরাসঘটিত রোগ নয়। একজনেব থেকে অপরজনের শরীরে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। রক্তের কিছু সমস্যা থেকে এই রোগের সষ্টি। তবে, দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসা করলে রোগ সেরে যায়। কিন্তু দেরি হলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের



সপার ডাঃ চন্দন ঘোষ বলছেন,

'ওই শিশুটি যে সমস্ত শারীরিক

উপসর্গ নিয়ে এসেছিল, তা দেখেই

আমাদেব কাওয়াসাকি সন্দেহ হয়।

তারপর চিকিৎসা শুরু করা হয়।

শিশুটি চারদিনের চিকিৎসায় সুস্থ

৮০ হাজার টাকা খরচ করে

ইনজেকশনের ব্যবস্থা করেছিল

রোগীকল্যাণ সমিতি। সমিতির

শিশুটির চিকিৎসার ক্ষেত্রে

হয়ে উঠেছে।'

'শিশুটিকে সুস্থ করতে সমস্ত ব্যবস্থা দেন। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই হয়েছিল। চিকিৎসকদের

আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বেশ কয়েক মাস আগের ঘটনা। শিলিগুড়ির চম্পাসারির দেবীডাঙ্গার বাসিন্দা চার বছরের একটি শিশু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়। তাকে প্রাইভেটে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান পরিবারের লোকজন। প্রথমে চিকিৎসক ভাইরাল জ্বর ধরে নিয়ে চিকিৎসা চেয়ারম্যান গৌতম দেব বলছেন, শুরু করেন। সেইমতো ওযুধও

শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় লাল লাল র্যাশ বের হয়। চোখগুলিও লালচে হয়ে যায়। এই দেখে আতঙ্কিত পরিবারের লোকজন শিশুটিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। শিশুটিকে ভর্তি করে চিকিৎসকরা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করেন। শিশু বিভাগ, মেডিসিন বিভাগ মিলিতভাবে শিশুটিকে

পরীক্ষার পর কাওয়াসাকি রোগ

শিকার হতে পারে কারা

শারীরিকভাবে দুর্বল, শীর্ণকায় শিশুদেরই এই রোগে

ভাইরাসঘটিত নয়, রক্তের কিছু সম্স্যা থেকে এই

রোগের সৃষ্টি। তবে, দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসা করলে

পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এই রোগ হওয়ার

কিন্তু দেরি হলে হৃদরোগের সম্ভাবনা থাকে

হাসপাতাল

জানিয়েছেন, রোগীকে ইমিউনোগ্লোবুলিন এবং অ্যাসপিরিন জাতীয় ওযুধ দেওয়া হয়। এতে হৃদযন্ত্রে প্রভাব পড়া আটকানো যায় এবং শরীরের ব্যথাও কমে। এখানে এই প্রক্রিয়াতেই শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। তবে, এই রোগে হৃদযন্ত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকায় মাঝেমধ্যে শিশুটিকে হাসপাতালে এনে পরীক্ষা করা হবে। চিকিৎসকরা বলছেন, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, শারীরিকভাবে দুর্বল শিশুদের এই রোগ হতে পারে।

দার্জিলিংয়ের আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের দাবি, 'শিলিগুড়িতে এর আগে কাওয়াসাকি রোগ পাওয়া যায়নি। এই শিশুটিও বেশ কয়েকমাস আগে আক্রান্ত হয়েছিল। হাসপাতালের চিকিৎসকদের তৎপরতায় সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছে। এই রোগ নিয়ে অযথা আতঙ্কের কারণ নেই।

ট্রেন দাবি

মেলকেকিশনগঞ্জ

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগে মহাকুম্ভমেলা ও সাগরদ্বীপে গঙ্গাসাগরমেলায় উত্তরবঙ্গের পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেন চালানোর দাবি তুলল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। সংগঠনটি মঙ্গলবার রেলমন্ত্রীকে এই সংক্রান্ত স্মারকলিপি দেয় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের এডিআরএম (এনজেপি)-কে। মঞ্চের তরফে বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচুর সাধু মহাকুম্ভমেলা ও গঙ্গাসাগরমেলায় যান। তাই বিভিন্ন স্টেশন থেকে

১৫৬ প্রজাতির

বিশেষ ট্রেন চালানো হোক।

বোরোলি সহ বহু জাতের

'উত্তরবঙ্গ মাছের খনি। অথচ আক্ষেপের বিষয় বলতে আমাদের মধ্যে অনেকেরই এখানকার মাছের বিষয়ে সেভাবে কোনও ধারণা নেই সেকারণে আমার এই উদ্যোগ।' মাছ চাষের সুবাদে বেশ কয়েকজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছেন মাছ চাষ করে কীভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায় সে বিষয়ে প্রৌঢ় মানুষটি অন্যদের স্বেচ্ছায় সাহায্য করেন তাঁর কাছে মাছ চাষ শিখে শ্যামল বর্মন, সুলতান মিয়াঁর মতো অনেকেই আর্জ স্থাবলম্বী। লক্ষ্মীকান্তের এহেন উদ্যোগকে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক অঙ্কিত শর্মার মতো অনেকেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের নামও লক্ষীকান্ত বৰ্মন। এক লক্ষ্মীকান্ত আরেক লক্ষ্মীকান্তর প্রশংসা শুনে খবই লজ্জায় পড়েন। তবে তিনি নিজের লক্ষ্য থেকে সরতে রাজি ন। বরং, সবার মধ্যে মৎস্যপ্রীতি বৃদ্ধিতে মাছ চাষের জন্য একটি

বিধানসভায় প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা

ফাঁসিদেওয়া, ৭ জানুয়ারি : পৃথক রাজ্য ও রাজবংশী সহ উত্তরবঙ্গের অবহেলিত মানুষের চাওয়াপাওয়া তলে ধরতে বিধানসভা ভোটে লড়তে চলেছে কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড)। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম নিমতলা শ্বাশান মাঠে উত্তরবঙ্গের নেতা-কর্মীদের নিয়ে ৩০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল।

সেখানে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিখিলকুমার রায় একথা জানান। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের শাসকদল ত্ণমূল ললিপপ দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছে। বাস্তবে সবাই অবহেলিত। আমাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা না এলে উন্নয়ন হবে না।'

উত্তরবঙ্গকে তৈরির আন্দোলন সফল করতে বিধানসভা ভোটকেই পাখির চোখ করেছে সংগঠন। অন্য দলগুলিকে পিছনে ফেলে নিজেদের দলের বিধায়ক চায় তারা। অতীতে নিবর্চনে লডতে গিয়ে হার হয়েছে। এবার অবশ্য লডাই করার মতো সংগঠন প্রার্থী দিতে চলেছে বলে নিখিল মন্তব্য করেন।

এদিনের কর্মসূচিতে মাঠে তেমন ভিড় হয়নি। অথাভাবে গাড়ি ভাড়া করা যায়নি বলে কেন্দ্রীয় সভাপতির দাবি। উপস্থিত ছিলেন জেলার সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মন সহ দলের অন্য জেলা নেতারা।

১০০০ লিটার চোলাই নষ্ট

ফাঁসিদেওয়া, ৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার পুলিশ ও আবগারি দপ্তর যৌথ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ১০০০ লিটার চোলাই নম্ট করল। ওই এলাকাগুলির কয়েকটি বাড়িতে চোলাই বানিয়ে তা বিক্রি করা হত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার ওই এলাকাগুলিতে অভিযান চালানো হয়। ঘোষপুকুর এলাকার ইটাভাটায় ৫০০ লিটার, পাথরহিরহিরিয়া এলাকায় ২৫০ লিটার, তেতলিগুড়িতে ২০০ লিটার ও কচুমণিজোতে ২০০ লিটার চোলাই নম্ভ করে তারা। পাশাপাশি চোলাই তৈরির সামগ্রীও নম্ট করে। ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ও নকশালবাঁড়ি আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা সেখানে গিয়ে লক্ষাধিক টাকার চোলাই ও তা তৈরির সামগ্রী নম্ভ করে দেন। তবে কারবারিরা এলাকা ছেড়ে

মা ব্যস্ত কাজে। ইটভাটায় আপনমনে পড়ে চলেছে কিশোর। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার সান্দাকফুতে তুষারপাত শুরু

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি কোথাও আছডে পডল শিলা, কোথাও আবার তুষারকণা। নতুন গেল পাহাড়ের ছবিটা। যার আঁচড় লাগল সমতলেও। হতেই পাহাডি ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপল শহর শিলিগুড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। যথারীতি পারদপতন ঘটেছে।

বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাত ঘটতে পারে পাহাড়ের উঁচু অংশে, এমন পুর্বাভাস দিয়েছিল আববহাওয়া দপ্তর। মঙ্গলবার দুপুরে একটি পশ্চিমী ঝঞ্জা সিকিম পাহাড়ে ধাকা খেতেই পালটে যায় পরিস্থিতি। জুলুক, ছাঙ্গু, লাচেন, লাচুং সহ একাধিক জায়গায় ভারী তুষারপাত বক্তব্য, সান্দাকফুতে তুষারপাত হয়।

গ্যাংটক. পেলিং, রাবাংলা সহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম।

বস্টিও হয়েছে। সোনাদা, দার্জিলিংয়ে শিলাবৃষ্টি হয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হয় কালিম্পংয়ে। মাটি ভিজেছে সেবকেরও। পাহাড়ি বৃষ্টি শুরু হতেই সমতলেও তার হাওয়া লাগে। রাতে তাপমাত্রা হ্রাস পায় অনেকটাই। তারসঙ্গে হুহু করে ঠাভা হাওয়া বইতে থাকায় নতন করে শীতের প্রকোপ শুরু হয়ে যায় সমতলেও। হিলকার্ট রোড, সেবক রোড ও বিধান রোড সহ শিলিগুড়ির বাজপথগুলি ফাঁকা হতে বেশি সময় লাগেনি

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকতা গোপীনাথ রাহার 'বুধবার কয়েকটি জায়গায় শুরু হয় সন্ধ্যা হতেই। এদিন রাতে সকালে কুয়াশার প্রকোপ থাকবে। ফলে ওই এলাকাগুলিতে তাপমাত্রা

কনউ ২.০' ট্রেড ফেয়ার

হার্ডওয়ার মার্চেন্টস আসোসিয়েশন ইভেনটেজ যৌথভাবে বৈঠকে শিলিগুডিতে আয়োজন করতে চলেছে 'কনউ ২.০' ট্রেড ফেয়ার। ১০ থেকে ১২ জানুয়ারি সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শালুগাড়া চেকপোস্ট সংলগ্ন আইজি অফিসের পাশের একটি মাঠে ওই মেলা চলবে। সেখানে বহুতল নির্মাণে ব্যবহৃত সামগ্রী প্রস্তুতকারী সংস্থার স্টল থাকবে। গোটা দেশ থেকে ২৫০টি সংস্থার স্টল আসছে বলে জানালেন উদ্যোক্তারা।

নিমাণ সংক্রান্ত ট্রেড ফেয়ারটি মূলত 'বিজনস টু বিজনেস'-এর উদ্দেশ্যে আয়োজিত হচ্ছে। বিমল বহুতল নির্মাণের সঙ্গে জড়িত আগরওয়াল প্রমুখ।

থাকবেন। মঙ্গলবার সাংবাদিক শিলিগুড়ি হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়কমার আগরওয়াল বলেন. 'এই মেলা দ্বিতীয় বছরে পা দিল। যাঁরা বাড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত সামগ্রী বিক্রি করেন বা যাঁরা আবাসন নিমাণ করেন, তাঁরা মেলায় আসতে পারেন। সরাসরি বিভিন্ন সংস্থার সামগ্ৰী কিনতে পারবেন তাঁরা। নির্মাণ ব্যবসার জন্য মেলাটি ভীষণ উপকারী।' এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত আসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আগরওয়াল, কৈলাস

অনেকে অযথা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই নিয়ে মুখ্যসচিব আজই বৈঠক করেছেন এখনও পর্যন্ত যা জেনেছি, এটা

মারাত্মক কিছু নয়। এখন ভয় বা

আতঙ্ক ছড়ানোর কিছু নেই।'

মমতার তোপ

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি

কিছু প্রাইভেট চক্র আছে, একটু

জ্বর হলেই ভয় দেখিয়ে ন্যাচারাল

জিনিসকে আনন্যাচারাল করে দেয়।

এইচএমপিভি নিয়ে চিন্তার কোনও

কারণ নেই। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা

বলেন। তিনি বলেন, 'চিন্তা করার

কারণ যখন হবে, তখন আমরা

বলে দেব। এই ভাইরাস নিয়ে

হাওডার

মুখ্যমন্ত্ৰী

থেকে ফেরার পথে

ভূমুরজলা স্টেডিয়ামে

প্রদীপকে সমর্থন জানুরা।র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বের করে দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত এখনও করছে কংগ্রেস। দু-দিন আগেই এই মন্তব্য করেছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। প্রদীপবাব বলেছিলেন, 'সেদিন মমতাকে বহিষ্কার করা ঠিক হয়নি। মমতাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্বের চাপে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন সোমেন মিত্র।' এই নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। যদিও প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী প্রদীপবাবুর এই বক্তব্যকে খণ্ডন করে বলেছিলেন, সোনিয়া গান্ধি না থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মন্ত্রী নিজেই। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে প্রদীপ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ঠিকই বলেছেন। কংগ্রেস তো প্রায়শ্চিত্তই করছে। এর বাইরে আর কোনও শব্দ খরচ করেননি মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না।

সতর্কতা ৭ জানুয়ারি

ভাইরাসে

মেটানিউমো ["]ভাইরাস (এইচএমপিভি) প্রতিরোধে পুরোপুরি সতর্ক রয়েছে কিশনগঞ্জ স্বাস্থ্য দপ্তর। সোমবার রাতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বিহারের ৩৮টি জেলার জেলা শাসকদের এব্যাপারে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সিভিল সার্জন ডাঃ রাজেশ কুমার বলেন, 'অযথা আতঙ্কিত হওঁয়ার কোনও কারণ নেই। এই ভাইরাস ঠেকাতে জেলায় প্রতিটি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে।' জ্বর, সর্দি হলে মাস্ক পরতে হবে, ভালো করে হাত ধুতে হবে। ভিড়ের না যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

আভযান

নকশালবাড়ি, ৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার এসএসবি জওয়ানদের অভিযানে আটক হল দুটি ই-রিকশা। ২০ বস্তা চিনা রসুন ও ৮৮০ কেজি আর্জেন্টিনার পপুকর্ন সহ আটক করা হয় ই-রিকশা দুটিকে। এদিন নকশালবাড়ি কোটিয়াজোত এলাকায় অভিযান চালান এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের মদনজোত আউটপোস্টের জওয়ানরা। উদ্ধার হওয়া জিনিসগুলি কাস্ট্রমস বিভাগের হাতে তুলে দেন এসএসবির আধিকারিকরা।

হঢ়ল বিজিব

শুকদেবপুর এলাকার বাসিন্দা

পীযৃষ মণ্ডলের কথায়, 'এখানে অংশে কাঁটাতার নেই। বিএসএফ ববিবার রাত থেকেই কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু করে। গতকাল সেই কাজ শুরু করলেই বিএসএফকে বাধা দেয় প্রতিবেশী দেশের সীমান্তরক্ষীরা। কিন্তু আমাদের দেশের জমিতেই কাঁটাতার দেওয়া হচ্ছিল। বাধা দেওয়ার বিষয়টি আমরা জানতে পেবেই সেখানে হাজিব হই। আমাদের গ্রামের কয়েকশো বাসিন্দা ওই এলাকায় জমায়েত করে।' পরে বিএসএফের হস্তক্ষেপে তারা সরে যান। আর এক বাসিন্দা গোপাল মণ্ডল বলেন, 'আমরা আমাদের জমির এক ইঞ্চিও ছাড়ব না। প্রয়োজনে আমরাও বিএসএফের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।'

৫ অগাস্টের পর বাংলাদেশ থেকে অনপ্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ বেডেছে। যার মধ্যে প্রায় ১৫০টিরও বেশি জায়গাকে ব্ল্যাক স্পট হিসেবে চিহ্নিত করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। সূত্রের খবর, অনুপ্রবেশকারীরা ওই ব্ল্যাক স্পটগুলোকেই অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করছে। এরা বিভিন্ন এজেন্টদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই বিএসএফকে কাঁটাতার দিতে বাধা বিজিবির। যা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল এদিন।

মাছ কোচবিহার জেলা তো বটেই, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তের বাজারগুলিতে যায়। মাছ নিয়ে ব্যবসা করে সফল শিল্পপতি হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। লক্ষ্মীকান্ত সেই সাফল্যে মজেছেন আর মাছ সংরক্ষণে ডবেছেন

প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনায় আজকাল বেশি করে ডুব দিয়েছেন।

পাসপোর্ট

প্রথম পাতার পর বাংলাদে**শে**র

সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সচিবের অবশ্য দাবি, ওইরকম ট্রাভেল ডকুমেন্ট হয়তো ভারত সরকার দিয়েই রেখেছে। ভারত কিন্তু এই মন্তব্যে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। লন্ডনে যাওয়ার সময় মঙ্গলবার খালেদাকে শুভেচ্ছা জানাতে তাঁর বাসভবনে এবং বিমানবন্দরের রাস্তায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শর্মিলা রহমান সিঁথি। কাতারের আমিরের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে লন্ডনে গেলেন তিনি। সেখানে আছেন তাঁর বড ছেলে তারেক রহমান। অর্ধ যুগের পর মা-ছেলের দেখা হবে। লভনে ক্লিনিকে ভর্তি করা হবে তাঁকে। এর আগে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহুবার তাঁকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করেছিল বিএনপি। কিন্তু হাসিনার সরকার সেসময় কর্ণপাত করেনি।

কাপল বঙ্গও

প্রথম পাতার পর

ভারতেও কোথাও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। ভারতে একবার আফটারশক অনুভূত হয়েছে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেন, 'হতাহতের সংখ্যা কমানোর জন্য সবাত্মক উদ্ধারকাজ চলছে।' প্রায় ১,৫০০ দমকলকর্মী এবং উদ্ধারকারী ধ্বংসস্তপ থেকে বিপন্নদের উদ্ধারে মোতায়েন হয়েছেন। হতাহতের ঘটনায় শোকপ্রকাশ তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামা।

এর আগে এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের রেকর্ড আছে ২০২৩ সালের নভেম্বরে। ৬.৪ মাত্রার ওই কম্পনে নেপালে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ২০০৮ সালে চিনের সিচুয়ানে ভূমিকম্পে ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ২০১৫ সালে নেপালের কাঠমাভূর কাছেও ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় ৯ হাজার মানুষ প্রাণ হারান।

মধ্যরাতে ধুন্ধুমার শহর

বাচ্চুর অভিযোগ, রাতে একটি অভিনন্দনকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। এরপর এক আত্মীয়ের কাছে অভিনন্দন ফোন করে জানায় তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। এক লক্ষ টাকা নগদ নিয়ে বাচ্চুকে কানকাটা মোড়ে আসতে বলেন অভিনন্দন। একটি সাদা রঙের ছোট চারচাকা গাড়ি এলে বাবাকে টাকা দিতে বলেন অভিনন্দন। বাচ্চুর সংযোজন, 'কথামতো সেখানে গিয়ে ছেলেকে ফোন করে মোবাইল বন্ধ পাই। রিজু ও চন্দনের মোবাইল ফোন, ততক্ষণে খবর পেয়ে আত্মীয় পরিচিতদের অনেকেই কানকাটা মোডে এসে হাজির হয়।' রাত প্রায় আড়াইটা বেজে যায়। সেই সময় একটি সাদা রঙের গাড়ি ঘটনাস্থলে সেই গাড়িটি ইস্টার্ন বাইপাসে আসতেই অভিনন্দনের পরিবারের লোকেরা সেটিকে আটক করার চেষ্টা করে। সেই সময় গাড়িটি আশিঘর মোড়ের দিকে চলে যায়। পরে একটি কালো রঙের ছোট ঘটনাস্থলে যায় নিউ জলপাইগুড়ি চারচাকা গাড়ি ঘটনাস্থলে আসে। থানার পুলিশ। কালো গাড়িটিকে

থাকে। এরপর কয়েকজন গাড়িটির কালো গাড়িতে পিছনে ধাওয়া করে। গোরা মোড়ের কাছে আসতেই গাড়িটি থেকে কয়েকজন নেমে বাচ্চুর জামাই রিজু ও আত্মীয় চন্দনকে ব্যাপক মারধর করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। এরপর একজনকে ভিআইপি মোডে এবং অন্যজনকে গোরা মোড় পার করে সাহুডাঙ্গির রাস্তায় ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা। শুধু মারধরই নয়, সোনার আংটি, নগদ টাকা লুট করে নেয় বলে অভিযোগ। যদিও শেষপর্যন্ত মক্তিপণের এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়নি। ফিরে এসে ঢোকার চেষ্টা করতেই সেটিকে আটক করেন বাচ্চুর পরিচিতরা। সেখানে দুষ্কৃতী দলটিকে পেটানো হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে

কিন্তু বেগতিক বুঝে গাড়িটি ঘুরে পাশাপাশি রাস্তায় পড়ে থাকা নীল রঙের স্কুটারে দুজন এসে গোরা মোড়ের দিকৈ পালিয়ে যেতে দুজনকেও উদ্ধার করে পুলিশ। অভিনন্দনকে পাওয়া যায়। ওই ঘটনার পর পাঁচজনকে আটক করে থানায় আনে পুলিশ। পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার এনজেপি থানায় ছেলেকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন বাচ্চ। কিন্তু এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে

শুরু করেছে কেন অভিনন্দনকে অপহরণ করার চেষ্টা হয়েছিল? সূত্রের খবর, অভিনন্দন অনলাইন জুয়া ও বেটিং কারবারে যুক্ত। শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার একটি দম্ভতী দল অভিনন্দনেব কাছে 'তোলা' বাবদ কিছু টাকা চায়। সেই টাকা না দেওয়াতেই অভিনন্দনকে অপহরণ করা হয়। ওই দম্কতী দলে শিলিগুড়ির বেশ কয়েকজন বাউন্সার জড়িত বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে। দলটি অনেকদিন থেকে এই ধরনের অপরাধে যুক্ত বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে

গত বছর নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে এমনই এক প্রতিযোগিতায় দেশের আয়োজিত প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় লাখের বেশি তরুণ-তরুণী। সেখানে উতরে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ধাপে সারা দেশের ৩০ লাখের বেশি দশটির মধ্যে যে কোনও একটি অংশগ্রহণকারীর মধ্যে তিন ধাপের পছন্দসই বিষয় বেছে নিয়ে অনলাইন কঠিন বাছাইপর্ব উতরে নিবাচিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সফল হতে উত্তরবঙ্গের চার প্রতিনিধি ৮ হয়েছে তাঁদের। সবশেষে গত ২২ জানুয়ারি হাওড়া থেকে দিল্লির ডিসেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে রওনা হবেন। তার আগে লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয় লাইভ কলকাতায় রাজভবনে তাঁদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানাবেন সেখানে অংশ নিয়ে চূড়ান্ত বাছাইয়ে রাজ্যের মধ্যে ৩৮ জন এই সুযোগ পেয়েছেন।সেখানেই 'মেকিং ইভিয়া

ভি' এবং প্রীতম বলেছেন কৃষিতে ফলন বাড়ানোর বিষয়ে। স্বামীজির জন্মদিনে দিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশকে আগামীদিনে শিল্পোৎপাদনে শীর্ষে তুলতে যেসব তা নিয়ে নিজেদের স্পষ্ট মতামত

স্নাতক স্তরে গণিতে টপার আকাশের মতে, ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে দেশকে আর্থিক ও শিল্পোৎপাদনে বিশ্বগুরু করে তোলা সম্ভব। এজন্যে দীর্ঘমেয়াদি দৃষণমুক্ত ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে পাখির চোখ করার প্রস্তাব দিতে চান আকাশ। সেইসঙ্গে এআইকে বিকাশে কাজে লাগানো, কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় এবং

দিতেই ক্রীড়া ও যুবমন্ত্রকের পঙ্কজের বিষয় 'বিকাশ ভি, বিরাসত থাকবে ধুপগুড়ির তরুণের প্রস্তাবে। আকাশ চাইছেন সময় সুযোগ পেলে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে শিল্পোৎপাদনের বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর কাড়তে। একইভাবে সুযোগ পেলে প্রধানমন্ত্রীকে উত্তরের পর্যটনের বিকাশের প্রস্তাব দিতে চান মল্লি। প্রীতমের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে উত্তরে ক্ষিনির্ভর শিল্পের বিকাশে।

দিল্লির পথে রওনা হওয়ার মুখে আকাশের বক্তব্য, '৩০ লাখের বেশি অংশগ্রহণকারী দেখে প্রথমটায় ঘাবডেই গেছিলাম। তবে প্রাথমিক পর্বে প্রশ্নোত্তর যত এগিয়েছে ততই আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। প্রবন্ধটা যখন ঠিকঠাক হল তখন ভয় কেটে গিয়েছিল। এরপর শান্তিনিকেতনে ডাক পেলাম, তারপর দিল্লিতে। সুযোগ পেলে আমার জেলা এবং উত্তরবঙ্গ নিয়ে শিল্প গড়ার ভাবনা

দিশা দেখাবেন উত্তরের চার নেতৃত্বের আলোচনার সুযোগ করে প্রবন্ধ মন কাড়ে বিচারকদের।মল্লিও জোয়ার আনার বিভিন্ন উপায়

শহরের সিঙ্গাতলার বাসিন্দা গৌডবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র পঞ্চজকুমার রায়। এঁদের মধ্যে পঙ্কজ গত বছর সংসদে দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্য রেখে এসেছেন। ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি

স্বয়ং রাজ্যপাল। জাতীয় যুব উৎসব ২০২৫-এর আগে এবারে গড়তে যুবদের সঙ্গে দেশের শীর্ষ হাউস' বিষয়ের ওপর আকাশের গড়া এবং সামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থায় জানাব প্রধানমন্ত্রীকে।'

এই অনষ্ঠান।

অংশ নিয়েছিলেন দেশের তিরিশ নীতি চালু বা পরিবর্তন করা দরকার জানাবেন চারজনই। 'বিকশিত ও বিশ্বগুরু ভারত' গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং পাওয়ার সর্বোপরি প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ



কম্পন টের পেয়ে কম্বল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : কেউ ঝাঁকুনিতে, কেউ আবার উলু-শঙ্খ ধ্বনি শুনে ছাড়লেন বিছানা। বাকি জায়গার মতোই শিলিগুড়িতে অন্য ছবি চোখে পড়ল সকালসকাল। প্রত্যেকের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। পাড়ায় পাড়ায় জটলার আলোচনায় শুধুই ভমিকম্প মঙ্গলের সাতসকালে 'অমঙ্গলের আঁচ' পাওয়া সাধারণের মনে ফিরল '১১ এবং '১৫-র স্মৃতি।

হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস এখন হট টপিক। 'আঁতুড়' সেই চিন। দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত ঘেঁষা তিব্বতের জিজাং উৎসস্থল ছিল এদিনের ভূমিকস্পের। যা কাঁপিয়ে দিল এই শহরকেও। শীতের সকালে গরম জামা পরার সুযোগটুকু পেলেন না অধিকাংশ মানুষ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর্ত্ত রেশ রইল দীর্ঘক্ষণ। চায়ের আড্ডা থেকে পার্টি অফিস- দিনভর সব জায়গায় শহরবাসী শোনালেন নিজেদের অভিজ্ঞতা। এই যেমন-কে টের পেয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে, কার ঘুম ভাঙিয়ে ঘর থেকে টেনে বের করলেন পরিবারের সদস্যরা এবং কার অনুভূতি কেমন ইত্যাদি।

শিলিগুড়ির কলেজপাড়ায় একটি মর্নিং স্কুল রয়েছে। সেটার সামনে দাঁড়িয়ে একজনকে বলতে শোনা গেল, 'ঘুমের ঘোরে একটা ঝাঁকুনি লাগলেও প্রথমে বুঝতে পারিনি। ফ্যান নডছে দেখে পরে টের পাই, ভূমিকম্প হচ্ছে। কম্বল গায়ে জড়িয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি।' এইসময় বেশি তাড়াহুড়ো যে উচিত নয়, তা স্পষ্ট সূর্যনগরের সাগর চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতায়। দরজা না খুলে ঘর থেকে বের হতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন তিনি। দেশবন্ধুপাড়ার প্রীতম সরকারের ব্যাখ্যায়, 'কম্পনে ঘুম ভাঙেনি। উলুধ্বনির আওয়াজ শুনে উঠে পড়ি।'

২০১১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর

খোলা জায়গায়

শৌচকর্মে

বিড়ম্বনা

পারমিতা রায়

শিলিগুডি, ৭ জানুয়ারি

ক্রীডাঙ্গন সংলগ্ন বিধান রোড বা

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন

অথচ শহরে সুলভ শৌচালয়ের

মহিলাদের। প্রতিবাদ যৈ হচ্ছে না,

তা নয়। যদিও প্রতিবাদ করতে

গেলে পালটা কটু কথা শুনতে হয়

বলে অভিযোগ। ছবিটা বদলাচ্ছে না

অস্বৃত্তিকর অভিজ্ঞতা ভাগ করে

টোটোতে চেপে যৈতে হয় কর্মস্থলে।

সংখ্যা কম নয়।

কাঞ্চনজঙ্ঘা

লাগলেও

র ২৯ এপ্রিল পুর নিবার্চনের দিন দুপুরেও ঝাঁকুনি খেয়েছিল শহর। ওই দুটি ঘটনার প্রসঙ্গ এদিন ঘুরে ফিরে এল বারবার। সূর্যনগরে সকালের আড্ডায় বসে সঞ্জীব দত্ত বলছিলেন, 'আজকের কাঁপনটা কম ছিল না

কিন্তু এর আগের অভিজ্ঞতা বেশি

ভয়ংকর।' অরবিন্দপল্লির অরিন্দম



MOULIN ROCK

PCS SUITS Rs. 39 SUNDAYS OPEN Poola Hindustan Seth Srilal Market, Siliguri Helpline No. 76991- 99999

'তিব্বতে হল উৎপত্তি। কাঁপলাম আমরা। কম্পন যেন আমাদের ভাগ্যে রয়েছে।

মাঠের সাতসকালে চায়ের দোকান খোলেন রবি বিশ্বাস। ভূমিকম্প টের পেয়ে দৌড়ে মাঠে চলৈ যান তিনি। রবির ব্যাখ্যায়, 'একটু হলেই গ্রম চা হাতে পড়ে যেত। যা ভয় পেয়েছি, বলে বোঝাতে পারব না।

তবে অনেকে একেবারেই টের পাননি। বাকিরা যখন আতঙ্কিত, তাঁরা অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন তখন। ঘুম ভাঙার পর ভূমিকম্পের কথা জানতে পারেন অন্যের কাছ থেকে। অভিজ্ঞতা বিশ্বকর্মাপুজোর রাতে ভয়ংকরভাবে না হওয়ায় দুঃখপ্রকাশ করছেন কেঁপে ওঠে শিলিগুড়ি। ২০১৫- এমন অনেকে।

গ্রেপ্তার দুষ্কৃতী

শिनिগুড়ি, १ जानुगाति : সোমবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতদের নাম বাপি মাহাতো, সঞ্জয় রায়, প্রহ্লাদ মালো এবং পিংকু রায়। এরা যথাক্রমে খোলাচাঁদ ফাপড়ি, চয়নপাড়া, বৈকুণ্ঠপল্লি ও প্রকাশনগরের বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। তদন্তকারীদের ধারণা, দৃষ্ণতীমূলক কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে এই চারজনের সঙ্গে অন্য কয়েকজনও ঘটনাস্থলে এসেছিল কিন্তু পুলিশের উপস্থিতি টের পেতেই ঘটনাস্থল থেকে তারা পালিয়ে যায়। বাকিদের পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পাকডাও করা হয়। ধতদের কাছ থেকে বেশ কিছু ধারালো অস্ত্র এবং অন্য সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

জেল হেপাজত

শिनिछि, १ जानुशाति : পবিত্রনগরে বধূর রহস্যমৃত্যুতে ধৃত স্বামীর জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক। ধীরাজ রাইকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছিল। থানা থেকে পুলিশ ভ্যানে ওঠার সময় এদিন ধীরাজ দাবি করেন, 'আমরা ভালোভাবেই জীবন কাটাচ্ছিলাম। ঘটনার পরে আমি সবাইকে খবর দিই। পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট বের হলে সব বোঝা যাবে। প্রধাননগর থানার আইসি বাসদেব সরকার জানালেন, ঘটনার তদন্ত চলছে।

ইসলামপুর শহরে নেই কোনও অডিটোরিয়াম। মুক্তমঞ্চ থাকলেও সেখানে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করতে প্রায় লক্ষ টাকা খরচ হয়। ইসলামপুরের সাংস্কৃতিক মহল দীর্ঘদিন ধরে নেতাজি সুভাষ মঞ্চ অথাৎ পাবলিক হল পুনর্নির্মাণের দাবি তুলছে। মঙ্গলবার একই দাবিতে মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিককে স্মারকলিপি দিলেন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম ফর নেতাজি সভাষ মঞ্চের সদস্যরা। এদিনের কর্মসূচিতে সংস্থার কনভেনার আইভি বিশ্বাস, ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক হিমাংশু সরকার প্রমুখ ছিলেন।

পুরসভার বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ

রাস্তা দখল করে কাজ ইসলামপুরে



শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৭ জানুয়ারি দিনভর রাস্তা দখল করে বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে। আর সেই কাজের জন্য অন্যরা রাস্তা ব্যবহার করতে পারছেন না। এছাড়া রাস্তার উপর নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখার ঘটনা তো রয়েছেই। শহরজুড়ে এভাবে নিয়ম ভাঙার খেলা চলছে। কিন্তু শীতঘুমে থাকা পুরসভার ঘুম ভাঙছে না বলে অভিযৌগ। এসব বেআইনি

বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত পুরসভার তরফে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা অথবা নির্দেশিকা জারি করতে দেখা যায়নি। পুরসভার এমন ঔদাসীন্যে ইসলামপুর শহর কার্যত নিয়ম ভাঙার আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান এসব বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলারদের নজর রাখার কথা জানিয়েছেন। ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'রাস্তায় যাতে এসব কাজ না হয় সেদিকে পুরসভার প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।'

১২ নম্বর ওয়ার্ডের থানা কলোনি এলাকায় দেখা যায়, রাস্তা দখল করে একটি বাড়ির ছাদ ঢালাই চলছে। সম্পূর্ণ রাস্তাটিকে এমনভাবে ব্যবহার কোনও বাড়ির উঠোনে কাজ হচ্ছে। এছাড়া রাস্তার উপর বাড়ি তৈরির

রাস্তা এবং ড্রেনের ঢাকনার উপর যাতে কেউ নির্মাণসামগ্রী না রাখে সে বিষয়েও কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে।'

এমন ছবি শুধু এই ওয়ার্ডে নয়, করা হচ্ছিল দেখে মনে হবে, যেন শহরের সব ওয়ার্ডে একই সমস্যা।



১১ नम्रव ওয়ার্ডেব থানা কলোনিতে বামাব মাঝে নির্মাণ সামগী -ফাইল চিত্র

এবং তা ব্যবহারের অধিকার সকলের রয়েছে, তা হয়তো কারও মনে ছিল না। এমনকি স্থানীয় কাউন্সিলারও হয়তো সেই কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

তাই দিনদুপুরে এমন বেআইনি কাজ হওয়া সত্ত্বৈও পদক্ষেপ করা হয়নি। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নিবেদিতা সাহার কথায়, 'এসব কাজের বিরুদ্ধে পুরসভার কোনও নির্দেশিকা নেই। তবে রাস্তা দখল করে কাজ করা উচিত নয়। বাড়িতে কাউন্সিলাররা নজর রাখবেন। জায়গার অভাবে রাস্তা ছাডা যাঁদের রাস্তার ওপর রাখেন তাহলে দ্রুত উপায় নেই, শুধুমাত্র তাঁদের রবিবার সেগুলি সরিয়ে নেওয়া উচিত।

কিন্তু সেটা যে একটি সরকারি রাস্তা জন্য বালি-পাথর ফেলে রাখা তো সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জেরে মানুষের যাতায়াতের সমস্যার পাশাপাশি যে কেউ দুর্ঘটনার কবলে পডতে পারেন সেদিকে কারও নজরদারি নেই বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা জগদীশ হালদার বলেন, 'রাস্তার ওপর নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখা উচিত নয়। এতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে খুব সমস্যা হয়। নেহাত কারও বাড়িতে জায়গার সমস্যা থাকলে যদি নির্মাণসামগ্রী

শহরে

দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি

২২তম নাট্যমেলায় বুধবার

সমরেশ মজুমদারের নাটক

অতনু সরকার।

ইসলামপর

'তিন নম্বর চোখ'। নির্দেশনায়

টিকাকরণ নিয়ে

সচেতনতা

ইসলামপুর, ৭ জানুয়ারি

পুরসভা। ৩ নম্বর

শিশুদের টিকাকরণ নিয়ে মায়েদের

সচেতন করতে উদ্যোগী হল

ওয়ার্ডের ইরানি বস্তিতে মঙ্গলবার

সচেতনতা ও টিকাকরণ শিবির বসে।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার

এগজিকিউটিভ অফিসার কর্মলকান্তি

তলাপাত্র, স্থানীয় কাউন্সিলার

মহম্মদ নাজিম সহ অন্যরা। সাধারণ

মানুষকে সচেতন করতে সংশ্লিষ্ট

বিষয়ের ওপর পথনাটিকা পরিবেশন

করেন ইসলামপুরের লোকপ্রসার

প্রকল্পভুক্ত লোকশিল্পীরা। ২০টি

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় মঞ্চস্থ হবে

বালিগঞ্জ স্বপ্নসূচনার প্রযোজনায়

স্কুল চত্বরে দুষ্কৃতীদের আড্ডা মিঠুন ভট্টাচার্য

একরত্তির জন্য শীতের পোশাক বাছাই। মঙ্গলবার বিধান মার্কেটে। -সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি সন্ধের পর ভক্তিনগর শহিদ[্]কলোনি বিদ্যালয়ের ভিতরে আসর বসাচ্ছে বলে অভিযোগ। সকালে স্কুল খুললেই তাস, মদের বোতল, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ সহ বিভিন্ন অবৈধ সামগ্রী দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও দেওয়াল টপকে স্কুলের সীমানার ভেতর ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। বর্তমানে দুটি ক্লাসরুমের পিছনে চার-পাঁচ ফুট উঁচু আবর্জনার স্থৃপ জমেছে। সেই স্থূপের ভিতর তৈরি হয়েছে সাপের বাসা। ফলে বাধ্য হয়ে ক্লাশরুম দুটি বন্ধ করে দিতে হয়েছে, বলছিলেন স্কুলের শিক্ষকরা।

সদ্য স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলি হয়ে আসা সোমনাথ ঘোষের যক্তি. 'দিন দশেক হল দায়িত্ব পেয়েছি। বেশ কিছু সমস্যা নজরে এসেছে। স্থানীয় কাউন্সিলারকে বিষয়টি জানিয়েছি। তিনিও যথেষ্ট সাহায্য করছেন। কিন্তু দু'একদিন যেতে না যেতেই অবস্থা আগের মতোই হয়ে উঠছে।'

স্কুলটির পরিকাঠামো মোটের ওপর ঠিকঠাক থাকলেও কিছুদিন থেকে অভিভাবকদের অনেকে এখানকার পরিবেশ নিয়ে অভিযোগ কর্ছিলেন। সেইমতো সোমবার

থাকার বিষয়টি নজরে এসেছে। বড় একটি মাঠ দেখা যায়। মাঠটি যে প্রভয়াদের খেলাধলোর জন্য হবে আমরা জানি না, প্রশাসন যথেষ্ট সেটাই বলছিলেন এখানকার দীর্ঘদিনের শিক্ষক অভিজিৎ বিশ্বাস। কাউন্সিলার শম্পা নন্দী বলে বিষয়টি প্রধান শিক্ষক যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনিই ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব এলে অভিযান চালানো হবে বলে সামলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'সন্ধের পর সীমানা পাঁচিল টপকে দুষ্কৃতীরা

ভিতরে ঢুকছে। পড়য়াদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কিচেন শেড। সেখানেই বসে দুষ্কর্ম করে বহিরাগতের দল। এছাড়াও মাঠের যেখানে-সেখানে দুষ্কৃতীদের অবাধ বিচরণ রয়েছে বলে খবর। স্কুলে গিয়ে দেখা গেল বেশ কিছু জায়গা থেকে মার্বেল তলে নেওয়া হয়েছে। একটি শৌচালয়ের ওপরে টিনের চাল কেটে দেওয়া হয়েছে। সেখান দিয়েও প্রবেশদার তৈরি করেছে দুষ্কৃতীরা।

স্কুলটিতে আশপাশ এলাকার ছাত্র কম, তুলনায় শহিদ কলোনি, রায় কলোনির মতো বস্তি এলাকার ছাত্র সংখ্যাই বেশি। স্কুলটি শিলিগুড়ি



ভক্তিনগর শহিদ কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ।

পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত হলেও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানা ঘেঁষা জায়গায় অবস্থিত। স্কুলের পাশ দিয়েই গিয়েছে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি রাস্তা। সেই রাস্তাটিতে দিনভর পড়ে থাকছে আবর্জনা, ফলে বাড়ছে দুষণ, বক্তব্ স্কুলে গিয়ে বেশ কিছু অসংগতি অভিভাবকদের। শহিদ কলোনির রত্না দাস নামের এক অভিভাবক স্কুল গেট দিয়ে প্রবেশ করে বেশ বলেন, 'শুনেছি স্কুলটিতে অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু কোথায় বলতে ব্যবস্থা নিলে ভালো হয়।' স্থানীয় পলিশকে জানানো হবে। অভিযোগ নিউ জলপাইগুড়ি থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

অবৈধ প

শহরে সমস্যা কারও অজানা নয়। টোটো সহ বিভিন্ন যানবাহন শহরের মূল রাস্তার উপর পার্ক করিয়ে রাখা হয়। আর এমন অবৈধ পার্কিংয়ের কারণে ভোগান্তির শেষ নেই সাধারণ মান্যের। শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের পর এই অবৈধ পার্কিং আরও

বেড়েছে বলে অভিযোগ। ঘটছে। এবার এই অনিয়ম বন্ধ করতে পথে নেমেছে ইসলামপুর ট্রাফিক পুলিশ। সোমবার শহরের পিডব্লিউডি মোড় এলাকায় দেখা যায়, টাফিক ওসি নিজে হ্যান্ড মাইক নিয়ে রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে রাখা টোটো এবং বিভিন্ন যানবাহন চালকদের অবৈধ পার্কিং নিয়ে সচেতন করছেন। এই নির্দেশিকা না মানলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ারও

হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। সোমবার অবৈধভাবে পার্ক করে রাখা বহু গাড়ির ছবিও তুলতে দেখা গিয়েছে পুলিশকর্মীদের। ভবিষ্যতে সেইসব গাঁড়ির চালকদের জরিমানা করা হবে কি না, সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। তবে শহরজুড়ে লাগাতার এই সচেতনতা অভিযান চালানো হবে এবং প্রয়োজনে জরিমানাও করা হবে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুরের ট্রাফিক ওসি নির্মল সরকার।

কয়েকদিন আগে বাস টার্মিনাসে ট্রাফিক পয়েন্টের পাশে অবৈধভাবে যাত্রীবোঝাই টোটো সুভাষ চক্রবর্তী।

ইসলামপুর, ৭ জানুয়ারি : দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তার যানজটের জেরে দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা ইসলামপুর ট্রাফিক পুলিশের চোখ খুলে দিয়েছে বলে

নজরদারি

- 🔳 রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা টোটো এবং অন্য গাড়িচালকদের পার্কিং নিয়ে
- নির্দেশিকা না মানলে আইনানগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে
- লাগাতার এমন সচেতনতা অভিযান চলবে, প্রয়োজনে
- পুরসভা, প্রশাসনের কাছে পার্কিং জোনের দাবি

মনে করছে বিভিন্ন মহল। আবার শহরে একটিও পার্কিং জোন না থাকায় পুরসভা এবং প্রশাসনের কাছে সেব্যাপারে দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। গাডি রাখার ব্যবস্থা না থাকলে ক্রেতারা নিজেদের গাডি কোথায় রেখে কেনাকাটা করবেন? প্রশ্ন তাঁদের। তবে ব্যবসায়ীদের নিজস্ব গাডি রাখার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুর পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক

শিলিগুডি জেলা হাসপাতালের পেছনের রাস্তা যেন উন্মক্ত শৌচালয়। -সত্রধর

আশুতোষ মুখার্জি রোডে গেলে দেখা যাবে এক অস্বস্তিকর ছবি। কেউ মোটরবাইক, কেউ আবার সাইকেল বলছিলেন, 'অটো বা টোটোর জন্য দাঁড় করিয়ে রেখে শৌচকর্ম করছেন দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অনেকসময়। যত্রতা। অনেকেই নিজেকে কিছটা কিন্তু কিছু মানুষের জন্য সেই অপেক্ষাটুকু করতে পারি না। টোটো আডাল করার চেষ্টা করেন, কিছজন তো সেসবে আমল পর্যন্ত দেন না।



শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোর আমরা শহরে অনেক শৌচালয় ধার এখন উন্মক্ত শৌচালয়ে পরিণত বানিয়েছি। সাধারণ মানুষের হয়েছে। অলিগলিতেও তেমন দৃশ্য সুবিধার্থে এত ব্যবস্থা করা চোখে পড়ে। ফলে অস্বস্তিতে পড়তে হুয়েছে। তারপরেও কিছু মানুষ হয় পথচলতি মানুষ, বিশেষত এমন কাজ করছে। এরপুর জরিমানা করা শুরু করব।

রঞ্জন সরকার ডেপটি মেয়র

কিছু মানুষের অসচেতনতার জন্য। থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে রজনী বাগান হয়ে যাতায়াত করি। কতবার নিলেন সমনা বড়য়া। তাঁকে অটো বা যে কতরকম অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে, তা বলার ভাষা নেই।'

জেলা হাসপাতালের পেছনের রাস্তা দিয়ে নাকে রুমাল চেপে চলাফেলা করতে হচ্ছে। রিতা দাশগুপ্ত ক্ষোভ উগরে দিলেন, 'কিছু কিছু মানুষের হয়তো সুবুদ্ধি কখনও হবে না। এভাবে খোলা জায়গায় কেউ শৌচকর্ম করে? এতগুলো সলভ শৌচালয় রয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতি বদলায়নি।

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'আমরা শহরে অনেক শৌচালয় বানিয়েছি। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এত ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপরেও কিছু মান্য এমন কাজ করছে। আম্রা এরপর জরিমানা করা শুরু করব। অসচেতন মানুষের জন্য বিড়ম্বনায় পডতে হচ্ছে সচেতন নাগরিকদের। তাঁরা চাইছেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

- সচেতন করেন ট্রাফিক ওসি
- করা হবে জরিমানা
- তুলেছেন ব্যবসায়ীরা

মহার্ঘ সোনা, রুপোর গয়নাই শোভা বাড়াচ্ছে

স্কার্ট, জিনস কিংবা শাড়ি- সবকিছুর সঙ্গে দারুণ মানাচ্ছে। রুপোর গয়নায়

বসানো নানা রংয়ের পাথর আরও আকর্ষণীয় করে তোলে সাজকে।

পুরুষরাও ট্রেন্ডে গা ভাসাচ্ছেন। তাঁদের জন্য রয়েছে গলার চেন থেকে নানা

নকশার আংটি। লিখলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস =



অফিস হোক বা বিয়েবাড়ির সাজ, ছিমছাম কিংবা একটু ভারী- ফ্যাশন ট্রেন্ডে এখন রুপোর গয়না হিট। ভিড়ের মাঝে নজর কাড়তে সেদিকে ঝুঁকছে বড় থেকে ছোট। অন্যদিকে, সোনার জলে চোবানো রুপোর গয়নার কদরও বাড়ছে।

এই স্বাদ বদলের নেপথ্যে বেশ কয়েকটি বিষয় রয়েছে। এক, ধীরে ধীরে মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে সোনার দাম। দুই, সব জায়গায় সোনার গয়না পরা মুশকিল। বাইরে গেলে ব্যাপারটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। তিন,

দোকান থেকে কেনা কসমেটিক জুয়েলারি পরলে অনেকেরই র্যাশ দেখা দেয়। তাই সাধ্যের মধ্যে রুপোর গয়না পরে 'আপনাকে বেশ অন্যরকম লাগছে' গোছের প্রশংসা পেতে কে না চাইবেন? সাবেকি সাজ বা পাশ্চাত্যের ছোঁয়া-সবেতে মানানসই গয়নাগুলো। ব্রেসলেট, অ্যাঙ্কলেট, আংটি ও ফ্যান্সি চেন মিলছে হরেকরকমের। কম ওজনের কানের দুল, লকেট,

গয়নাগুলোর দাম সাধ্যের মধ্যে। শিলিগুড়ি শহরের একাধিক দোকান ঘুরে দেখা গেল, হালকা

এমনকি মাথার ক্লিপ থেকে

নাকছাবিও মিলছে দোকানে।



পাথর বসানো রুপোর গয়না।

ওজনের আংটির দাম শুরু ৩০০ টাকা থেকে। রুপোর হালকা চেনের জন্য খরচ করতে হবে ৮৫০-৯০০

টাকা এবং দুল মিলবে ৪০০ থেকে। অ্যাঙ্কলেটগুলোর দাম ১১০০ থেকে ১২০০ টাকার মধ্যে, লকেট ৪৫০ টাকা থেকে শুরু হয়েছে। একটু ভারী গয়না ৫-৬ হাজার টাকার মধ্যে মিলবে অনায়াসে। বেশি ভারী গয়নার অবশ্য খানিকটা উঁচু দর। ২০ হাজারের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে সেসব। তবে ভারীর থেকে বেশি হিট হালকা রুপোর গয়না।

বিধান মার্কেটে একটি দোকানে কাজ করেন অনুজা সিংহল। তাঁর কথায়, 'আমাদের দোকানে স্টারলিং এবং অ্যান্টিক-দু'ধরনের রুপোর গয়না রয়েছে। সেসবের বেশ ভালো চাহিদা।

তরুণী, মহিলারা পছন্দ করছেন। একই বাজারের ব্যবসায়ী প্রণব পালের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ২-৩ বছর ধরে ধীরে ধীরে চাহিদা বাড়ছিল।

ছিমছাম সাজ পছন্দ উপালি পালের। কানে ছোট্ট রুপোর দুল আর গলায় চেন, ব্যাস এটুকুই নাকি তাঁকে 'কমপ্লিট' করে দেয়। প্রিয়জন নাকি বলেছে, উপালিকে নাকি দেখতে ভীষণ 'ক্লাসি' লাগে। রীতৃ চক্রবর্তী তো বিয়েবাড়িতেও রুপোর গয়না পরেন। বলছিলেন, 'সোনার যা দাম, মনোমতো কিছু বানানো মুশকিল। আমি অফিসেও রুপোর গ্য়না পরে যাই।'

সামনে বন্ধু প্রীতমের জন্মদিন, তাকে উপহার দিতে ব্রেসলেট কিনছিল সায়নী, রিয়া আর মৌমিতা। কৌতৃহল প্রকাশ করতেই ব্যাখ্যা দিল, 'সাধ্যের মধ্যে প্রিয়জনদের জন্য দারুণ উপহার হতে পারে সিলভার কালেকশন।



ডাঃ হর্ষ কুমার এইচ.এন সিনিয়ার কনসাপটাটে- নেফ্রোলজি এবং ট্রান্সপ্লাউ ডিকিংসক স্পর্শ হসপিটাল, ব্যাহ্মলোর

ডাঃ সুনীল আর সিনিয়ার কনসালট্যান্ট- নেফ্রোলজি এবং ট্রাব্দপ্রান্ট চিকিৎসক

স্পর্শ হসপিটাল, ব্যাঞ্চালোর

📆 শুক্রবার, ১০ই জানুয়ারি | বিকাল ৫টা-৮টা এবং শনিবার, ১১ই জানুয়ারি | সকাল ৯টা -১১টা

কেজরিওয়ালস স্টোন ক্লিনিক এন্ড কিডনি কেয়ার.

প্রণামী মন্দির রোড, সেবক রোড, পায়েল সিনেমা হলের কাছে, শিলিগুড়ি আপ্রেন্মেন্ট নিতে যোগাযোগ করুন: 7003479312 / 8927849148

ম্পর্শ হসপিটাল, আইডিয়াল হোমস এইচবিসিএস লেআউট, ৮, চতুর্থ রূস রোড, জাভারনদোদ্ধি, আর আর নার, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৮



হাই ভোলেড্জ আকশনে তাপসী



গান্ধারীর ভূমিকায় তাপসী পান্ন। না না, এই গান্ধারীর সঙ্গে অবশ্য মহাভারতের কোনও সম্পর্ক নেই। দুর্যোধনের মা নন। এই গান্ধারীও অবশ্য এক মা। তার কিডন্যাপ হওয়া সন্তানকে খুঁজে বার করার জন্য জান লড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

আসলে এই ছবি আদ্যন্ত অ্যাকশন নির্ভর ছবি। তাপসী এই ছবির প্রথম অংশের কাজ শেষ করেছেন ডিসেম্বর মাসে। এ মাস থেকে আবার দ্বিতীয় অংশের কাজ শুরু হল। ছবির জন্য যোগব্যায়ামের লাগাতার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাপসী। তাঁর অ্যাকশন দৃশ্যশুলোর জন্যে শৃন্যপথেও বেশকিছু স্টান্ট রয়েছে, সেশুলোও সব শিখতে হচ্ছে এবার। হাই ভোল্টেজ ড্রামা, সামাজিক বার্তা, রোমাঞ্চ এবং অ্যাকশন আছে এই ছবিতে। ছবিটা অবশ্য এই বছরের শেষেই মুক্তি পাবে।

করিনার নিউ ইয়ার পোস্ট, তৈমুরের মায়ের সেবা



করিনা কাপুর খুবই ভাগ্যবতী এক মা। নায়িকার নতন বছরের দারুণ এক পোস্টেই তার প্রমাণ। নিজের ইন্সটায় বেশ কিছু নতুন বছরের ছবি শেয়ার করছেন করিনা। তার সঙ্গে আছে ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে থাকা তৈমুরের ছবি। কালো সুট পরে আছে সে, তার হাতে মায়ের জুতো। এই নানা রঙের ছবি শেয়ার করে করিনা ক্যাপশন করেছেন, 'মায়ের সেবা, এই বছর এবং চিরকালের জন্য। হ্যাপি নিউ ইয়ার। আরও ছবি শেয়ার করব, সঙ্গে থাকুন।' করিনা ২০২৪-কে বিদায় জানিয়েছেন সুইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতে। সইফ আলি, দুই পুত্র তৈমুর ও জেহ সঙ্গে ছিলেন। এখানে তৈমুরের স্কি করার ছবির সঙ্গে আরও রোমহর্ষক ছবি শেয়ার করেছেন। এর আগে বাড়িতে খ্রিস্টমাস উদযাপনের ছবিও শেয়ার করেছিলেন।



ফ্যানদের দাবি, কালি বিল্লি হোন প্রিয়াংকা



প্রিয়াংকা চোপড়া বলিউডে ফিরছেন—এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছেই। হলিউডে জাল বিছিয়ে দিয়েছেন অনেক দিন আগেই, তবু তাঁর অনুরাগীরা তাঁর তরফে বলিউডে ফিরে আসার একটি ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করছেন অনেকদিন ধরেই। শোনা গিয়েছিল মহেশ বাবুর সঙ্গে এস রাজামৌলির ছবি করেই তিনি ভারতে তাঁর এবারের ইনিংস শুরু করবেন। তখনই ডন ৩-এর ঘোষণা হয়। তখন থেকেই একটা শুঞ্জন শুরু হয় এবার ডন-এর বিপরীতে 'কালি বিল্লি' হয়ে কে দাঁড়াবেন! শাহরুখ খান এবার ডন হচ্ছেন না, হচ্ছেন রণবীর সিং। নায়িকা হচ্ছেন কিয়ারা আডবানি। কিন্তু অনুরাগীরা চাইছেন প্রিয়াংকাই সেই জায়গাটা নিন। এক পোটালে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাতে নেটমহল নিজেদের মতামত দিয়েছেন।

একজন লিখেছেন, 'প্রিয়াংকা ছাড়া কেউ রোমা হতে পারেন না। ফারহান দয়া করে তাঁকে নিয়ে আসুন। রণবীর সিংয়ের সঙ্গে তাঁর রসায়নও দারুণ।' আর একজনের বক্তব্য, 'কিয়ারা আজকের অন্য নায়িকাদের মতো ভ্যানিলা অ্যাকট্রেস। পিসি-র জলওয়ার সঙ্গে কেউ ম্যাচ করতে পারবে না।' ২০০৬-এর ডন-এ পিগি রোমা হয়েছিলেন।

সিধু যে কথা বললেন, ফারহান জানেন?

ফারহান আখতার আমাদের বাংলার ব্যান্ডে জীবন নিয়ে তাঁর সেই বিখ্যাত ছবিটা বানিয়ে ফেললেন। বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় এবং আইকনিক ছবি রক অন। কিন্তু জানেন কি এই



বলিউডি ছবির গল্প এক বাংলা ব্যান্ডের গল্পের উপর ভিত্তি করে বানানো। ভাবছেন কোন ব্যান্ড? ক্যাকটাস। আর সেই কথা নিজেই এদিন প্রকাশ্যে আনুলেন সিধু।

২০০৮ সালে মুক্তি পাওয়া অভিষেক কাপুর পরিচালিত রক অন ছবিটিতে উঠে এসেছিল ৪ মিউজিশিয়ানের কথা, যাঁরা ব্যান্ড তৈরি করেন। এবং সেই ব্যান্ডকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখলেও নানা সমস্যার কারণে পারেননি। ফারহান আখতার, অর্জুন রামপাল অভিনীত ছবিটি

বহুল প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু জানেন কি এই ছবিটি আসলে বাংলা ব্যান্ড ক্যাকটাসের গল্পের উপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে? এদিন নিজে সেই তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন সিধু।

সকলেই জানেন ক্যাকটাস ব্যান্ডটি একাধিক বার ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে গেছে। ফাটল ধরেছে মেম্বারদের মধ্যে, আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আর সেটাই ভিত্তি ছিল রক অন ছবির। এই বিষয়ে এদিন এক সাংবাদিক



যখন সিধুকে জিজ্ঞেস করেন যে, 'একটা ব্যান্ড কেন ভেঙে যায় বারবার?' তখন গায়ক বলেন, 'রক অন দেখেছ নিশ্চয়। রক অনের গল্প কিছুটা ক্যাকটাসের উপর বেস করে। রক অন-এর যে চিত্রনাট্য করেছিল পুবালি চৌধুরি, আমাদের খুব কাছের বন্ধু ছিল। ইনফ্যাক্ট আমাদের যে বেসিস্ট তার সঙ্গে প্রেম করত। তো আমাদের রিহার্সলে আসা, আমাদের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া, শো-তে যাওয়া সবটাই খুব কাছ থেকে দেখেছে। সে সব কথাই উঠে এসেছে তার চিত্রনাট্যে।'

অস্কারে এবার 'পুতুল'



অস্কারের তালিকায় বাংলার
নাম! বাংলা 'পুতুল' খেলতে খেলতে
অস্কারে উঠে এল? ব্যাপারটা তেমন
না হলেও, ছবির নাম কিন্তু 'পুতুল'।
কয়েকদিন আগে ইমন চক্রবর্তীর 'ইতি
মা' গানটা অস্কার নমিনেশন পাওয়ার
কথা মনে পড়ছে? শেষ মুহূর্তে তা
তালিকা থেকে বেরিয়ে গেলেও,
অস্কার অবধি যে বাংলার দৌড়
পৌছতে পারে, তার নিদর্শন সেদিনই
পো গোনেছিল।

তবে বাংলার নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। আরও একবার বাংলার বুকে আশা জাগাল পুতুল। এবার সেরা ছবি বিভাগে মনোনয়ন পেল। এদিন অস্ক্রারের ওয়েুবসাইটে প্রকাশিত

আঞ্চারের ওরেবশাহতে প্রকাশিত তালিকায় পুতুলের নাম দেখে আবেগঘন পরিচালক ইন্দিরা ধর। ইন্দিরা ধরের এটাই প্রথম ছবি। আর তাতেই তাঁর বাজিমাত। খবর পাওয়া মাত্রই পরিচালক বলেন, 'অস্কার কমিটির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কারণ পুতুল সেরা ছবি বিভাগে মনোনয়ন পেরেছে। ওরেবসাইটে বেরিয়েও গিয়েছে। আমি খুব ভুল না হলে প্রথম কোনও বাংলা ছবি এই বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে। আমা খুব ভুল না হলে প্রথম কোনও বাংলা ছবি এই বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে। আমা টুমের সকল সদস্যদের আমি ধন্যবাদ বলতে চাই। আমি খুব কন্ট করে ছবিটা বানিয়েছি। এটা আমার ডেবিউ ছবি। খুব বড় প্রযোজকের সাহায্যে নয়। প্রথম কাজকেই আন্তজাতিক স্তরে নিয়ে যেতে পারলাম, এটাই আমার কাছে বড় পাওনা।

একনজরে সেরা

উদিতের ফ্ল্যাটে আগুন

সোমবার রাত নটায় শিল্পী উদিত নারায়ণের মুম্বাইয়ের অ্যাপার্টমেন্টে আগুন লাগে। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। দমকলকর্মীরা খুব দ্রুততার সঙ্গে আগুন নেভান। শিল্পী ও তাঁর পরিবার সুরক্ষিত। তিনি থাকেন ন-তলায়। এই অগ্নিকাণ্ডে রাহুল মিশ্র নামে এক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি অ্যাপার্টমেন্টের ১১ তলায় থাকতেন।

ভূমিকম্পেও মনীষা

মঙ্গলবার তীব্র ভূমিকম্প হয় তিব্বতে, মাত্রা ৭.১। এরপরও আফটারশকে ৪০ বার কেঁপে উঠেছে দেশ। এর প্রভাব পড়েছে নেপাল, ভূটান ও ভারতে। এর মধ্যেও অভিনেত্রী মনীযা কৈরালা ট্রেডমিলে হেঁটেছেন। পরনে নীল জ্যাকেট, টুপি, গোলাপি স্কার্ফ। সে ছবি ইন্সটায় দিয়েছেন। সঙ্গে ক্যাপশন, সকালে ভূমিকম্প আমাদের জাগিয়ে দেওয়ার পরে।

শিবুকে হুমকি দেব-ভক্তদের

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হুমকি দিয়ে দেব-ভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, দেবের ছবি মুক্তির দিন শিবপ্রসাদের ছবির মুক্তি হলে ওরা দেখে নেবে! উত্তরে তিনি ও তাঁর স্ত্রী জিনিয়া সেন লিখেছেন, 'ছবিমুক্তির দিন হুমকি, আমাদের থামাতে পারেনি, পারবে না।' পুজোয় মুক্তি পাওয়া বহুরূপী, টেক্কাকে টেক্কা দিয়েছে। তাই কি এই হুমকি? প্রশ্ন সেটাই।

স্পাইডারম্যানের বিয়ে

বিয়ে করছেন স্পাইডারম্যান টম হল্যান্ড। পাত্রী মার্কিন অভিনেত্রী ও নর্তকী জেনডেয়া। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের নিয়ে তাঁদের বাগদান ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। প্রিস্টমাসের সময় দুজন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। তখনই টম জেনডেয়াকে প্রোপোজ করেন। গোল্ডেন গ্লোবের অনুষ্ঠানে জেনডেয়ার হাতে বাগদানের আংটি ছিল। তবে কেউ এ বিষয়ে মুখ খোলেননি।

বুলেটপ্রতফ সলমন

সলমন খানের বান্দ্রার বাড়ি গ্যালাক্সির বারান্দা বুলেটফ্রুফ কাচে ঢাকা হল। নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা। গত বছর বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের বারবার হত্যার হুমকির মুখোমুখি হয়েছেন মিয়াঁ। বারান্দায় বেরিয়ে ভক্তদের দিকে হাত নাড়াতে পারেননি গত জন্মদিনে। এবার ইদে সেটা হবে বলে মনে করছে অনুরাগীরা।

আমনকে সেলিব্রেট করলেন কাজল



আসলে কাজল সেলিব্রেট করলেন আমন দেবগণের প্রথম ছবি আজাদ-কে। সম্প্রতি ছবির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। ছবি এবং তার তারকারা দারুণভাবে সমাদৃত হচ্ছেন। তাতে অংশ নিলেন আমনের কাকিমা, অভিনেত্রী কাজলও। ইন্সটায় ছবির ট্রেলার শেয়ার করে গর্বভরে তিনি লিখেছেন, 'যদি ঘোড়াদের শুভেচ্ছা জানাতে হয়, তাহলে এই ঘোড়াকেই আমি শুভেচ্ছা জানাব। আমি তোমার জন্য গর্বিত, আমন দেবগণ। এবং আরও অনেক অভিনন্দন তোমার জন্য আসতে চলেছে।'

প্রসঙ্গত, ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র এক ঘোড়া। ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্রে আছেন অজয় দেবগণ। তাঁরই ভাইপো আমন দেবগণ ও রবিনা ট্যান্ডনের কন্যা রাশা থাডানি ছবির রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা। অজয় গ্রামের এক বিদ্রোহী এবং বলিপ্রদত্ত তাঁর বিশ্বস্ত ঘোড়ার প্রতি। এই ঘোড়া এক যুদ্ধের মাঝে হারিয়ে যাবে, তাকেই খুঁজবেন আমন। ট্রেলারে অজয়-আমনের সম্পর্ক, তাঁদের একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের শিক্ষা কীভাবে অজয় আমনকে দিলেন. সবই প্রকাশিত। ছবির পটভূমি ইংরেজ আমল। ছবিতে রাশা অভিজাত পরিবারের মেয়ে, সম্প্রতি ছবির একটি গান উয়ি আম্মা বেরিয়েছে। তাতে রাশার নাচের দক্ষতা দেখা গিয়েছে। নেটমহল তাঁকে পছন্দও করেছেন। ছবিতে আমনের কাজের প্রশংসা করেছেন স্বয়ং অজয়। ছবির পরিচালক অভিষেক কাপুর, মুক্তি ১৭ জানুয়ারি।



অক্ষয়কুমারের ভাগ্নি সিমর ভাটিয়া অভিনয়ে পা রাখছেন। তাঁর প্রথম ছবি ইক্কিস, নায়ক অগস্থ্য নন্দা। পরিচালক শ্রীরাম রাঘবন। এক সংবাদপত্তে নতুন বছরে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নবাগত-নবগতাদের তালিকায় সিমর জায়গা পেয়েছেন। আর সেটি দেখেই আবেগতাড়িত সিমরের মামা অক্ষয়কুমার। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই কাগজ শেয়ার করে লিখেছেন, 'যখন নিজের ছবি প্রথমবার কাগজে দেখি, ভেবেছিলাম, এটাই চুড়ান্ত আনন্দ। কিন্তু আজ বুঝছি, সন্তানের ছবি দেখার আনন্দ সব আনন্দকে হারিয়ে দেয়।' এই আনন্দে তিনি আরও আবেগতাডিত হয়ে মা সীমা ভাটিয়ার কথা বলেন, সীমার নাতনি সিমরই আজ নায়িকা! তিনি লিখেছেন, 'যদি মা আজ থাকত, বলত, সিমর পুত্তর, তুই তো অবাক করে দিলি! আমার সোনা, বেঁচে থাকো। পুরো আকাশটাই <mark>আজ থেকে</mark> তোমার।' সিমর অক্ষয়ের বোন অলকার মেয়ে। তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন বৈভব কাপুর। এখন অলকা রিয়েল এস্টেট টাইকুন সুরেন্দ্র হীরানন্দানীকে বিয়ে করেছেন।

পাঁচতারা জয়ে

শেষ যোলোয়

কোপা ডেল রে-এর শেষ গোল তুলে নেওয়ায় দলের খেলায়

ষোলোয় রিয়াল মাদ্রিদ। রাউন্ড কোনও অভাবই চোখে পডেনি।

প্রথম ৪৫ মিনিটে গোল তিনটি করেন ফেডেরিকো ভালভের্দে,

এডুয়াডো কামাভিঙ্গা ও আরদা

গুলার। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৫ এবং ৮৮ মিনিটে বাকি দুটি গোলের মধ্যে

প্রথমটি করেন লুকা মডরিচ।

সঙ্গে ৩৯-এর মডরিচত যেভাবে

দাপিয়ে বেড়ালেন, তার প্রশংসা

করেছেন আন্সেলোত্তি। রিয়াল কোচ

বলেছেন, 'মডরিচ ফুটবলের জন্য

দুর্দান্ত উপহার। তরুণ ফুটবলারদের

কাছে দৃষ্টান্ত।' দলের পারফরমেন্স

নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'ভালো একটা

এই ম্যাচে তরুণ ফুটবলারদের

অপরটি গুলারের।





দুবাই, ৭ জানুয়ারি উলটোদিকে হাঁটলেন যুবরাজ সিং।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার সমালোচকদের একহাত নিলেন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটে বিরাটদের অবদান সবাই ভূলে যাচ্ছে। তির্যক ভাষায় আক্রমণ করছে। ঘরের মাঠে বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর অস্ট্রেলিয়া সফরে চূড়ান্ত ব্যর্থ দলের দুই ব্যাটিং অস্ত্র। তরুণ ব্রিগেড কিছুটা হাল ধরলেও জল ঢালে বিরাট-রোহিতের

ভারতের সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার পর যা নিয়ে সমালোচনার ঝড। বিরাটদের টেকনিক থেকে টেম্পারামেন্ট-আতশকাচের নীচে। কারও কারও দাবি, ক্রিকেটে মনোনিবেশ করতে পারছেন না। তরুণদের জায়গা দিতে বিরাট-রোহিতকে এবার ছাঁটাইয়ের নোটিশ ধরানো উচিত। কঠিন যে পরিস্থিতিতে উত্তরসূরিদের পাশে দাঁড়ালেন

দুবাইয়ে টেনিস বল ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত যুবরাজ বলেছেন, 'গত ৫-৬ বছরে ভারতের সাফল্যের তালিকা দেখছিলাম। ওরা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পরপর দুইটি টেস্ট সিরিজ জিতেছে। মনে করতে পারছি না.

সমালোচনায় মুখর, ভুলে গিয়েছে : স্রোতের অতীতে ওরা কী সাফল্য অর্জন করেছে।'

ওডিআই, টি২০, দুই ফরম্যাটে বিশ্বজয়ী যুবরাজের দাবি, 'রোহিত-বিরাট বর্তমান প্রজন্মের মহান ক্রিকেটার। ব্যর্থ হয়েছে প্রাক্তন অলরাউন্ডার। যুবির দাবি, ভারতীয় মানছি। কিন্তু আমাদের চেয়ে এই হারে ওরা অনেক বেশি হতাশ। আমি নিশ্চিত,

দ্বিতীয় কোনও দলের এই গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক প্রধানের দায়িত্বে ফর্মের কৃতিত্ব আছে কি না। অথচ থাকা অজিত আগরকার, বিরাট কোহলি, কোনও অধিনায়ককে এভাবে মানুষ এখন রোহিত, বিরাটের রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ-পারফেক্ট কম্বিনেশন। ক্ষুরধার ক্রিকেট মস্তিষ্ক। ওরাই ঠিক করবে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কোন পথে চালিত হবে। আলোচনায় বসবে বিসিসিআই-ও। ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি হবে যেখানে।'

দলের স্বার্থে নির্ণায়ক পঞ্চম টেস্টে রোহিতের সরে দাঁড়ানো নিয়েও উচ্ছ্বসিত এই দলটাই ঘুরে দাঁড়াবে। কোচ হিসেবে যুবরাজ। বলেছেন, 'বিশাল ব্যাপার।

দুবাইয়ে টেনিস বল ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনে ব্যাটে সই করছেন যুবরাজ সিং।

সরে দাঁড়াতে দেখিনি। এখানেই রোহিতের মহত্ত্ব, যে দলকে সবসময় নিজের আগে রাখে। ফলাফল যাই হোক রোহিত দুর্দান্ত অধিনায়ক। চিরকালই দুদান্ত অধিনায়ক থাকবে। ওর নেতৃত্বে ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছি. বিশ্বকাপ জিতেছি আমরা। সাফল্যের তালিকা বেশ দীর্ঘ, যা অস্ট্রেলিয়ায় এই ব্যর্থতার চেয়ে অনেক বেশি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ হার অবশ্য আমাদের সবাইকেই ধাকা দিয়েছে। ওটা মেনে নেওয়া যায় না।' ভারতীয় সাজঘরের চলতি

হাল নিয়ে অবশ্য মন্তব্যে নারাজ। যুবরাজের মতে, তিনি ভারতীয় সাজঘরের অঙ্গ নন। তাই না জেনে কোনও মন্তব্য করতে চান না। গম্ভীর, রোহিত, বিরাটরা প্রচুর ক্রিকেট খেলেছে। পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না হয়ে সাজঘরের পরিবেশ নিয়ে আলটপকা মন্তব্য করতে চান না। এরপর সমালোচকদের ফের একহাত নিয়ে বলেছেন, 'ব্যর্থ হলে সমালোচনা সহজ, কিন্তু সমর্থন করাই কঠিন। সমালোচনা সংবাদমাধ্যমের কাজ, আমার কাজ বন্ধ-ভাইদের পাশে থাকা। আমার কাছে ওরা

বিরাট বর্তমান প্রজন্মের মহান ক্রিকেটার। ব্যৰ্থ হয়েছে মানছি। কিন্ত আমাদের চেয়ে এই হারে ওরা অনেক বেশি হতাশ। আমি নিশ্চিত, এই দলটাই ঘুরে দাঁড়াবে। কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক

প্রধানের দায়িত্বে থাকা অজিত আগরকার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ-পারফেক্ট কম্বিনেশন। ক্ষুরধার ক্রিকেট মস্তিষ্ক। ওরাই ঠিক করবে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কোন পথে চালিত হবে। আলোচনায় বসবে বিসিসিআই-ও। ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি হবে যেখানে। -যুবরাজ সিং কালোঁ আন্সেলোত্তি

মডরিচ ফুটবলের জন্য দুর্দান্ত

উপহার। তরুণ ফুটবলারদের

কাছেই ছিল।

রিয়াল কোচ কার্লো

অফ ৩২-এ কিলিয়ান এমবাপে,

জুডে বেলিংহাম, ভিনিসিয়াস

জুনিয়ারদের ছাড়াই ৫-০ গোলে

জয় মাদ্রিদ জায়েন্টদের।

অভিজ্ঞদের ডিপোর্টিভো মিনেরোর বিরুদ্ধে দল সাজান



গোল করলেন রিয়াল মাদ্রিদের ফেডেরিকো ভালভের্দে। তাঁকে অভিনন্দন সতীর্থ ব্রাহিম দিয়াজের।

আফগান-ম্যাচ বয়কটে না ইংল্যান্ডের

नग्नामिल्लि, १ जानुगाति : সর্বসাকুল্যে টেস্ট খেলে ১২টি দেশ। ২০১৮ সালে ১০ থেকে ১২-তে পৌঁছোয় আয়ারল্যান্ড ও আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্তিতে। আর ১২ দলীয় টেস্ট পরিবারকে ভেঙে 'টু টায়ার' পরিকাঠামো! ভারত, অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলগুলি নিজেদের মধ্যে নিয়মিত খেলবে। বাকিদের জন্য আলাদা মঞ্চ। টেস্টকে

দ্বিস্তরীয় টেস্ট ভাবনায় আপত্তি লয়েডের

আরও আকর্ষণীয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করে তুলতে এমনই দাবিতে সমর্থন জুগিয়েছেন রবি শাস্ত্রীর মতো অনেকেই। অজি দৈনিক সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের দাবি, চলতি মাসেই নাকি আইসিসি সভাপতি জয় শা অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের শীর্ষকতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।

ক্লাইভ লয়েড যে সম্ভাব্য বিরোধী। প্রবল পদক্ষেপের ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির মতে, এর ফলে টেস্ট ক্রিকেট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দীর্ঘদিন ক্রিকেট বিশ্বে রাজত্ব চালানো ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দল ধাক্কা খাবে। উৎসাহ হারাবে। তলনায় দুর্বল দলের বিরুদ্ধে খেললে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে।

এদিকৈ, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স আফগানিস্তান টফিতে ম্যাচ বয়কটের সম্ভাবনা খারিজ করল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। মহিলা ক্রিকেটকে নিষেধাজ্ঞা আফগানিস্তানে। যার প্রেক্ষিতেই ম্যাচ বয়কটের দাবিতে গণস্বাক্ষরপত্র জমা দিয়েছে ইংল্যান্ডের ১৬০ জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ইসিবি অবশ্য জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আইসিসি ট্রনমেন্ট। বয়কটের মতো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়।

বিয়ের পর কোর্টে ফিরছেন সিন্ধু

नग्नामिल्ला, १ जानुग्नाति : विरायत পর প্রথমবার প্রতিযোগিতামূলক ব্যাডমিন্টনে ফিরছেন পিভি সিন্ধ। ১৪ জানুয়ারি থেকে নয়াদিল্লিতে শুরু হতে চলা ইন্ডিয়ান ওপেনে তাঁকে দেখা যাবে। প্রতিযোগিতায় ভারতের মোট ২১ জন শাটলার নামছেন।

স্পষ্ট জবাব নেই কোথাও। তার মধ্যেই আজ সর্বভারতীয় এক হিন্দি দৈনিকের তরফে দাবি করা হয়েছে.

দুইজনের কেউই স্যুর ডন ব্যাডম্যানের দেশে তাঁদের নামের প্রতি সবিচার করতে পারেননি। পারথ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে কোহলি অপরাজিত শতরান করেছিলেন। কিন্তু অধিনায়ক রোহিতের মিশন অস্ট্রেলিয়ায় কোনও হাফ সেঞ্চরিও নেই। তিন টেস্টের পাঁচ ইনিংসে

৭ জানয়ারি : এক বছর পর তিনি

জার্সিতে একটি রনজি ট্রফি ম্যাচের

পাশে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে

মোট নয়টি ম্যাচ খেলেছেন। চলতি

বিজয় হাজারে ট্রফিতেও মহম্মদ

সামি জোড়া ম্যাচ খেলে ফেলেছেন।

আগামী বৃহস্পতিবার হরিয়ানার

বিরুদ্ধে বাংলার জার্সিতে বিজয়

হাজারের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল

অ্যাকাডেমি সূত্রে খবর, সামির হাঁটু ও

গোড়ালিতে আর কোনও সমস্যা নেই।

তিনি সম্পূর্ণ ফিট। আর ফিট সামিকে

নিয়ে সর্বভারতীয় ক্রিকেটমহলে

আন্তজাতিক প্রত্যাবর্তন নিয়ে চলছে

জোরদার চর্চা। জানা গিয়েছে, বড়

অঘটন না হলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির

মঞ্চে আন্তজাতিক প্রত্যাবর্তন ঘটাতে

চলেছেন সামি। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে

শুরু হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

তার আগে সার ডন ব্রাডম্যানের

দেশ থেকে ফিরে ঘরের মাঠে

বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট

ম্যাচেও খেলবেন সামি।

ক্রিকেটে

ফিরেছেন। বাংলার

হাতছাড়া হয়েছে। সন্মান, মর্যাদা

ধাকা খেয়েছে। সঙ্গে ভারতীয়

ক্রিকেটের দুই মহাতারকা বিরাট

তৈরি হয়েছে অসন্তোষ।

প্রথম একাদশ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আর পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজজুড়ে কোহলি বারবার একই ভুল করে গিয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স অবস্থায় ট্রফিতে কোহলি-রোহিতদের কি টিম ইন্ডিয়ায় দেখা যাবে? প্রশ্ন উঠেছে

কোহলি ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। এখনও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নতুন সচিব হতে চলা (১২ জানুয়ারি বোর্ডের এসজিএমে সরকারিভাবে তাঁর সংগ্রহ মাত্র ৩১। সিডনিতে দায়িত্ব নেবেন) দেবজিৎ সইকিয়া শেষ টেস্টে পরিস্থিতির চাপে রোহিত আজ জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান খবর। নয়া বোর্ড সচিবের এমন সরিয়ে ভিভিএস লক্ষ্মণকে দায়িত্বে হতে চলেছেন।

টি২০ ও তিন ম্যাচের ওডিআই

সিরিজ রয়েছে। সামি কি ইংল্যান্ডের

বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজে

ফিরতে পারেন? রাতের দিকে মুম্বই

থেকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল

বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের

দাবি, 'ইংল্যান্ড সিরিজে সামির

প্রত্যাবর্ত্তের সম্ভাবনা ক্য। তবে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সামি ভারতীয়

দলে থাকছেই।' ইনস্টাগ্রামে সামি

আজ তাঁর বোলিংয়ের ভিডিও দিয়ে

ইঙ্গিত দিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়ায়

ফিরতে তিনি মরিয়া। রাতের দিকের

খবর, বৃহস্পতিবার সামির বোলিং

দেখার জন্যই বরোদার মোতিবাগ

স্টেডিয়ামে বিজয় হাজারের প্রি-

চলেছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ

আরও কয়েকজন জাতীয় নির্বাচক।

সময়ের অপেক্ষা। শুধু দেখার,

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের

সিরিজ নাকি চ্যাম্পিয়ন্স টফির মঞ্চে

আন্তজাতিক ক্রিকেটে ফেরেন সামি।

কথায়.

প্রতাবর্তন এখন

সোজা

আন্তজাতিক

তৈরি হয়েছে নয়া জল্পনা। সামির কোয়ার্টারের মঞ্চে হাজির হতে

বার্তা দিয়েছেন। ক্রিকেটের চেয়ে বড় কোনও ক্রিকেটার হতে পারেন না, প্রয়োজনে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রোহিতদের জাতীয় দল থেকে বাদ দেওয়ার দাবিও তুলেছেন তিনি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া সফরেও মুখ থুবড়ে পড়েছে ভারতীয় দল। এমন অবস্থায় নয়া বোর্ড সচিব জাতীয় নিবাচক কমিটির প্রধান আগরকারকে রোহিত-বিরাট নিয়ে কডা হওয়ার বার্তা দিয়েছেন বলে

মাঠ নাকি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি?

জবাবও পেয়েছেন।

মাসের সেরা হতে পারেন বুমরাহ

মহাতারকাকে নিয়ে কড়া হওয়ার বার্তা বোর্ড সচিবের

অজিত আগরকারকে রোহিত- বার্ত বা নির্দেশ নিয়ে ভারতীয় নিয়ে আসা যায় কিনা. এমন ভাবনার বিরাট নিয়ে আরও কড়া হওয়ার ক্রিকেটমহল থেকে সরকারিভাবে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

যদিও বোর্ড সচিবের মনোভাব সত্যিই এমন হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে রোহিত-বিরাটদের মতো তারকাদের বর্ণময় কেরিয়ারের শেষটা খুব খারাপ হতে চলেছে। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি, শুধু রোহিত-বিরাটকে নিয়েই নয়। কোঁচ হিসেবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া গৌতম গম্ভীরকে নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে। মিশন অস্ট্রেলিয়ায় টিম ইন্ডিয়ার চড়ান্ত ব্যর্থতার পর লাল বলের টেস্ট ক্রিকেট থেকে গম্ভীরকে

খবরও সামনে আসছে। প্রয়োজনে গম্ভীরকে শুধ সাদা বলের ওয়ান ডে ও টি২০ ক্রিকেটে কোচের দায়িত্ব দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, টানা ব্যর্থতার কারণে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহল আপাতত ঘেঁটে ঘ। এর মধ্যেই অস্টেলিয়া সফরের পাঁচ টেস্টে ৩২[ঁ]উইকেট নেওয়ার পুরস্কার হিসেবে আইসিসি-র মাসের সেরা ক্রিকেটারের তালিকায় মনোনয়ন পেলেন জসপ্রীত বুমরাহ। সম্ভবত তিনিই ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বিচারে মাসের সেরা ক্রিকেটার

অস্ট্রেলিয়ায় আধা ফিট সামিকেও খেলাতেন শাস্ত্ৰী

সকালে বরোদার মোতিবাগের স্টেডিয়ামে অনুশীলনের জন্য হাজির হয়ে দরকার। দীর্ঘ রিহ্যাবের পর ঘরোয়া চমক বাংলা শিবিরে। সবুজে মোড়া বাইশ গজ। পিচের সঙ্গে আউটফিল্ডের ফারাক করাই যাচ্ছে না। এমন পিচেই কি বৃহস্পতিবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে ক্রিকেটে ফেরা সামিকে অবিলম্বে থাকতে পারে। পরিস্থিতি বুঝে দলের সঙ্গে যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদিও রবি শাস্ত্রীর দাবি গুরুত্ব পায়নি। ভারতের সিরিজ হারের ময়নাতদন্তে বসে সামির অনুপস্থিতি নিয়ে এবার প্রশ্ন তুললেন শাস্ত্রী। দাবি করলেন, আধা ফিট সামিকেও তিনি খেলাতেন! একই সুর

রিকি পন্টিংয়েরও। সামিকে নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহে যে 'নাটক' হয়েছে, তা নিয়ে দইজনেই অবাক। শাস্ত্রীদের দাবি. বাংলা দলের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে থাকলে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির গল্পটা অন্যরকম হতেও পারত। সামির ফিটনেস, টেস্ট-প্রত্যাবর্তনের সময়সীমা নিয়ে যেভাবে জলঘোলা হয়েছে, ক্ষোভ আড়াল করেননি প্রাক্তন হেডকোচ।

বর্ডার-গাভাসকার টফির পর্যালোচনায় শাস্ত্রী বলেছেন, 'সামির পরিস্থিতি কীরকম ছিল, না? ওর মতো দক্ষ প্লেয়ারকে আমি বেশি বল করত। সামি তার মধ্যেই

সবসময় সেরা ফিজিওর পর্যবেক্ষণে

তারপর ব্যবহার কর্তাম।

সামি-প্রসঙ্গে শাস্ত্রীর মতামতে সমর্থন করে পন্টিং বলেছেন, 'আমি সত্যিই অবাক হয়েছি। ভেবেছিলাম, সিরিজের মাঝপথেও অন্তত ডাক পাবে। একশোভাগ ফিট না হলে কিছুটা কম ওভার বল করত। সেই সঠিক তথ্যটা কেন দেওয়া যায় অলুরাউন্ডার নীতীশকমার রেডিড

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে মহম্মদ সামিকে যেতাম। দলের সঙ্গে রাখতাম, যাতে সামি, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ-তিন পেসারে দল সাজাত ভাবত বড়বি-গাভাসকাব টফিব ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে যেত।

অস্টেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ী ভারতীয় দলের কোচ শাস্ত্রীর কথায়, অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব না দেওয়া ভুল। ভারতীয় পেস ব্রিগেডে এমন একজনকে দবকাব ছিল যে ব্মরাহকে সাহায্য করবে। সিরাজ চেষ্টা করেছে। কিন্তু সামিকে দরকার ছিল। প্যাট কামিন্সের পাশে থেকে যে কাজটা মহম্মদ বোল্যান্ড করেছে, সামি থাকলে সেই সুবিধা পেত ভারতও।

আর এই দায়িত্বটা সামি যে দারুণভাবে সামলাতে সমর্থ, তা নিয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই শাস্ত্রীর মনে। সামি-ইস্যুতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। অভিযোগের সুরে বলেছেন, 'সত্যি বলতে, সামির ফিটনেস নিয়ে যে চাপানউতোর, বিতর্ক হয়েছে, তাতে আমি অবাক। দীর্ঘদিন ধরে এনসিএ-তে রিহ্যাবে ছিল। তারপরও ওর সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছ বলা হয়নি!'

বিতর্কে ভুল স্বীকার কনস্টাসের তাঁর দেখা সেরা বলছেন খে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : বরোদার মোতিবাগ ক্রিকেট

বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলতে হবে বাংলাকে?

স্থানীয় মাঠ কর্মীদেরও আজ এমন প্রশ্ন করেছেন বাংলার ক্রিকেটাররা।

হিমাংশু রানা, যুবরাজ সিংদের মতো ঘরোয়া ক্রিকেটের একঝাঁক পরিচিত

ক্রিকেটার রয়েছে হরিয়ানা দলে। এমন দলের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার প্রি-

সাম্প্রতিককালে ঘরোয়া ক্রিকেটের আসরে এমন সবুজ পিচের কথা মনে

করতে পারছি না। দেখা যাক কী হয়।' হরিয়ানার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল

ম্যাচেল লক্ষ্যে প্রথম একাদশে অতিরিক্ত জোরে বোলার খেলানোর ভাবনা

রয়েছে বাংলা দলের অন্দরে। যদিও কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও অধিনায়ক

হল অভিমন্য ঈশ্বরণ। সিডনি থেকে দেশে ফিরে আগামীকালই তিনি ঢুকে

পড়ছেন বাংলার ক্রিকেট সংসারে। আজ রাতেই মুম্বই থেকে ব্যক্তিগত

কাজ সেরে বরোদায় বাংলা দলে ঢুকে পড়েছেন মহম্মদ সামি। পাশাপাশি

মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ঘাড়ের চোটের কারণে না খেলা জোরে

বোলার মুকেশ কুমারও ফিট বলে খবর। বৃহস্পতিবার হরিয়ানা ম্যাচে

মুকেশ ফিট হয়ে মাঠে নামতে চলেছেন, জানিয়েছেন কোচ লক্ষ্মীরতন। কিন্তু

সবকিছুর পরও মোতিবাগের সবুজ পিচ ভাবাচ্ছে টিম বাংলাকে।

সবুজ পিচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বাংলা দলের জন্য সুখবর

সুদীপ ঘরামি এখনই প্রথম একাদশ নিয়ে কোনও মন্তব্য করছেন না।

প্রতিপক্ষ হিসেবে হরিয়ানা বেশ শক্তিশালী। হর্ষল প্যাটেল, দীনেশ বানা,

কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলতে নামার আগে

টেনশনে বাংলা শিবির। বিকেলের দিকে বরোদা

থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন,

'মোতিবাগ স্টেডিয়ামের পিচ অবশ্যই চমকপ্রদ।

সিডনি, ৭ জানুয়ারি : বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহর কঠোর

সিরিজের শেষ দুই টেস্টে যেভাবে তরুণ স্যাম কনস্টাসকে ভারতীয় ক্রিকেটার, তা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমনই দাবি করেছেন কনস্টাসের আঞ্চলিক দল নিউ সাউথ ওয়েলসের কোচ গ্রেগ শেপার্ড। যুক্তি, সিডনিতে উসমান কিন্তু তার মাঝেই ঢুকে পড়েন

দিকে লক্ষ্য করে বুমরাহর আচরণ দৃষ্টিকটু, গ্রহণযোগ্য নয়।

তাঁর সেই দাবিকে যদিও খারিজ করে দেন কনস্টাসই। বলেছেন, আক্রমণ করেছেন দুই সিনিয়ার দোষটা তাঁরই। দিনের একেবারে শেষবেলায় বাডতি ওভার খেলা এডাতে সময় নষ্ট করছিলেন খোয়াজা। যা মানতে পারেননি বুমরাহ। কথা বলতে দেখা যায় খোয়াজার সঙ্গে।

খোয়াজাকে আউটের পর কনস্টাসের কনস্টাস। বুমরাহর সঙ্গে তকতির্কিতে জডান। শেষপর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয় আম্পায়ারদেরও। খোয়াজা-শিকারে শেষ হাসি হাসেন অবশ্য বুমরাহ এবং তারপর কনস্টাসকে লক্ষ্য করে আগ্রাসী উচ্ছাস।

বিতর্কিত ঘটনা নিয়ে কনস্টাসের অকপট স্বীকারোক্তি, 'উজি (খোয়াজা) কিছটা সময় নস্টের চেষ্টা করছিল। ভূলটা আমারই।কিন্তু এই রকম ঘটেই থাকে। এটাই ক্রিকেট। দুর্ভাগ্য, উজি



আউট হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত কৃতিত্বটা

আমাদের পারফরমেন্স দুর্দান্ত ছিল।'

অতি-আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে অভিষেক ইনিংসেই চমকে দেন। রিভার্স স্কপে গ্যালারিতেও ফেলেন বমরাহকে। গত পারেননি দ্বিতীয় কোনও ব্যাটার। বিস্ফোরক শুরুতে সবাইকে চমকে দেওয়া ইনিংস নিয়ে বলেছেন, 'জানি অবশ্য বুমরাহর প্রাপ্য। উইকেট তুলে শুধু চেষ্টা করেছি নিজের সেরাটা

কিছুটা ধাকা দিয়েছিল।'

মৈলবোর্নে প্রায় ৯০ হাজার দর্শক। বমরাহর নতন বল সামলানোর চ্যালেঞ্জ। প্রতিপক্ষ দলে নিজের চার বছরে টেস্টে যে সাহস দেখাতে ক্রিকেট আদর্শ কোহলি। কিছটা নাভাস থাকলেও নিজেকে শান্ত রেখে বমরাহর তৈরি চক্রব্যহ ভেঙে গুডিয়ে দেন আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে। কনস্টাস না, মাঠে পা রাখার পর কী হয়েছিল। বলেছেন, 'মাঠভর্তি দর্শক। উজিও

দুই ম্যাচেই জয়ী।'

খোয়াজা মেনে নেন. সিরিজে আগে ৭ ইনিংসে বমরাহকে একবারও উইকেট দেননি। আত্মবিশ্বাস নিয়ে ্বলছিল, আমার ব্যাটিং ওরও রক্তচাপ শিকার। খোয়াজার কথায়, 'সবাই হয়েছে উইকেট তুলে নেবে।'

নিয়েই ফিরেছিল। তবে দল হিসেবে দিতে। বুঝতে পারছি, যা প্রতিপক্ষকে বাড়াচ্ছিল। উত্তেজনায় ফুটছিল। তবে জিজ্ঞাসা করছিল, কী হচ্চেং সত্যি আমার মধ্যে উত্তেজনা কাজ করেনি। কথা বলতে, আমি বুমরাহ-ফোবিয়ায় অবশ্য অভিষেক ভালোভাবে হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছিলাম। নির্ণায়ক ইনিংসে ওর চোট দর্ভাগ্যজনক। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই পিচে ওকে খেলতে বুমরাহ-ফোবিয়ার শিকার। সিরিজের হয়নি। যখন দেখি বুমরাহ নেই, বুঝে যাই আমাদের সামনে বড সযোগ। নিঃসন্দেহে যাদের বিরুদ্ধে খেলেছি, সিরিজ শুরু করেন। যদিও সিরিজ তাদের মধ্যে সবথেকে কঠিন বোলার। শেষে ছবিটা আলাদা।৬ বারই বুমরাহর যখনই বল হাতে পেয়েছে, মনে

লাল-হলুদে ভেনেজুয়েলার স্ট্রাইকার রিচার্ড

क्रमग्न पिरा (थरलर হার, মতব্রুজোর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : রাত প্রায় পৌনে এগারোটা। বাসে বসে ফুটবলার-সাপোর্ট স্টাফরা। কিন্তু দেখা নেই কোচের। তিনি তখন সাজঘরে কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত।

গত কয়েকদিন ধরে এটাই চিত্র ইস্টবেঙ্গলের। এমনকি মাঝে একদিন কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য বিনো জর্জকেই অনুশীলন করাতে হল। বেশিরভাগ সময়টা অনুপস্থিত থাকলেন অস্কার ব্রুজোঁ। নতুন ফুটবলারের ব্যাপারে এসব আলোচনা শেষপর্যন্ত পরিণতি পেল। এদিনই ক্লাবের তরফে নতুন বিদেশি নাম ঘোষণা করা হয়। ভেনেজুয়েলার আন্তজাতিক ফুটবলার রিচার্ড সেলিস যোগ দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলে। এই স্ট্রাইকার স্বদেশের ক্লাব অ্যাকাডেমিয়া পুয়েতের্

রাত অবধি হল না ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি আইএসএলের ফিরতি ডার্বি হচ্ছে গুয়াহাটিতেই। যদিও এদিনও রাত পর্যন্ত সরকারি ঘোষণা হয়নি। তবে এদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের তরফে মৌখিকভাবে গুয়াহাটিতে ম্যাচ হওয়ার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়। এমনকি ইস্টবেঙ্গলকেও বেসরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূলত গুয়াহাটিতে বিজেপি-র জাতীয় স্তরের নেতাদের সভা ও র্য়ালি থাকায় পুলিশের লিখিত অনুমোদন আসতে দেরি হচ্ছে বলে সরকারিভাবে ম্যাচ ইওয়ার ঘোষণা করা যাচ্ছে না বলে বাগান সূত্রের খবর।

কাবেল্লোর হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেছেন গত অক্টোবরে। তিনি উইঙ্গার হিসাবেও খেলতে পারেন।

এদিকে, এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে শুরুটা দুর্দন্তি শুরু এবং ডিসেম্বরের আইএসএল ম্যাচগুলিও মোটামুটি ভালো যাওয়ার পরে নতুন বছরে নতুন জোয়ারের বদলে হঠাৎই আবার ভাটার টান ইস্টবেঙ্গলে। চোট-আঘাতের পাশাপাশি মাঠে যাঁরা খেলছেন তাঁদের অত্যন্ত নির্বিষ ফুটবল! দুইয়ে মিলে ফের পরপর দুই ম্যাচে জয় অধরা। কঠিন হয়ে যাচ্ছে সুপার সিক্সের অঙ্কও । দুর্বল হায়দরাবাদ এফসি-র বিপক্ষে তবু এক পয়েন্ট এসেছিল কিন্তু মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ২-২ করেও হারের কোনও ব্যাখ্যা নেই। ম্যাচ সম্পর্কে কোচের নিজস্ব বিশ্লেষণ, 'প্রথমার্ধে আমরা কিচ্ছু খেলতে পারিনি। বিরতির পর ঘুরে দাঁড়ালেও শেষদিকে ব্যক্তিগত ভূলে হারতে হল। আসলৈ মাঝমাঠটা আমরা একেবারেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। ডানদিকেও

সমস্যা হচ্ছে আমাদের। ওদিকটায় ফুলব্যাক প্রেভাত লাকড়া ও পরে নীশুকুমার) আত্মবিশ্বাসী না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। রক্ষণ দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং প্রতিপক্ষ সেটাকেই কাজে লাগাচ্ছে।' অ্যাটাকারদের সহজ সুযোগ নম্ভও যে হারের কারণ সেটা মেনে নিতে দ্বিধা করেননি তিনি, 'দ্বিতীয়ার্ধে আমার ছেলেরা মস্তিস্কের থেকেও হৃদয় দিয়ে বেশি খেলেছে বলেই উজ্জীবিত লেগেছে গোটা দলকে। ক্লেইটন (সিলভা), নাওরেম মহেশরা (সিং) সহজ সুযোগ নষ্ট করে। এটাই এখন আমাদের দলের বাস্তব চিত্র। চৌট-আঘাতের জন্য এগারোজন বাছাই করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। একাধিক ফুটবলার অনভ্যস্ত জায়গায় খেলছে।



ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি রিচার্ড সেলিস।

এদিন আবার চোট পেলেন আনোয়ার আলি। ম্যাচের পর তিনি হুইল চেয়ারে স্টেডিয়াম ছাড়লেও তিনি দিন দুয়েকের মধ্যে ফিট হয়ে যাবেন এবং ডার্বিতে মাঠে নামবেন বলে আশাপ্রকাশ করেন ক্রঁজো।

সাউল ক্রেসপো চলে এলেও তাঁর আরও চার সপ্তাহ লাগবে পুরোপুরি মাঠে নামার জায়গায় আসতে। ১১ তারিখ ডার্বি ছাড়াও এই মাসেই এফসি গোয়া, আবার মুম্বই, কেরালা ব্লাস্টার্সের মতো দলের মুখোমুখি হতে হবৈ ইস্টবেঙ্গলকে। ওই কঠিন ম্যাচে পয়েন্ট না পেলে যে উপরের দিকে ওঠা যাবে না সেই ব্যাখ্যাও দেন তিনি, 'আমরা হৃদয় দিয়ে বেশি খেলছি। যখন পিছিয়ে বা ড্র করি তখন বেশি ভালো খেলি। অথচ এগিয়ে থাকলে সেটা পারি না। এই ধরনের কঠিন লিগে এভাবে পয়েন্ট তালিকার উপরে ওঠা যায় না।' ১৪ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে এগারো নম্বরেই থেকে যাওয়াটা যে তাঁদের কাছে কাম্য ছিল না, এটাই উঠে এসেছে এদিন তাঁর বক্তব্যে।

৭ জানয়ারি : আইএসএলের প্রথম ডার্বিতে গোল পেয়েছিলেন তিনি।সেই ধারা বজায় রাখতে চান মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন। আইএসএলে গোল পেলেও সমর্থকদেব প্রত্যাশা এখনও পরণ করতে পারেননি তিনি। তাই ডার্বিকেই পাখির চোখ করেছেন অজি তারকা।

মঙ্গলবার অনুশীলন শেষে গাড়িতে ওঠার আগে ম্যাকলারেন বলে গেলেন, 'আমি আগের ডার্বিতে গোল করেছি। সেই ধারা এই ম্যাচে বজায় রাখতে চাই।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি ইস্টবেঙ্গল-মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ হোটেলে বসে দেখেছি। ওদের পরাজয়ে আমাদের আরও ভালো হল। তবে ডার্বি নিয়ে আগাম কিছু বলা সম্ভব নয়। এই ম্যাচ সবসময় ফিফটি-ফিফটি। ম্যাচটা কঠিন হতে চলেছে। আমরা জেতার লক্ষ্যে মাঠে নামব।'

সোমবার ইস্টবেঙ্গল-মুম্বই ম্যাচের দিকে নজর ছিল কোচ হৌসে ফ্রান্সিসকো মোলিনারও। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের দুর্বলতা ইতিমধ্যে তাঁর নোটবুকে উঠে গিয়েছে। ফলে ডার্বিতে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মঙ্গলবার ঘণ্টাদুয়েকের অনুশীলনে সেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন তিনি। দুই উইং দিয়ে আক্রমণ শানানোর দিকে জোর দেন মোলিনা। পাশাপাশি রক্ষণে পায়ের জঙ্গল ভেঙে গোল তুলে নেওয়ার দিকে নজর ছিল তাঁর।

এদিকে, ডার্বিতে নিজের পুরোনো ছন্দে ফিরতে চান অজি তারকা দিমিত্রিস পেত্রাতোস। চলতি মরশুমে স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি তাঁকে।

ডাৰ্বিতে গোল চান ম্যাকলারেন

তার ওপর চোটের কারণে কয়েকটি ম্যাচ মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তবে ডার্বির আগে চোট কাটিয়ে পুরোদমে অনুশীলন করছেন তিনি নিজেকে প্রমাণ করার একটা বাড়তি তাগিদ দেখা গিয়েছে অজি তারকার মধ্যে। এমনিতেই ডার্বিতে বরাবরই দুৰ্দান্ত ছন্দে থাকেন তিনি। ৮টি ডাৰ্বি খেলে ৫টি গোল ও ৩টি অ্যাসিস্ট রয়েছে তাঁর। শেষ ৩টি ডার্বিতেই গোল করেছেন দিমি। শনিবার সেই পারফরমেন্স ধরে রাখতে চান তিনি।

সেরাদের সেরা শর্মিষ্ঠ



ট্রফি হাতে শর্মিষ্ঠা লাহিড়ি।

নিজম্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, জানুয়ারি : হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত জাতীয় স্ট্রেংথ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেসে স্ট্রং ওমেন হয়ে সেরাদের সেরা নোয়েল সেওয়া।

সেরার খেতাব জিতলেন শিলিগুড়ি শর্মিষ্ঠা লাহিড়ি। তিনি মহিলাদের ৩৯ উধৰ্ব বয়স বিভাগে উভয় ইভেন্টে সোনা জিতেছেন। শর্মিষ্ঠার মেয়ে আস্থা ১২-১৭ বছর বিভাগে স্ট্রেংথ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেসে রুপো পেয়েছে। শিলিগুড়ির আরেক প্রতিনিধি পায়েল বর্মন মহিলাদের ২২-৩৮ বছর বিভাগে ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেসে রুপো ও স্ট্রেংথ লিফটিংয়ে ব্ৰোঞ্জ জিতেছেন।

জয়ী জর্জিয়ান

নিজম্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : সুকনা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সুকনা গোল্ড কাপ ফুটবলে মঙ্গলবার কালিস্পংয়ের জর্জিয়ান এফসি ২-০ গোলে দার্জিলিং পুলিশকে হারিয়েছে। গোল করেন প্রবীন সুব্বা ও ম্যাচের



স্বামী বিবেকানন্দ ওপেন ক্যারাটের সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তা ও স্পনসরদের সঙ্গে মেয়র পারিষদ মানিক দে।

৫ রাজ্যকে নিয়ে কাইজেনের স্বামী বিবেকানন্দ ক্যারাটে

নিজম্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জেলা। ৩০০ ছেলেমেয়ে।

এমন বিশাল সমাবেশ নিয়ে ১৯ জানুয়ারি উত্তরায়ণে বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুলে স্বামী বিবেকানন্দ ওপেন ক্যারাটে আয়োজন করছে কাইজেন ক্যারাটে-ড অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়া। টেকনিকাল ডিরেক্টর ঢালি জানিয়েছেন, এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের রেফারি ও বিচারকদের উপস্থিতি প্রতিযোগিতার গুরুত্ব বাড়িয়েছে। কুমিতে ও কাতা মিলিয়ে থাকছে ৮৭টি ক্যাটিগোরি। কুমিতে হবে প্রতিযোগীদের ওজন অনুযায়ী। কাতায় রাখা হয়েছে অনুধর্ব-৬ থেকে ১৮ উর্ধ্ব পর্যন্ত বয়স বিভাগ।

জানুয়ারি : পাঁচটি রাজ্য। এক ডজন ক্যারাটেকারা ভালো ফল করবে মানিক দে তা মেয়র গৌতম দেবকে বলেই বিশ্বাস সহ সভাপতি সন্দীপ ঘোষালের। তাঁর কথায়, উত্তরবঙ্গের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই কাইজেন। পৃষ্ঠপোষক সঞ্জয় টিব্রেওয়াল বলেছেন, 'এখানকার ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত সফরে যাচ্ছে। ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে পদক জয়ে। যার ফলে

> জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।' যার সুযোগ নিয়ে শিলিগুড়িতে বেড়ে উঠছে নন রেজিস্টার্ড ক্যারাটে কোচিং সেন্টার। যারা কোনওরকম সুরক্ষাবিধি ছাড়াই ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ ক্যারাটের সাংবাদিক সম্মেলনে এই পেয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত।

শিলিগুড়িতে স্কুল পর্যায়ে ক্যারাটে

জানাবেন বলেছেন।

২০১৬ সালে দার্জিলিং জেলা থেকে যে দুইজন প্রথমবার জাপানে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম মানব মিত্তল এই প্রতিযোগিতায় অন্যতম স্পনসর হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। যা তাঁর কাছে একরকম ঘরে ফেরা বলে জানিয়ে মানবের মন্তব্য, 'ক্যারাটে থেকে পাওয়া শৃঙ্খলার শিক্ষা আমার সারা জীবনের সম্পদ।' আরও এক স্পনসর প্রণয় গোয়েল আবার অনেকদিন ধরেই কাইজেনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। যা আরও একবার ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ

জয়ী এইচবি.

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, জানুয়ারি : ১৯তম সুরেন্দ্র টুফি ক্রিকৈটে আগরওয়াল মঙ্গলবার বেলাকোবা হাইস্কুল ৭ উইকেটে জিতেছে ডিপিএস শিলিগুড়ির 'বি' দলের বিরুদ্ধে। ম্যাচের সেরা রৌনক দাস। ডিপিএস ফুলবাড়ি ১৫৬ রানে হারিয়ে দেয় বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুলকে। ম্যাচের সেরা সৌম্যজিৎ বসু। এইচবি বিদ্যাপীঠ ৮ উইকেটে ফুলবাড়ির নারায়ণা স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা রাহুল রায়। আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল ৫ উইকেটে হারিয়ে দেয়

সাইটস্ক্রিন ভাঙল দুষ্কৃতীরা নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি,

৭ জানুয়ারি : চাঁদুমণি মাঠে চলছিল মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট। বুধবার থেকে সেখানেই শুরু হবে অনুধর্ব-১৫ আন্তঃস্কুল দাতু ফাদকার ট্রফি। মাঝে কয়েকদিন মাঠ সংস্কারের জন্য খেলা বন্ধ থাকার সুযোগে কয়েকজন দুষ্কৃতী সাইটস্ক্রিন ভেঙে দেয়। পরিষদের পক্ষ থেকে মাটিগাড়া থানায় জানানো হয়েছিল। এদিন পুলিশ এসে ঘটনাস্থল দেখেও যায়। পরে দুপুরের দিকে পরিষদের তরফে সেই সাইটস্ক্রিন ঠিক করা হয়। ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'এমনিতেই ক্রীড়া পরিষদ আর্থিক সংকটে রয়েছে। তার মধ্যে এই বাড়তি খরচের বোঝা। ঘটনার গোস্বামীকে জানিয়েছি।



চাঁদমণি মাঠে ভাঙা সাইটস্ক্রিন। মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্যন্ত।

কথা পুলিশ ছাড়াও মেয়র গৌতম দেব ও পরিষদের সচিব কুন্তল



SECURE

পালসার মডেলের প্রারম্ভিক মূল্য। বাজ্ঞান্ত অটোর পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই যেকোনো অফার এবং মুলোর পরিবর্তন/সংশোধনের অধিকার সংরক্ষিত, যা মডেল এবং রাজ্যের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে। AMC নির্বাচিত মডেল এবং কেটছ্ বাজ্ঞান্ত ভিলারের সাথে যোগাযোগ করুম। রোডসাইড আাসিন্টেন্স ধার্ড পার্টি পরিষেবা প্রদানকারীদের দ্বারা সরবরাহ করা হয় এবং তাদের শর্জনের নিজনের অধীন। ই-কমার্স প্রাটকর্মে প্রজ্ঞান বিদ্বাহ করি